কোণে বেগে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামের নিকটস্থ নদী, তত্তদ্ গ্রামে বাণিজ্যাদি প্রবল হইবার একটী প্রধান কারণ। রাণাঘাটের ইতিহাস সম্বন্ধে অতীতকালের নিবিড় অন্ধকার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষণিক আলোক দৃষ্ট হয় মাত্র, তাহাতে তৃপ্তি হয় না; কেবল কৌতূহল-শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়।

রাণাঘাটের পূর্ব্ব প্রান্তে "জড়ানে তলার বিল বা পুকুর" বলিয়া একটী ক্ষুদ্র তড়াগ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি এই গ্রাম হইতে গোপালনগর পর্য্যন্ত যে রাজ-পথ গিয়াছে, ঐ পথের দ্বারা উক্ত পুকুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ পুকুরের উত্তর ধারে পূর্ব্বকালে কতকগুলি দস্যু বাস করিত। উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঐ স্থানে জন-নিবাসের কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। উহার চারি দিকে জঙ্গল, পশ্চিমের জঙ্গলে পরস্পর কাছাকাছি দুইটী পুকুর (জানা যায় না কাহার খাত) ছিল; "দো-সতিনা" নামে ঐ দুটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণের জঙ্গল মধ্য দিয়া একটী অল্প পরিসর নদী প্রবাহিত ছিল; যদিও কালসহকারে উহার গর্ভ প্রায় সমভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে, তথাপি বর্ষাকালে উহা অদ্যাপি প্রকৃত নদীরূপেই প্রতীয়মান হয়। ঐ নদীর নাম হাঙ্গর। রণা নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত দস্যু দলের অধ্যক্ষ ছিল। এই সময়ে রাজা রঘুরাম রায় নদীয়ার রাজা ছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও ২০০ শত বৎসরের মধ্যে রাণাঘাট নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। জড়ানে-তলার পুকুর, রণার গৃহ পুষ্করিণী ছিল। রাণাঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আমুলিয়া এবং ২।৩ ক্রোশ পূর্ব্বে শঙ্করপুর নামক যে দুইটী গ্রাম আছে, শুনা যায় রণার সময়ে ঐ দুটী গ্রামের বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল।

রণার বাটী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর পশ্চিম চূর্ণি নদীর পূর্ব্ব অনতিদূরে একটী বহু বিস্তৃত দুর্গম অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যই রণার ঘাটি ছিল; রণা স্বদলের সহিত ঐ বনে মিলিত হইয়া দস্যু বৃত্তির পরামর্শ করিত, অধিক সময় ঐ বনে আপনাদিগকে লুক্কায়িত রাখিত। ইহা দ্বারাই অনুমিত হইতেছে, ঐ বনটী কীদৃশ ভয়াবহ। ঐ বনে রণার আশ্রয় গৃহ সকল মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ অন্য প্রকার জন-শ্রুতি আছে। দস্যুর আশ্রয়, ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। বোধ হয়, রণারঘাটি হইতেই রাণাঘাট নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে রণা দস্যুর বিনাশ ও দলভঙ্গ হইল, কিরূপে কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ জাতি আসিয়া ইহাকে জনস্থান করিয়া তুলিল; কোন্ কোন্ সোপানে পদবিক্ষেপ করিয়া রাণাঘাট বর্ত্তমান

অবস্থায় উপস্থিত হইল; তাহার সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে খুব পরিশ্রমের সহিত দেখিয়া আসিলে রাণাঘাটের কঙ্কাল অথবা প্রাচীন ছায়ার অস্পষ্ট দর্শন, অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একালে আমাদের সে উদ্দেশ্য নহে।

যেরূপেই হউক, রণার বিনাশ হইল; গ্রামের নাম রাণাঘাট হইল। অনেক লোক আসিয়া এখানে আবাস গ্রহণ করিল; চূর্ণি নদী, অধিবাসীগণকে কারবারে সাহায্য দিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে আবাদ আরম্ভ হইল; এমন কি বর্ত্তমান রাণাঘাটের যে অংশ পালচৌধুরী ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহা ১২২১ সাল পর্য্যন্ত আবাদি জমি ছিল। ঐ অংশের মধ্যস্থ বন (এই বনের মধ্যেই রণারঘাটি ছিল) হইতে সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী শ্যামা মূর্ত্তির আবিষ্কার হইল। ঐ আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে একটী রমণীয় আখ্যান প্রথিত আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ক্রমে ক্রমে তৎকালীন গ্রাম বাসিগণ দেখিলেন, যে, প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী দুগ্ধবতী গাভী ঐ নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ঠিক্ এক সময়ে বহির্গত হয়। যে বনে লোকের চলাচল নাই। অন্যান্য গ্রাম্য পশ্বাদিও যায় না; সেই বনে উপরি উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, ঐ বন মধ্যে একটী পরিষ্কৃত স্থান আছে; গাভীটী সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং তাহার স্তন হইতে স্বতঃ নিস্থত পয়োধারায় সেই স্থানটী অভিসিক্ত হইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে গাভীটী বন হইতে বহির্গমন করে। পরে সেই স্থান হইতে এক শ্যামা মূর্ত্তি বহির্গত হইল। গ্রামবাসিগণ মহা যত্নে তাহার প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাই বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী। এই শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, রণার গুপ্তাশ্রয় মাটীর মধ্যে ছিল এবং ঐ প্রতিমা তাহারই প্রতিষ্ঠিতা "দস্যুকালী"।

যখন রাণাঘাটে অনেক লোকের বাস হইয়াছিল, রণাডাকাতের শ্মশান কালী, গ্রাম্য সিদ্ধেশ্বরী হইয়াছিলেন, তখনও নদীর নিতান্ত তীরবর্ত্তী মণ্ডপতলা নামক স্থানে একটী নিবিড় বন ছিল। ঐ বনে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তৎকালের গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পরম জ্ঞানী বলিয়া জানিত। অনেকে সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিত। সেই সন্ন্যাসীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঘাটির অনেক রহস্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী কি রণার একজন সঙ্গী নহে? পূর্ব্ব বাসস্থানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া ছদ্মবেশে ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। যেহেতু এরূপ শ্রুতিও

আছে যে, রণার বিনাশের পর আর এক জন দস্যু তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিল। অথবা ঐ সন্ন্যাসী রণার সময় হইতেই ঐ স্থানে বাস করিতেছিল। এই জন্যই ঐ বনের অনেক খবর বলিতে পারিত। বর্ত্তমান কালে যে স্থানে মণ্ডপতলার বষ্টীতলা, উপরি উক্ত বন সেই স্থানে বিদ্যমান ছিল। মণ্ডপ শব্দে আশ্রয়, সন্ন্যাসীর আশ্রয় ছিল বলিয়া ঐ স্থান মণ্ডপতলা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

রাণাঘাটের অবস্থা যখন কিয়ৎ-পরিমাণে ভাল হইয়াছিল, অনেক লোকের বাসস্থান হইয়াছিল, রাণাঘাটের নাশড়া নামক পল্লীতে কায়স্থ জাতীয় যে সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবার বাস করিতেছেন, শুনা যায় ঐ ঘোষেরা এবং বশন্ত বটীতলার এক ঘর ব্রাহ্মণ এখানকার আদিম নিবাসী। পরে কারবারাদির সুবিধা হইতে লাগিল, তখনই নানা স্থান হইতে কারবারী লোকেরা এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে তিলি জাতিই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দু জাতির প্রধান প্রধান কয়েকটী বর্ণ ছাড়া, অবশিষ্ট সমুদায় "নবশাখ" (১) বলিয়া খ্যাত। তিলি ঐ নবশাখের অন্তর্গত। বোধ হয়, তিলাদি শস্যের ব্যবসায় হইতেই তিলি শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যখন শর্ষপ হইতে তৈল উৎপাদনের নিয়ম প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন, কত শস্য হইতে কত তৈল হইবে এই তুলা অর্থাৎ পরিমাণ, যাঁহারা নির্ণয় করিলেন, তাঁহাদের উপাধি তৌলিক হইল। ঐ তৌলিক, অপভ্রষ্ট হইয়া তিলি হইয়াছে। তেলের সহিত সংশ্রব ছিল বলিয়া পশ্চিমের তিলিরা কাল-সহকারে কলু হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিলি জাতি প্রথম হইতেই নানা দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, ব্যবসায় করিতে হইলেই সর্ব্বদা তুলা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইতেই তৌলিক, তৌলিক হইতে তিলি হইয়াছে। এই তিলি জাতি সর্ব্ব প্রথমে কোন্ স্থানে বাস করিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহারা যে, ব্যবসায়ী, ইহাদের পরবর্ত্তী বাসস্থান ও শাখা ভেদ সকলের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। ইহারা, ক্রমে ব্যবসায়সূত্রে চারিটী স্থানে বাসস্থান করিতে বাধ্য হয়। সেই চারিটী স্থান, যথা—(১) বেতনা, (২) মামুদোবাজ, (৩) সাতগাঁ, (৪) সোণার গাঁ।

তিলি জাতি যে ব্যবসায়সূত্রে ঐ চারিটী স্থানে বাস করে, তাহা ঐ স্থান কয়টীর অবস্থা দর্শনে প্রতিপন্ন হইতেছে। সাতগাঁ অথবা সপ্তগ্রাম, যে স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী হওয়াতে বাণিজ্য প্রধান ও ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছিল, প্রথমোক্ত গ্রামটী সেই স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী, অতএব ওটীও

(১) নাপিত, কুমার, কামার, মালাকর, ধনিক, তিলি, তাম্বুলিক, গোপক, সদ্গোপ্।

যে সাতগাঁর ন্যায় না হউক, একটী বাণিজ্যের স্থল ছিল তাহা খুব সম্ভব। মামুদোবাজ বেহুলা নদীর তীরবর্ত্তী। বেহুলা নদী কোন সময়ে বহু সংখ্য বাণিজ্যতরী ভাগীরথীতে বাহিত করিত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণ আছে। সপ্তগ্রাম ও স্বর্ণগ্রাম এই নগরদ্বয়ের যথাক্রমে বাণিজ্য বিষয়িণী খ্যাতি ও কোন সময়ে বাঙ্গালার মধ্য ও পূর্ব্ব প্রদেশের রাজধানীরূপে মনোনীত হওয়ার বিষয় বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব এখন সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিলি জাতি উপরি উক্ত চারি স্থানে বাস নিবন্ধন চারি নামে বা শাখায় বিভক্ত হইলেন। যথা,—(১) বেতনাই, (২) মামুদোবেজো, (৩) সাতগাঁই, (৪) সোণারগাঁই। কেহ কেহ বেতনাই নাম উৎপত্তির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু, তিলি জাতির অন্যান্য শাখার নাম, যখন বাসস্থান বা ব্যবসায় বিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন একমাত্র বেতনাই নামের উৎপত্তির কারণ অন্যবিধ কিরূপে সম্ভবে? তাহারা যে সকল কারণে এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনে বাধিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যবসায়ের সুবিধা অসুবিধাই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ব্যবসায়সূত্রে বা অন্যবিধ কারণে কালসহকারে তাঁহারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাসস্থান বিস্তৃত করিলেন। নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান। যথা

১	মেদ্‌গাছী	জিলা	হুগলী
২	বাঁশবেড়ে	,,	ঐ
৩	ভবনগর	,,	নদীয়া
৪	শ্যামখুড়	,,	ঐ
৫	শিবনিবাস	,,	ঐ
৬	আসাননগর	,,	ঐ
৭	মেটিরি	,,	ঐ
৮	শ্রীনগর	,,	ঐ
৯	কৃষ্ণনগর	,,	ঐ
১০	দোগেছে	,,	ঐ
১১	শান্তিপুর	,,	ঐ
১২	উলো	,,	ঐ
১৩	বেলপুকুর	,,	ঐ
১৪	দৌলতগঞ্জ	,,	ঐ
১৫	ভাদুরী	,,	(?)
১৬	শ্রীরামপুর	,,	হুগলী
১৭	মৌড়ী	,,	ঐ
১৮	বৈদ্যপুর	,,	ঐ
১৯	রাণাঘাট	,,	নদীয়া।

এই সকল গ্রামে যেমন তাঁহাদিগের বাসস্থান বিস্তৃত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শাখা ভেদও হইতে লাগিল। যথা,—

১ নূনে
২ তুঁষকোটা
৩ একাদশ
৪ দ্বাদশ ইত্যাদি।

নূনে ও তুঁষকোটা কিরূপে হইল তাহা সহজেই বোধ হয়; কিন্তু একা-

দশ ও দ্বাদশের হিসাব বোঝা গেল না। নদীয়া জেলার সকল তিলিই যে, বরাবর বেতনা প্রভৃতি চারিটী মূল স্থান হইতে একেবারে ঐ সকল স্থানে আসিয়াছে, এমন বোধ হয় না; তাহারা নদীয়া জেলার মধ্যে আসিয়াও স্ব স্ব ইচ্ছা ও অসুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। রাণাঘাটে বেতনাই ও লুনে এই দ্বিবিধ তিলি দৃষ্ট হয়। প্রামাণিক, পাল, মাণিক, কুণ্ডু, নন্দী, সরকার, দে, রাণাঘাটস্থ বেতনাই তিলিদিগের এই কয়প্রকার উপাধি। সীতারাম প্রামাণিক নামক কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করে। তিলিদিগের মূল উপাধি নন্দী, কুণ্ডু, পাল, সীতারামের বংশীয় ৬৭ ঘর প্রামাণিক অদ্যাপি রাণাঘাটে বর্ত্তমান আছে।

নদীয়া জেলার মধ্যে তিলি জাতির প্রধান বাসস্থান বলিয়া যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার কোন কোন গ্রামে তিলির সংখ্যা খুব হ্রাস হইয়াছে; হয়ত কোন কোন স্থান এককালে তিলি শূন্যই হইয়াছে। তিলির বাসস্থান বলিয়া পূর্ব্বে যে ভবনগরের উল্লেখ করা গিয়াছে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্য শাসনের শেষ সময়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপের রাজা ছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে, তিলি জাতীয় পাল উপাধিধারী কোন ব্যক্তি সেই ভবনগর হইতে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন তাঁহার নাম সহস্ররাম, কেহ বলেন সহস্ররাম তাঁহার পুত্র। সহস্ররামের রাণাঘাটে আসিবার সময় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়।

রাণাঘাটের উত্তর সীমায় হিজুলি নামে একটী পল্লী আছে। তত্রত্য কোন ব্রাহ্মণ সহস্ররামের পুরোহিত ছিলেন। সহস্ররামের তৎকালীন দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার পৌরহিত্য ত্যাগ করেন। রাণাঘাটস্থ রমাই পণ্ডিত ঐ পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন। রমাই পণ্ডিতের সময় বঙ্গদেশ বর্গীর ভয়ে কম্পিত ছিল। বর্গীর হাঙ্গাম, আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বের শেষভাগে সংঘটিত হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতি, ইহা সপ্রমাণ করিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে সুখ ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালীরা নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দুই প্রহরের পর আহার করিতেন। তখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া পাগ্‌ড়ী বাঁধার প্রথা ছিল না। আহারের অব্যবহিত পরে দুর্ব্বহ চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া আত্ম-কার্য্য করা বা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান অধিকার পূর্ব্বক নাসিকাধ্বনি করিয়া "ভুক্তরাজ বদাচরেতের ও" তত বাহুল্য ছিল

না। তখন আহারের পর প্রকৃত বিশ্রাম ছিল, আমোদ ছিল। পল্লী-গ্রামস্থ প্রাচীনবর্গ আহারের পর একত্রিত হইয়া পল্লীস্থ কাহার চণ্ডী-মণ্ডপে বা বৃক্ষ-ছায়ায় পরিষ্কৃত শষ্প-শয্যায় উপবেশন করিতেন। আগুনের মালসা এবং ডাবা হুঁকার বন্দোবস্ত কিছু বিশেষ রূপেই হইত। নিশ্চিন্তে মন খুলিয়া আমোদের চূড়ান্ত বকামি হইত। বকামিতে কি আমোদ, বকা ভিন্ন কে বুঝিবে? লোকে বলে, যে বকা, সে নিকর্ম্মা; কিন্তু আমি যে অভিধান পড়িয়াছি তাহাতে বকার অর্থ সুখী। রমাই পণ্ডিত একদিন সদলে বৃক্ষতলে বসিয়া ঐরূপ সুখ সম্ভোগে আসক্ত ছিলেন। হঠাৎ অশ্বের ভয়ঙ্কর চীৎকার তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। যেই কর্ণগোচর,—সেই পলায়ন, একেবারে গৃহপ্রবেশ ও দ্বার রোধ। দলের কে কোন্ দিকে গেল তাহার ঠিক নাই; পা ঠেকিয়া হুঁকার মালসাও গড়াইয়া গেল। পরে অবগত হইলেন, তিনি যে অশ্বের চীৎকার শুনিয়াছিলেন, তাহা একজন ভিক্ষার্থী ফকীরের। তখন সগর্ব্বে গৃহবহির্গত হইয়া ফকিরকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন; সে ফকির,—ফকরে ঘোড়াকে বর্গীর ঘোড়ার মত ডাকাইবে কেন?

সহস্র রাম এখানে আসিয়া প্রথমে যেস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই নাই। অনেকে অনুমান করেন এখন সেস্থান নদীর অপর পারে গিয়া পড়িয়াছে। কাল সহকারে অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন তাহার কোন কোন অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং বাবু ব্রজনাথ পাল চৌধুরীর অন্তঃপুরের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সহস্র রামের তিন পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ও রামনিধি। এই কৃষ্ণচন্দ্রই সুবিখ্যাত কৃষ্ণ পান্তী। ইনিই লর্ড ময়রা বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ সরকার হইতে চৌধুরী-উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হন ও রাণাঘাট পাল চৌধুরী পরিবারের সৃষ্টি করিয়া যান। চরিতাষ্টক নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহার অপূর্ব্ব চরিত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে।

সে দিনের কথা।

নহে বহু দিন,—সে দিনের কথা!
তবু কত দূরে গিয়াছে স'রে,
ঘটনার পাতা—সময় গ্রন্থেতে
উলটিল কত তাহার পরে॥ ১

জীবনের পটে,—আসার ছবিতে
নিরাশার কালী পড়েছে কত,
কতগুলি ছবি বিস্মৃতির জলে
গিয়াছে মুছিয়া জনম মত॥ ২

সে দিনের কথা,—তবু পুরাতন !
ভাল ক'রে মনে মনে না আসে,
স্বপনের কথা মিলায় নিদ্রায়
দু' একটী রহে স্মৃতির পাশে ॥ ৩

সুখ দুঃখ-স্রোত সদা বহমান
ভেসে যায় তাহে পুরাণ কথা,
দু' একটী তার আঘাতিয়া কূলে
রাখে চিহ্ন, দিয়া দারুণ ব্যথা ॥ ৪

তাই যাহা কিছু রয়েছে মনেতে,
অন্য সবগুলি গিয়াছে ভেসে,
ঘুম ঘোরে যেন বিষাদের গান
হাসির মাঝারে উঠে গো হেসে ॥ ৫

তাই বসে ভাবি—সে দিনের কথা—
সে দিনের হাসি কোথায় এবে ?
সে দিনের অশ্রু গিয়াছে শুকা'য়ে,
কেন বা চমকি সে সব ভেবে ? ৬

সে দিনের কথা—ছিলাম দাঁড়ায়ে
পথহারা হ'য়ে সংসার বনে।
সে দিনের কথা—ছিলাম একাকী
ঘুরি যথা তথা উদাস মনে ॥ ৭

সে দিনের কথা—সংসার বিরাগী—
অতৃপ্ত হৃদয়ে বিশুষ্ক হাসি।
সে দিনের কথা ভাসিছিল জীবনে,
সে দিনের মিছে ভাবনা রাশি ॥ ৮

তবু মনে নাই—সে দিনের কথা
অদৃশ্য, বিস্মৃতি আঁধার কোলে।
জোনাকের মত দু' একটী তার
থাকি থাকি যেন উঠিছে জ্বলে ॥ ৯

কালিকার কথা আজ মনে নাই,
আজিকার কথা রবে না কাল।
"কাল" শুনি সব "আজে" পরিণত
"আজ" শুনি সব বিগত কাল। ১০

যাবে কত দূরে এইরূপে সব,
গিয়াছে বা কত কি আছে মনে ?
সে দিনের কথা গেছে কত দূরে
ফিরিবে কি কভু আর জীবনে ? ১১

উদ্ভিদ বিজ্ঞান।

(২৭৪ সংখ্যা, ২০২ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসূন ও অপ্রসূনবতী বৃক্ষ।

সমুদয় উদ্ভিজ্জ পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, ১ম প্রসূনবতী বা সপুষ্পক অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ্যে পুষ্প প্রসব করে, ২য় অপ্রসূনবতী বা অপুষ্পক যাহাদিগের পুষ্পোদ্গম হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম জাতীয় উদ্ভিদ গণের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।* উপবন, ক্ষেত্র ও উদ্যানে

* বা, বো, ২২৩ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার দেখ।

আমরা কেবল এই জাতীয় উদ্ভিজ্জই দেখিতে পাই। কাহারও কাহারও নয়নতৃপ্তিকর বিবিধ বর্ণ রাঞ্জিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প দর্শনে মন বিমোহিত হয়, এবং কাহারও কাহারও অদৃশ্য মুকুল গন্ধে নাসারন্ধ্র পুলকিত হইয়া থাকে। প্রথম জাতীয় সকল বৃক্ষই কুসুম প্রসব করে। কতকগুলির মুকুল হরিদ্বর্ণ, ইহারা যখন পলিত পত্র মূল বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরাকারে উদ্ভূত হয়, অনভিজ্ঞ চক্ষু তখন তাহাকে নবপত্রোদ্গম বলিয়াই স্থির করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা মুকুলব্যতীত আর কিছুই নহে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত অনায়াসে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। সামান্য দুর্ব্বাদলও মুকুলিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের মুকুল সকল সচরাচর হরিদ্বর্ণ এবং এত সূক্ষ্ম যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যান্য মুকুলাপেক্ষা ইহার অস্তিত্বও অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তজ্জন্যও দুর্ব্বামুকুল দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমাদিগের আর্য্য কবিরা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী হইলেও দুর্ব্বামুকুলের বিষয় কাহাকেও উল্লেখ করিতে শুনা যায় না, কিন্তু হিক্র কবিরা ইহা জানিতেন। এক ব্যক্তি মানব জীবনের অনিত্যতা প্রকাশচ্ছলে বলিয়াছেন যে মানবের শক্তি ও সৌন্দর্য্য "দুর্ব্বাকুসুমের" ন্যায় চকিতে বিলীন হইয়া থাকে।

নগরের দগ্ধ মৃত্তিকা ও কৃত্রিম শোভায় অভ্যস্ত নেত্র জঙ্গলপূর্ণ পল্লীগ্রামের নিসর্গ শোভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইলেও তৎপ্রতি তাহার আসুরক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই নাগরিকেরা সাবকাশ পাইলেই পল্লী অভিমুখে প্রধাবিত হন। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের এমন এক মোহন আকর্ষণ আছে, যাহাতে অনভিজ্ঞ বর্ব্বরও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ সমাসযুক্ত আভিধানিক নাম সকল অপরীক্ষিত থাকিলেও সামান্য ব্যক্তিরা সামান্য নামে অভিহিত করিয়া বৃক্ষ সকলের কত গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় জাতীয় অপ্রসূনবতী উদ্ভিজ্জেরা অতি সূক্ষ্ম, প্রায় নগ্ন চক্ষে দৃষ্ট হয় না। অণুবীক্ষণ সাহায্যেই ইহাদিগের বিষয়ে অভিজ্ঞান জন্মে। উদ্ভিজ্জ বিদ্যার এই শাখা অতীব দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য, সুতরাং প্রসূনবতী বৃক্ষাপেক্ষা ইহাদিগের অনুশীলনে অল্পই ঔৎসুক্য হইয়া থাকে।

ছাতা, চিতি, শৈবাল, কোঁড়ক, মসিঅঙ্ক প্রভৃতি সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাদিগের দ্বারা আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ব্যাধি উৎপাদক, উত্তেজক এবং ক্ষয়কারী। কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু সলিল হিল্লোলে ভাসমান হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে (Diatoms

and Dismids) রোমশাণু ও হরিদণু বলিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত জাতির রোমাবৃত ছাল আছে, তজ্জন্য পূর্ব্বে ইহা সূক্ষ্ম শম্বুক জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইত। হরিদণু অতি সূক্ষ্ম, দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না; ইহারা হরিৎবর্ণ এবং ইহাদিগের সূক্ষ্ম রস-কোষ সম দুই অংশের সমন্বয় বলিয়া বোধ হয়।

শৈবাল অনেক প্রকার আছে, ইহারা কেবল শৈত্যপ্রধান স্থানেই উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই প্রায় ছায়াপ্রিয়, যে স্থানে রৌদ্রতাপের সংস্রব নাই, তথায় ইহারা পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এক জাতীয় শৈবাল বৃক্ষ মূলে উৎপন্ন হয়। ইহারা বৃক্ষ মূলের উপর ভাগেই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে রৌদ্রের যেরূপ প্রচণ্ডতা উত্তরে তাহার কিছুই নাই, সুতরাং এইদিক আশ্রয় করিয়াই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বনবিহারী শিকারীরা দুর্গম জঙ্গম পথে ইহাদিগের নিদর্শনানুসারে দিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। ইহারা শুভ্র, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত। ইহাদিগের গঠন কাগজের ন্যায় অতীব কোমল এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্তরে স্তরে বিশ্লেষ করা যাইতে পারে।

অপর এক জাতীয় শৈবাল নগমূলে উৎপন্ন হয়। ইহারাও অতি সূক্ষ্ম শুভ্র অক্ষরেখা বা গাঢ় হরিদ্বিন্দুবৎ মসৃণ নগ শরীর সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জের আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন নবদুর্ব্বাদলের শ্যামল লাবণ্যে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন সদ্যোজাত আলোক স্পর্শে প্রথম পুষ্পদল বিকসিত হয় নাই, ইহারা তখনও নগ শরীর আশ্রয় করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিল; অদ্যাপিও ইহাদিগের সেই বর্দ্ধনশালী ক্রিয়ার বিরাম নাই। পর্ব্বতের স্তরে স্তরে ইহাদিগেরই অসাধারণ শক্তির রেখা সকল সংন্যস্ত রহিয়াছে।

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব।

সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মাতার চরিত্রের যেরূপ প্রভাব এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ যেরূপ ফলদায়ক এমন আর কিছুই নহে। সন্তান উভয় পিতা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পিতা অপেক্ষা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ সন্তানে অধিক বর্ত্তে। আবার মাতার নিকট হইতে সন্তান বাল্যকালে যে শিক্ষা ও উপদেশ পায়, তাহা জীবনের উপর চিরকাল কার্য্য করিয়া থাকে। জর্জ্জ হার্বার্ট নামক একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এক

শত শিক্ষকে যাহা করেন, এক সৎ মাতায় তাহা করিতে পারেন। বড় বড় লোকের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্বের জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের মাতার নিকটই অধিক ঋণী। সভ্য-জাতিদিগের ইতিহাসে দেখা যায় যে ক্রম্‌ওয়েল্, পিট্, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, স্কট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রধানতঃ স্ব স্ব মাতার গুণেই বড় হইতে পারিয়াছিলেন। জন রেণ্ডলফ্ নামক মার্কিন দেশীয় একজন রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে যদি তাঁহার মাতা বাল্যকালে প্রত্যহ তাঁহাকে তাঁহার জানুর উপর বসাইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে না শিখাইতেন তাহা হইলে তিনি নাস্তিক হইয়া গিয়া মহা দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতেন। ক্রম্‌ওয়েলের মাতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি অতি নম্র, সহিষ্ণু, তেজস্বিনী এবং উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণা রমণী ছিলেন। তিনি এমনি পরিশ্রমশীলা ছিলেন যে নিজে একাকী পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে তাঁহার পাঁচটী কন্যাকে খুব বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি অতি সৎস্বভাবা ও স্নেহশীলা ছিলেন। এমন রমণীর সন্তান যে ক্রম্‌ওয়েলের ন্যায় অসাধারণ লোক হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শেফার নামে জার্ম্মেণীর একজন প্রধান চিত্রকর বলেন যে তাঁহার মাতার উপদেশ ও শিক্ষা না পাইলে তিনি জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে কুত্রাপি সমর্থ হইতেন না। শেফার যখন পারিসে বাস করিতেন তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পত্র দ্বারা উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সৎপথে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতার স্নেহমাখা উপদেশ শেফারের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যাইত এবং তিনি ইচ্ছা হইলেও সে সকল উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না। নেপোলিয়নের মাতা অতি তেজস্বিনী ও দৃঢ়মনা রমণী ছিলেন। নেপোলিয়নের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে তাঁহার সাহস উদ্যম ও অধ্যবসায় তাঁহার মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। বুলওয়ার লিটন্ নামে ইংলণ্ডের এক জন প্রধান উপন্যাসকার ছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার শিক্ষিতা মাতার যত্ন ও উপদেশের গুণেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিতে শিখিয়াছিলেন—বাল্যকালে মাতার শিক্ষা না পাইলে তিনি কখনই অত বড় গ্রন্থকার হইতে পারিতেন না। স্কচ্ কবি বরন্‌সের মাতা অতি কাব্য-প্রিয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার কল্পনা শক্তিও অল্প ছিল না। বরন্‌স্ মাতার নিকট হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। কেনিং নামে ইংলণ্ডে একজন সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ

ছিলেন। ইঁহার মাতার বুদ্ধিশক্তি অতি প্রখর ছিল—কেনিং তাঁহারই বুদ্ধিশক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আয়ারলণ্ড দেশীয় দেশহিতৈষী বরান্ বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কেবল তাঁহার মুখশ্রী পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার উন্নত মানসিক বৃত্তিগুলি পাইয়াছেন। ফাউয়েল বক্সটন্ তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন "তুমি বাল্যকালে আমার হৃদয়ে যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছিলে—আমি যখন কার্য্য করি তখন তাহারই প্রভাব অনুভব করি।" কবি পোপের মাতা তাঁহাকে জীবনের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, পোপ সর্ব্বদা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেন। জার্ম্মেন্ দেশীয় মহাকবি গেটে তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার অতুল প্রতিভা প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে সন্তানের চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব যেরূপ বলবান পিতার প্রভাব তদ্রূপ নহে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে পিতার প্রভাব অপেক্ষা মাতার প্রভাব যে অধিক তাহার কারণ এই, যে পিতা অপেক্ষা মাতা সন্তানের পক্ষে নিকটতর। সন্তান দশমাসকাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়া মাতার দোষ গুণ গভীরতর রূপে প্রাপ্ত হয়। আবার ভূমিষ্ট হইবার পর সন্তান পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ ও যত্ন অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাতার শিক্ষা ও উপদেশ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হয়। ভারতের প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্র ও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে মাতা যে দশ মাস কাল সন্তান বহন করেন, সেই দশমাস কাল তিনি শরীর, মন ও আত্মা যেরূপ অবস্থায় রক্ষা করেন, সন্তানের শরীর, মন, ও আত্মা সেই অবস্থাপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় যে রমণী শরীরের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া স্বীয় শরীরকে পূর্ণ সুস্থাবস্থায় রাখেন, অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা স্বীয় মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালনা করেন, এবং ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ধর্ম্মকথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাঁহার সন্তান সুস্থকায়, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উপায়ে এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে যত দিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহাকে সৎশিক্ষা প্রদান দ্বারা মাতা যেমন সন্তানকে উন্নত করিতে পারেন, পিতা সেরূপ কখনই পারিবেন না।

সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা অপেক্ষা মাতার প্রভাব অধিক বলিয়া স্ত্রীজাতির কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে এই জন্য যে জাতির স্ত্রীজাতি

যেমন উন্নত, সে জাতি তেমন উন্নত; এবং যে জাতির স্ত্রীজাতি যত অবনত সে জাতিও তত অবনত। বাঙ্গালীর ন্যায় পতিত জাতির উন্নতির জন্য বাঙ্গালী স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়।

কৃপণের জীবন।

প্রত্যেক কৃপণ ব্যক্তিই যে আমাদিগের অবজ্ঞাভাজন তাহা মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনেকে পরোপকার করিবার জন্য কৃপণ হইয়া থাকে; তাহাদিগের কৃপণতা কি দূষণীয়? কৃপণদিগের দয়ালুতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন লণ্ডন নগরে বেথেলাম্ হাঁসপাতাল নামক চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন লণ্ডনের পূর্ব্ব পল্লী নিবাসী একজন বিখ্যাত কৃপণ হাজার টাকা অকাতরে দান করেন। যে কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে তাঁহার ভৃত্য একটী দেশলাইয়ের কাটি বৃথা অপব্যয় করাতে তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতেছিলেন। উক্ত কৃপণ ব্যক্তি দানের টাকা দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে সৎকর্ম্মে হাজার টাকা ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর নহে, কিন্তু একটী দেশলাই মিছামিছি ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী মারগেলি নগরে গর্ণো নামে এক জন কৃপণ ছিলেন। চিরজীবন তিনি অত্যন্ত কৃপণ ভাবে ক্ষেপণ করেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অতি নীচমনা বলিয়া জানিত, এবং কৃপণতার জন্য তাঁহাকে বড়ই ঘৃণা করিত। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি মারগেলি নগরের দরিদ্রগণের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই কৃপণ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে উচ্চ বংশীয় লোক ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃপণের সংখ্যা কম—কিন্তু ইহা ভ্রম। ডিউক্ অব মারলবরো খুব উচ্চ বংশীয় লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি কৃপণ ছিলেন। চারি আনা পয়সা বাঁচাইবার জন্য তিনি ঝড় বৃষ্টির সময় হাঁটিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইতেন না। তিনি মরিবার সময় এক কোটী টাকা রাখিয়া যান।

কৃপণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াও দুই পয়সা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। বেণ্ডিল নামক ফরাসীস্ কৃপণ ব্যক্তি একটু রুটী ও

একটু দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন—কেবল শনিবার দিন একটু অল্প মূল্যের মদ্য পান করিতেন। মৃত্যুকালে এই ব্যক্তি ৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

অনেক স্থলে কৃপণ ব্যক্তি আপনার নীচপ্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে না। এক কৃপণ অন্য কোন ব্যক্তিকে যদি কৃপণতা করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্তই আনন্দ হয়। ডিকিউন্‌স্‌ নামক একজন ইটালীয় অতি কৃপণ ছিলেন—বহু কালের কৃপণতার বলে ইনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। যতই ইহাঁর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি তাঁহাকে কোন আবশ্যক বিষয়ের জন্য একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এক ইঞ্চ পরিমিত কাগজে লেখা কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে লেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তাহা একখানি দীর্ঘ পত্র। আত্মীয়ের কৃপণতার এরূপ পরিচয় পাইয়া ডিকিউনস্‌ পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকেই স্বীয় অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পদে বরণ করিলেন।

কৃপণ ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বুবরি নগরের পাদ্রী জোনস্‌ সাহেবের দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মৃত্যুকালে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইনি চল্লিশ বৎসর বুবরি নগরীতে ধর্ম্ম যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল একটী লোককে একবার মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি কখনও ভৃত্য রাখেন নাই এবং কঠোর শীতের সময়ও বাটীতে একদিনের জন্যেও অগ্নি ব্যবহার করেন নাই। ইনি একাকী আপনার সমস্ত কাজ করিতেন।

অর্থের প্রতি কৃপণের এমনি মায়া যে, সে ধন কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, তাহা স্থির করিতে পারে না। লৌহ সিন্দুকে রাখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ভেম্পার নামক এক ইংরাজ কৃপণ ছিলেন। ইনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন ইহার বাটী অন্বেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ইনি ২৫ হাজার টাকা মাটীর নীচে, ৫ হাজার টাকা একটী পুরাতন জামার পকেটের মধ্যে, ৬ হাজার টাকা একটা পান পাত্রের মধ্যে, দশ হাজার টাকা ঘোটক শালার ছাদের মধ্যে গর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এই প্রকার কৃপণ ব্যক্তিগণ অতি দুর্ভাগা জীব। ইহারা এক প্রকার ক্ষিপ্ত। কোন কোন লোক এক বিষয় লইয়া পাগল হইয়া থাকে, তাহারা সেই বিষয়েই পাগলামী প্রকাশ করে, অন্যান্য সকল বিষয়ে সহজ লোকের ন্যায় কথা-

বার্ত্তা কহে ও বিবেচনা করিতে পারে। যাহারা ঘোর কৃপণ তাহারা ধন লইয়া পাগল। কৃপণের পাগলামি যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ শোচনীয়।

ইয়োরোপের বিবাহ প্রথা।

এই প্রস্তাবে আমরা ইয়োরোপ-খণ্ডের নানা দেশের বিবাহ প্রথা ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। প্রথমে জর্ম্মণীর বিবাহ নীতির কথা বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে জর্ম্মণী দেশে বিবাহ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন নিয়মাদি ছিল না, কেবল বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেই বর কন্যার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যে সকল যুবক যুদ্ধে নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে বিবাহ যোগ্য মনে করা হইত না। পুরুষের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না করা গৌরবের বিষয় বিবেচিত হইত। পুরাকালে জর্ম্মণীতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি স্ত্রীর স্বামী হওয়া লোকে খুব গৌরব-জনক বলিয়া মনে করিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রথা চলিত ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ইহা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মধ্যকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের সময় বর কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য কতকগুলি বন্ধু বান্ধবকে তাঁহার বাটীতে প্রেরণ করিতেন। বর-পক্ষীয়েরা কন্যার আলয়ে গিয়া কন্যা ও কন্যাকর্ত্তা সহ বরের গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। তৎপরে কন্যা-কর্ত্তা কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করিতেন। তৎপরে ভোজ হইত। সেই ভোজে বর কন্যাও আহার করিতে বসিতেন। আহার সমাধা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ দম্পতীর স্বাস্থ্য ও সুখ-সৌভাগ্য কামনা করিয়া মদ্য পান করিতেন। তৎপরে কন্যার সহচরীগণ কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া বাসর ঘরে লইয়া যাইতেন। কন্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য। বর কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। বাসর ঘরে যাইবার সময় বর ও কন্যার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি আলোক লইয়া যাওয়া হইত। এই প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে জর্ম্মণীর কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা ধার করিবার নিয়মও বর্ত্তমান ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের দিন বর কন্যাকে চাষের

জন্য এক জোড়া বৃষ, গাড়ীর জন্য একটী ঘোটক; একটী তরবারি ও একটী বড়শা উপহার দিতেন। এই প্রথার অর্থ এই যে, কন্যা আলস্যে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না—তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। এই রীতি উঠিয়া যাইবার পর কিছুকাল এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক কিম্বা কোন মূল্যবান্ গহনা উপহার দিতেন। এই রীতি এক সময়ে ধনী দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, পরে উহা কেবল ধনী সম্প্রদায় রক্ষা করিয়া চলিতেন।

জর্ম্মণীর কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, বিবাহের পর কন্যার উপর তাহার পিতৃ পরিজনের কাহারও কোনরূপ দাবী থাকে না—কন্যা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয় কুটুম্বগণেরই আত্মীয় হয়েন। জর্ম্মণীর কোন কোন প্রদেশে কন্যা বিবাহের সময় ক্রন্দন না করিলে তাহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সকলে সন্দেহ করে। এই রীতি প্রচলিত হওয়াতে কন্যাপক্ষীয়গণ অনেক সময় চক্ষু হইতে যাহাতে অশ্রু নিঃসৃত হয় তাহার একটা না একটা উপায় কন্যাকে বলিয়া দিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল, যে যখন বর ও কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন তখন কন্যা তাঁহার জুতা খুলিয়া সহচর ও সহচরীগণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন, সে জুতা পাইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত। কেননা এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যে জুতা পাইবে, তাহার শীঘ্র বিবাহ হইবে। বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বিবাহ ভোজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিছু কিছু অর্থ দান করিতে হইত, এই নিয়মও অনেককাল প্রচলিত ছিল। বিবাহ মণ্ডপের মধ্যভাগে একটী স্বর্ণপাত্র রক্ষিত হইত—নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ তন্মধ্যে ইচ্ছামত মুদ্রা নিক্ষেপ করিতেন। যে সকল বিবাহে এই নিয়ম রক্ষিত হইত না তাহাতে বর পক্ষীয়গণ বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী সেক্সনি প্রদেশে প্রথা আছে যে, কোন ধনী ব্যক্তির বিবাহ সময়ে তাঁহার প্রতিবেশীগণ অনাহূত হইয়াও তাঁহার বৈবাহিক ভোজে উপস্থিত হয়েন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হয়েন।

জর্ম্মণী রাজ্যে বহুকাল হইতে অদ্যাবধি একটী সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে যে সকল দম্পতী পঁচিশ বৎসরকাল সদ্ভাবে একত্রে ক্ষেপণ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করেন। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই

দ্বিতীয় বিবাহে তাহার পুনরনুষ্ঠান করা হয়। এই বিবাহকে "রৌপ্য বিবাহ" বলে। আবার যে সকল দম্পতী পঞ্চাশ বৎসরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা তৃতীয়বার বিবাহ পদ্ধতির পুনরনুষ্ঠান করেন। এইরূপ তৃতীয়বার বিবাহকে "স্বর্ণ বিবাহ" কহে। জর্ম্মণীর রৌপ্য বিবাহ ও স্বর্ণ বিবাহ প্রথা ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটী রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে।

জর্ম্মণীতে মর্গানেটিক বিবাহ (Morganatic marriage) নামে এক প্রকার বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কোন উচ্চ বংশীয় পুরুষ কোন নিম্ন বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিলে, স্ত্রী স্বামীর কোন বিষয় সম্পত্তির উপর কিছুমাত্র দাবী করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ বিবাহে যে সকল সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা উপাধি ধারণ করিতে পারিবে না। এইরূপ বিবাহ রুষিয়া রাজ্যেও প্রচলিত আছে।

বিবাহের সময় অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি জার্ম্মেনদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়। ধর্ম্মযাজক কন্যার হস্ত বরের হস্তে অর্পন করিলে পর, বর স্বীয় অঙ্গুরী কন্যাকে অর্পন করেন এবং কন্যা তাঁহার অঙ্গুরী বরকে অর্পন করেন।

প্রুশিয়ায় এইরূপ নিয়ম আছে যে, নব বিবাহিত পুরুষের বাটীর সম্মুখে কন্যা বা বরের বন্ধু বান্ধবগণ বিবাহের পর দিবস ভাঙ্গা বাসন রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া যায়। এই প্রথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, কিন্তু অদ্যাবধি ইহা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

টাইরোল্ প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বিবাহের পর বর ও কন্যা একত্রে মিলিত হইয়া একটী গাছ রোপন করিবেন।

ফ্রাঙ্কনিয়া প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বর দুই পার্শ্বে দুইজন বন্ধু লইয়া পদব্রজে উপাসনালয়ে বিবাহ করিতে যান; তাঁহার পশ্চাতে বাদ্যকরগণ গমন করে। ভজনালয়ে উপস্থিত হইলে পর কন্যা সম্মুখে কয়েক জন সঙ্গীতকারিণী রমণী ও পশ্চাতে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারিণী সহচরীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া উপাসনালয়ে গমন করেন।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু সদাচার।

২য় প্রস্তাব—গুরুলোকের সম্মাননা।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পিতা, মাতা এবং আচার্য্য এই তিনজন মহাগুরু। ইহাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন ধর্ম্মের প্রথম ও প্রকৃষ্ট

সোপান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতা জন্মদাতা এবং আমাদিগের জীবন রক্ষা ও সকল মঙ্গলের কারণ। তাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া সন্তানকে পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই ঐশ্বরিক ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিলে ধর্ম্ম সাধন স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়। পিতৃ হেলন ও মাতৃহেলনে ধর্ম্মহেলন হয়। আচার্য্য জ্ঞানোপদেশ দ্বারা দ্বিতীয় জন্মদান করেন, তিনিও জ্ঞানদাতা গুরু, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এজন্য আচার্য্যও পিতা ও মাতার ন্যায় পূজনীয়। যথাযথ ভাবে পিতা মাতা ও আচার্য্যকে সেবা ভক্তি করিতে অভ্যাস করিলে মনুষ্য সহজে ও সুপ্রণালীক্রমে ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হইবে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই তিনজনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সকল কর্ত্তব্য সাধন হয় বলিয়াছেন।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং।
গুরু শুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমাশ্নুতে॥

মনু ২৩৩, ২অ।

মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ স্বর্গলোক এবং গুরু শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

মনু ২২৮, ২অ।

পিতা মাতা এবং আচার্য্যের সর্ব্বদা হিতসাধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবেক। যেহেতু ইঁহারা তিনজনে সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফলই পাওয়া যায়।

ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যংহি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥

মনু ২৩১, ২অ।

ইঁহারা তিনজনেই উত্তমরূপে সেবিত হইলে পুরুষের সমুদয় কর্ত্তব্যই সমাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই পুরুষার্থ পরম ধর্ম্ম বলা যায়। অন্য ধর্ম্ম কার্য্য সকল উপধর্ম্ম বা নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ২৩৪, ২অ।

যিনি পিতা মাতা ও আচার্য্যের সমাদর করেন তাঁহার সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয়, আর যিনি এই তিনের অনাদর করেন তাঁহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে পিতা মাতা ও আচার্য্য যতদিন জীবিত থাকিবেন প্রতিদিন তাঁহাদিগের পাদ বন্দন ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহারা পরলোকগামী হইলে তাঁহাদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

গুরুলোকের প্রতি কিরূপে সম্মাননা করিতে হইবে তাহারও বিশেষ বিধি আছে।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরু সন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

মনু ১১৮, ২অ।

গুরুর নিকটে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্ব্বদা নীচ করিতে হইবে, আর গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে শিষ্য যখন উপবেশন করিবেন, তখন তাহাতে চরণ প্রসারণাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন না।

শরীরমেব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্যাঞ্জলি স্তিষ্ঠেদীক্ষমাণো গুরোর্মুখং॥
মনু ১৯২, ২অ।

শরীর বাক্য বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন সংযমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে, অনুমতি ব্যতিরেকে উপবেশন করিবেন না।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্যাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥

গুরু আসনস্থ হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে যাইয়া এবং গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিবেন।

গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শিষ্যের প্রতি শাসনের যদিও কিছু আতিশয্য দেখা যায় কিন্তু শিষ্যের নম্রতা উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং সেই নম্রতা শিক্ষা হইলে শিষ্য আপনা হইতেই যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

গুরুর প্রতি করণীয় আচরণ সকল গুরুলোকের প্রতি করিবার বিধি আছে।

বিদ্যা গুরুষে তদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥
মনু ২০৬, ২অ।

উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরুকে, পিতৃব্যাদিকে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধকারককে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেষ্টাকে উক্ত প্রকার গুরুর ন্যায় আচরণ করিবেক

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥
মনু ১১৯, ২অ।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা, বা আসন আপন নির্দ্দিষ্ট রূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবেক না আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে বিদ্যাবয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবেক।

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রমন্তি যুনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥
মনু ১২০, ২অ।

বয়োবিদ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ আগমন করিলে অল্প বয়স্ক যুবার প্রাণ যেন দেহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করে, অতএব আগন্তুক বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রত্যুত্থান অভিবাদন করিলে ঐ প্রাণ সুস্থ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই যে আগত বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধধর্ম্ম।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলং।

যে যুবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সতত প্রণাম ও অভিবাদন ও তাঁহার সেবা করে তাঁহার পরমায়ু বিদ্যা যশ ও বল এই চারি পরিবর্দ্ধিত হয়।

উপরিউক্ত শ্লোক গুলির উদ্দেশ্য এই যে কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠদিগের নিকট সর্ব্বদা অবনত থাকিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ।

গুরু কোন জাতিতে বদ্ধ নহেন, বিদ্যা ধর্ম্ম সদাচার প্রভৃতি সকলেরই নিকট শিক্ষা করা যায়, তদ্বিষয়ে মনু এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

মনু ২৩৮ ২য় অ।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা শুদ্র হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং মোক্ষের উপায় আত্মজ্ঞানাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতি হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং নীচ কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥

মনু ২৩৯, ২অ।

বিষ হইতে অমৃত, বালকের নিকট হইতে হিতবাক্য, শত্রু হইতেও সদনুষ্ঠান এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণ গ্রহণ করিবেক।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

মনু ২৪০ ২য়ঃ

স্ত্রীরত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতবচন ও বিবিধ শিল্প কার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে।

গুরু ও মান্যমান ব্যক্তদিগের মধ্যে কাহার প্রতি কিরূপ সম্মাননা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা এই :—

লৌকিকং বৈদিকংবাপি তথাধ্যাত্মিক মেবচ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥

মনু ১১৭ ২অঃ

অনেকানেক মাননীয় লোক থাকিলেও যাঁহাদিগের নিকটে অর্থশাস্ত্রের বেদ শাস্ত্রের, অথবা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের শিক্ষা পাওয়া যায় তাঁহাদিগকেই ক্রমে অভিবাদন করিতে হইবে, তাঁহারা তিনজনে একত্রে থাকিলে প্রথমে ব্রহ্ম জ্ঞানের গুরু, পরে বেদ শাস্ত্রের গুরু, পরিশেষে অর্থ শাস্ত্রের গুরুকে অভিবাদন করিবে।

বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরং॥

মনু ১৩৬ ২অঃ

ন্যায়ার্জ্জিত, ধন, পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ, বয়োধিকতা, শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম, বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপবিদ্যা, এই পঞ্চ সম্মানের কারণ, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর অধিকতর সম্মানের কারণ জানিবে। অর্থাৎ ধন হইতে বন্ধু, বন্ধু হইতে বয়স, বয়স হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে বিদ্যা

সমধিক মান্য। এক স্থানে বিদ্বান্, ক্রিয়াবান, বয়োজ্যেষ্ঠ, বন্ধু ও ধনী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্বানের ও সর্ব্বপশ্চাৎ ধনীর সম্মান করিবেক।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধনকে সম্মানের নিকৃষ্ট স্থান এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের সামান্য বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥
মনু ১৩৭, ২য় অধ্যায়।

উপরি উক্ত পঞ্চ সম্মানের অধিক সংখ্যক এবং অধিক পরিমিত কারণ যাহাতে দৃষ্ট হইবে তিনি অন্য অপেক্ষা মাননীয় অর্থাৎ একজনের যদি বিদ্যা প্রভৃতি দুই তিন চারি বা পাঁচ গুণ থাকে এবং অন্যের কেবল বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত মাননীয়। এক জনের যদি অধিক বিদ্যা ও অন্যের অল্প বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অধিক মাননীয়। শুদ্র বৃদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণাদিরও মাননীয়।

বিদ্বান ও ধর্ম্মজ্ঞ বালক অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ অপেক্ষাও পূজনীয়।

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥
মনু ১৫১ ২য় অঃ

যিনি উপনয়ন দেন এবং বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি বালক হইলেও ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধেরও পিতা হয়েন। অর্থাৎ তিনি পিতার ন্যায় মাননীয়।

ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥
মনু ১৫৪ ২ অঃ

বয়োধিক হইলেই, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ক হইলেই, বিপুল ধনশালী হইলেই অথবা পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ থাকিলেই যে মহৎ হয় তাহা নহে; যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, তিনিই মহৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, ঋষিদিগের এই মত।

ন তেনো বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥
মনু ১৫৩ ২ অঃ

মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই বৃদ্ধ হয় না। যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

(ক্রমশঃ)

পিপীলিকা।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু ইহাতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্তি হওয়া যায়, তাহাতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, বৃহৎকায় হস্তী প্রভৃতি প্রাণিগণে—এমন কি সংসারের শ্রেষ্ঠ মানবেতে—কখনও কখনও তাহা দৃষ্ট হয় কি না, সন্দেহ। পরমেশ্বর সকল প্রাণীকে স্ব স্ব স্বভাব ও অভাব অনুসারে আকৃতির

ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব দিয়া স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে সুখী ও আত্ম রক্ষণোপযোগী করিয়াছেন। মনে কর, যদ্যপি তিনি অণ্ডজকে স্তন্যপায়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, এবং স্তন্যপায়ীকে অণ্ডজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, তাহা হইলে কি হইত? জগতে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল অচিরে উপস্থিত হইত—জীবগণ মুহূর্ত্তেরও জন্য জীবিত থাকিতে পারিত না। পিপীলিকাগণের জীবনের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিবার উপযুক্ত আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়াছে। ইহাদিগের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণী আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার ভিন্ন ভিন্ন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে। এক জাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহাদিগকে ভাষায় কাঠ পিঁপড়া বলে। ইহারা আম জাম প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষে থাকে। ইহাদিগের আকার পরিমাণ প্রায় ডেও পিঁপড়ার ন্যায়; গাত্রবর্ণ ঈষৎ লাল। বৃক্ষে অনেক প্রকার শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং করুণাময় বিশ্বপতি ইহাদিগকে পিপীলিকা জাতীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বিষের আধার দিয়াছেন। শত্রুকে দংশন করিয়াই ইহারা পশ্চাদ্ভাগ বক্র করিয়া হুল দিয়া ক্ষত স্থানে এক বিন্দু বিষ নিক্ষেপ করে। এইরূপে কতকগুলির দংশন জ্বালায় শত্রু অস্থির হইয়া পলায়ন করে। এক এক জাতীয় পিপীলিকার এই প্রকার এক এক স্বতন্ত্র আত্মরক্ষার উপায় আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় ও আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে গুলির বিস্তৃত ও পৃথক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

বালক বালিকারা প্রথম পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছে যে, পিপীলিকা সাতিশয় পরিশ্রমী ও ভবিষ্যৎদর্শী। বস্তুতঃ ইহার শ্রমশীলতা ও ভবিষ্যৎদর্শিতা মনুষ্যের পক্ষে উদাহরণ স্থল। ইহারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এবং সেই সময়ের জন্য আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, যখন তাহা পাওয়া সুকঠিন। বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য কৌশল! পিপীলিকাদের সামান্য সামান্য কার্য্য দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদিগকে সারি গাঁথিয়া যাইতে দেখা কি কৌতুকাবহ! ইহারা যখন এইরূপে যায়, তখন দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় যে, যেন একটিকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। নেতা যেদিকে গমন করে, সৈন্য ব্যূহ সুড় সুড় করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নেতা-পিপীলিকা যে সূক্ষ্মভূমি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে, অনুচর-পিপীলিকা তাহাতে পদার্পণ করিবেই করিবে—এক পা এদিক বা ও দিক হইবে না। এমন কি, দূরবর্ত্তী পথভ্রষ্ট পিপীলিকাগণও তাহা পরিত্যাগ করিবে না। কিরূপে

তাহারা এরূপ কার্য্যে সমর্থ হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; বোধ হয় ঘ্রাণে। আবার দেখ, কতকগুলি অনভিজ্ঞ স্থানে যাইতেছে, কতকগুলি তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; পথি মধ্যে আগত ও প্রত্যাগত উভয়ে বা অনেকে অনেকবার সম্মুখীন হইয়া যেন কি বলাবলি করে। ভাবে বুঝা যায়, আগত প্রত্যাগতকে প্রত্যাগত আগতকে যেন কোন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, উভয়ে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া চলিয়া যায়। অপিচ, পথিমধ্যে দুর্ঘটনাবশতঃ কোনটির মৃত্যু সংঘটিত হইলে কিম্বা একের লইয়া যাইবার ক্ষমতাতীত আহার দ্রব্য পাইলে তিন চারিটি মিলিয়া সেগুলি টানিয়া লইয়া যায়। কে বলিবে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ক্ষীণবুদ্ধি মনুষ্য সমাজ-বন্ধন ও যুদ্ধ শাস্ত্র পিপীলিকা হইতে শিক্ষা করে নাই?

সর্জন লুবক বলেন, "যখন আমরা পিপীলিকাদিগের কার্য্যপ্রণালী, সামাজিক নিয়মাবলী, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ম্ম নিচয় ও ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব—এই বিষয় গুলি পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন সহসা স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমত্তাসম্বন্ধে ইহারা ঠিক্ মানুষের নিম্ন স্থান অধিকার করে।" আহত ও রুগ্ন পিপীলিকা তাহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও নিরাপদ স্থানে আনীত হয়। কোন একটী পিপীলিকা ঐ দুঃস্থ পিপীলিকার সন্তানকে আক্রমণ করিলে অন্য এ[redacted] আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। অনেক দিনের পর মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না, কিন্তু ইহারা স্বজাতিকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারে। উল্লিখিত মহাত্মা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহারা চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত, এমন কি, আরও বেশি দিন বাঁচিয়া থাকে।

সহধর্ম্মিনীর দুঃখ।

সত্য যদি, প্রিয়তম, উন্নতির পথে তব
বাধা আমি, কর আজ্ঞা, আর পথে
নাহি রব।
দেখাবনা পাপ মুখ, চাহিব না ভালবাসা,
সাধো একা লক্ষ্য তব, পূর্ণ হোক যত
আশা।
তোমারি গৌরবে গর্ব্ব, তোমারি
সুখেতে সুখ,
তোমারি বিষাদে নাথ, ভাঙ্গিয়া যাইবে
বুক।
তোমার হৃদয়ে শান্তি, তুমি ভালবাস
তাই
আমার প্রাণের তৃপ্তি, অন্য আকাঙ্ক্ষিত
নাই;
তাই যদি নাহি পাই, যাও চলে, প্রিয়তম!
ফেলে যাও—দলে যাও তুচ্ছ এ হৃদয়মম

নিষ্প্রভ নয়ন তব, শান্তি সুখ নাহি মনে
বল কভু—"গৃহ ছাড়ি সাধ হয় যাই
বনে
পঙ্কে নিমগন পদ উঠিবারে যত চাই,
পড়িয়া গভীরতর আবার ডুবিয়া যাই।"
প্রিয়তম, আমি কি সে সুদৃঢ়তর পঙ্ক তব?
বাধা আমি? যাও ছাড়ি, পদপ্রান্তে
নাহি রব।
শৈশবে দোঁহারে লয়ে বেঁধে ছিল হাতে
হাতে,
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে!
জ্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হলে
অগ্রসর,
অজ্ঞানের অন্ধকারে, বদ্ধ আমি নিরন্তর।
শৈশব গিয়াছে চলি, কৈশোর পেয়েছে
লয়,
কবে পরিণয় হ'ল, কবে হ'ল পরিচয়।
তোমাতে আমাতে মিল আলোকে
আঁধারে যত,
তাই কি মলিনমুখে, ভ্রম দুঃখে অবিরত?
কিবা গূঢ়তর দৃষ্টি লভিয়াছে আঁখি তব
ভূতলে গগনে হের, যত কিছু অভিনব
কোন দূর আকরের সন্ধান পেয়েছ যেন,
আমার ঐশ্বর্য্য যাহা, তুচ্ছ তারে কর
হেন।
কি দৃষ্টি সে লভিয়াছ, পেয়েছ সে কি
রতন,
উপেক্ষা করিছ যাহে আমাদের ধন
জন?
কতবার সাধ যায় বসি তব পদতলে
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র, যাহার মোহনবলে
ধনী হ'তে ধনী তুমি, যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি, আঁখি দুটি অন্ধসম।
বৃথা আশা। আর দাসী চরণকণ্টক হয়ে
চাহে না ভ্রমিতে সাথে, থাকুক আঁধার
লয়ে,
সাঁতারিতে নারি সাথে, কেন আপনার
ভারে
ডুবাইব প্রাণাধিক, তোমারেও এ
পাথারে।

—:০:—

কৌতুক-কণা।

শিক্ষিত কৃষক পুত্র—বিলাতে কোন ধনশালী কৃষকের পুত্র বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। একদা পুত্র পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাটী আসিয়াছিল। রাত্রিকালে, তাহাদের নৈশ ভোজনের জন্য, টেবিলের উপর দুইটী কুক্কুট স্থাপিত হইলে, শিক্ষাভিমানী পুত্র বলিল "আমি ন্যায় ও গণিতের সাহায্যে দুইটী কুক্কুটকে তিনটী প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।" বৃদ্ধ কৃষক বলিল " সে কিরূপ? বুঝাইয়া বল, আমরা মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।" পুত্র বলিল "কেন? এই দেখ—একটি, আর এই দেখ—দুইটী;

সকলেই জানে, দুইও একে তিন হয়" (২ + ১ = ৩)। পিতা কহিল "বেশ বলিয়াছ; উহার প্রথম কুক্কুটী তোমার মাতা খাইবেন; দ্বিতীয়টী আমি খাইব; এবং তৃতীয়টী, তোমার অগাধ বিদ্যার পুরস্কারস্বরূপ, তুমি ভক্ষণ কর।"

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ—কোন এক ব্যক্তি হস্তে একখানা দর্পণ লইল এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া দর্পণ খানি স্বীয় মুখের সম্মুখে ধরিল। গৃহস্থিত অপর এক ব্যক্তি তাহার ঈদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল "কেন ভাই, নিদ্রিতাবস্থায় আমার মুখাকৃতি কিরূপ দেখায়, আমি মুদ্রিতনেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

অনন্তকালের অর্থ—ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে মূক ও বধীর দিগের শিক্ষার্থ যে বিদ্যালয় আছে, তথায় কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিল "অনন্ত কাল কি?" একটী বালক তৎক্ষণাৎ এই সুন্দর উত্তরটী প্রদান করিল "ঈশ্বরের জীবন কাল।"

একে একে—ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী কোনও একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার অভিবাদনার্থ বহুলোক সমবেত হইলে, তদুপলক্ষে তত্রত্য প্রধান মাজিষ্ট্রেট একটী অতি দীর্ঘ বিরক্তিকর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ঠিক্ সেই সময়ে, নিকটে একটী গর্দ্দভ বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা সেই উচ্চ নিনাদী পশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া, অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মহাশয়গণ, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, একে একে —।"

দীর্ঘাকৃতি মুখ—বিলাতে, কোন এক ভদ্রলোকের মুখাকৃতি অপরিমিত দীর্ঘ ছিল। একদা তিনি এক বিদ্যালয়ের নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ বিদ্যালয়ের জনৈক বালক পার্শ্ববর্ত্তী বয়স্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ভাই রে, দেখিয়াছ তো, ঐ ভদ্রলোকের মুখ উহার জীবন হইতেও দীর্ঘ।" ভদ্রলোক, বালককৃত সেই অদ্ভুত মন্তব্যের রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অশ্ব রজ্জু সংযমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু হে, তোমার কথার অর্থ কি?" বালক বলিল "মহাশয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে কিনা, আমি বাইবেল গ্রন্থে পড়িয়াছি, মনুষ্য জীবনের পরিমাণ অর্দ্ধহস্ত মাত্র, (A man's life is but a span) কিন্তু আপনার মুখাকৃতি দেখিতেছি উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ হইবে।" ভদ্রলোক আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেননা এবং বালকের পুরস্কারার্থ ছয় পেন্স ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুন্সেফ বাবু ও ক্ষৌরকার—মফঃস্বলে কোন এক মুনসেফ ক্ষৌরী

হইবার কালে নাপিতকে বলিলেন "আমাদের বাটীতে শ্যালক, সম্বন্ধী বা তামাসার পাত্র আর কোন ব্যক্তি আসিলে, 'কে হে নাপিত আসিয়াছ' কে হে 'পরামাণিক আসিয়াছ' এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকি। আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা কিরূপ করিয়া থাক?" চতুর নাপিত বলিল "কেন, আমরা এইরূপে অভ্যর্থনা করি—'কেও, ডিপুটী বাবু আসিয়াছ,' 'কেও মুন্সেফ বাবু আসিয়াছ? আসতে আজ্ঞা হউক।' বসতে আজ্ঞা হউক" (পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ ডিপুটী বাবুর বা মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী থাকেন, তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা এই গল্পটী স্ব স্ব স্বামীকেপড়িয়া না শুনান। কেননা তাহা হইলে তাঁহারা বামাবোধিনী লওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন।)

শিথিল দন্ত—কোন এক ভদ্র মহিলা বড় মুখরা ছিলেন। একদা তাঁহার সমস্ত দন্ত গুলি শিথিল হইয়া পড়িলে, তিনি এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক উত্তর করিলেন "মহাশয়া, আপনার জিহ্বা দ্বারা আপনি নিরুপায় দন্ত গুলিকে প্রতিনিয়ত যে গুরুতর তাড়না করিয়া থাকেন, এ তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।"

সারসের এক পা কি দুই পা?—বিলাতে কোন এক ভৃত্য তাহার প্রভুর আহারের জন্য একটী আস্ত সারসপক্ষী ভাজিতেছিল (roasting)। তাহার স্ত্রী ঐ সারসের কিয়দংশ খাইতে ইচ্ছাকরায়, সে উহার একটী পা স্ত্রীর জন্য কাটিয়া রাখিয়া দেয়। তৎপর পক্ষীটী টেবিলের উপর স্থাপিত হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অপর পা কি হইল?" ভৃত্য উত্তর করিল "সারসের কখনও একপা বই দুই থাকে না।" তৎশ্রবণে প্রভু অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু ভৃত্যকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে, তখন কিছু না বলিয়া, পরদিবস তাহাকে লইয়া শিকারার্থ বহির্গত হইলেন, কোন এক মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি সারস, তাহাদের অভ্যাসবশতঃ, প্রত্যেকে এক পায়ে ভরদিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে ভৃত্য অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু করতালি প্রদান করিবামাত্র, সারসগুলি অপর পদ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল তখন ভৃত্য বলিল, "মহাশয়! গত কল্য ভোজনের সময় আপনি করতালি দেন নাই, যদি দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সারসটীর অপর পদ দেখিতে পাইতেন।"

পত্র লেখক—"ও কি ভাই, অমন বড় বড় অক্ষরে কি লেখা হচ্ছে?" "অরে দাদা, তাও জাননা? আমার মা কিনা বড় কালা তাই তাঁর কাছে, মোটা মোটা করকে, এই এক খানি চিঠি লিখ্‌ছি।"

জমিদার ও নিরন্ন কবি—কোন বড় মজলিসে, এক প্রকাণ্ডকায় জমিদার, স্বীয় লম্বোদর বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক হীনবেশ নিরন্ন কবি আসিয়া বাবুর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দূরে উপবেশন করিল। তদ্দর্শনে জমিদার রোষ কষায়িত নেত্রে বলিল "বাপু হে, তোমাতে আর গর্দ্দভে কত অন্তর?" কবি উত্তর করিল "খুব বেশী নয়, অনুমান অর্দ্ধহস্ত হইবে।"

চক্ষুরোগের চিকিৎসা—বিলাতে কোন এক ভদ্র লোক তাঁহার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তাঁহার স্ত্রী চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে, তিনি এক চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। চিকিৎসক বলিল "আপনার স্ত্রীকে প্রতিদিন ক্ষুদ্র একগ্লাস ব্রাণ্ডি দ্বারা চক্ষু ধৌত করিতে বলিবেন।" কিছু দিন পর, ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, আপনার স্ত্রী আমার ব্যবস্থানুসারে চলিয়াছেন তো?" ভদ্র লোক বলিলেন মহাশয়, "বলিতে কি আমার স্ত্রী আপনার আদেশ পালন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি, একদিনও গ্লাসটি স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে তুলিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

একটী সদুপদেশ—কোন জাহাজে এক নাবিকের সহিত এক আরোহীর কথোপকথন চলিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে আরোহী অবগত হইলেন, নাবিকের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—সকলেই সমুদ্রে মরিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "তবে তোমার সমুদ্রে আসা কর্ত্তব্য হয় নাই।" নাবিক জিজ্ঞাসিল "মহাশয়, আপনার পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ কোথায় মরিয়াছেন?" আরোহী বলিলেন "কেন, তাঁহারা সকলেই শয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।" শুনিয়া নাবিক বলিল সাবধান, "তবে আপনি কখনও শয্যায় শয়ন করিবেন না।"

নূতন সংবাদ।

১। বরদার বালিকাবিদ্যালয়ে এখন প্রায় পাঁচ শত বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বরদারাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকায় ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

২। মধ্য ভারত হইতে "সুগৃহিণী" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী। ইনি রতলম রাজমহিষীর শিক্ষয়িত্রী।

৩। মহারাণীর এক্ষণে ৩০টি পৌত্র পৌত্রী আছে; এবং ৪টি প্রপৌত্র প্রপৌত্রী আছে।

৪। আফ্‌গান কমিসনের সমস্ত লোক হিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সকলেই সুস্থ আছেন।

৫। মান্দ্রাজ মেয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনা বেতনে বক্তৃতা শুনিতে পায়।

৬। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রসায়ণ প্রবর্ত্তিত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হয় নাই।

৭। মগের মেয়েরাও ধাত্রী বিদ্যা শিখিবে। ব্রহ্মের পেগু মিউনিসিপালিটী মগী ছাত্রীর জন্য দুইটী মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বামারচনা।

আমার পরিণাম।

এত দিন শৈশবের অঘোর নিদ্রায়—
ছিলাম, নিদ্রিত স্বপ্ন দেখিতাম তায়,
উঠিয়া গগণে চাঁদে পাড়িয়া এনেছি;
সুখের স্বরগাসন ধরায় পেতেছি;
আশার মোহিনী বীণা মধুর ঝঙ্কারে
কত কি বলিত তাহা শ্রবণ বিবরে;
সাজাতাম কত সাজে আশা কুহকীরে,
ধুইতাম পদ তার আনন্দাশ্রু নীরে;
নীহারিকা চিক্ করি দিতাম গলায়
হইত কবরী ফুল-নক্ষত্র মাথায়;
সুন্দর সিন্দুর ফোঁটা ভালে পূর্ণ ইন্দু,
কটীতে মেখলা তার রত্নাকর সিন্ধু;
হৃদয়ের হাসি দিয়া নির্ম্মিয়া বসনে
পরাতাম সযতনে নীবি সন্নিধানে;
কিন্তু সে বাল্যের ঘুম ভেঙ্গেছে এখন
জেনেছে ত্রিদিবে আছে ত্রিদিব-আসন;
যথাকার নীহারিকা তথায় রয়েছে
স্বস্থানে নক্ষত্রকুল আভা প্রকাশিছে;
গগণে উদিত হয়ে গগণ রতন
বিতরিছে সুখ জাল জীবের সদন;
সাগর-বসনা ধরা আছে সেই মত;
সেই মত মেরুদণ্ডে ঘুরে অবিরত;
ছিঁড়িয়া সে আশা সম হাসির বসন
বীণাটী ফেলিয়া করিয়াছে পলায়ন,
হতাশ পরাণ, তবু বীণাটী লইয়া
সাধিলাম সকাতরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বাজ্‌রে বাজ্‌রে বীণা মধুর নিনাদে
বাজ্ বাজ্ একবার শুনি মন-সাধে।
গাওরে আশার সেই মোহন সঙ্গীত,
আর একবার মোরে কর আনন্দিত।
শুনি নাই কত দিন সুমধুর গান
তাই আজ সাধে তোরে পিপাসিত প্রাণ,
আর একবার এই জন্মের মতন
মরু প্রাণে কর বাঁশী সুধা বরিষণ।

সাধিতে সাধিতে হায়! কর্কশ স্বরে
বাজিল তখন বীণা নিরাশার করে,
বলে বীণা বুঝ নাই নিজ পরিণাম?
বুঝ নাই মর্ত্ত্য কভু নহে স্বর্গধাম?
উঠিয়াছে ভূমি ভেদি তৃণ তরুবর,
রহিবেক কিছুদিন স্থাণুর শোভর,
সময় হইলে পড়ি যাইবে আবার
জীবনের পরিণাম সেরূপ তোমার।"

শ্রীকুমুদিনী—
মহীমনগর।

সতীত্বের জয়।*

কি দেখিনু আজ অই সমাধি আসনে,
সতী রমণীর উচ্চ সতীত্ব দর্শন
সমাধিস্থ পতি পার্শ্বে চারু আবরণে
সুরক্ষিত গুটীকত কুসুম রতন।
"প্রেম স্মৃতি", লেখা তায় অতি সুযতনে
পতিপ্রাণা রমণীর প্রেম পরিচয়,
যতন নির্ম্মিত কারু সুস্বচ্ছদর্পণে
কহিতেছে অই স্থানে "সতীত্বের জয়।"
"সতীত্বের জয়" কহে বিলাতী রমণী
বসিয়া জনম ভূমে সাগর বেলায়,
পতি শোকাতুরা নারী সতীর জীবনী
আজি কি অপূর্ব্ব ভাবে জগতে দেখায়।
সপ্তসিন্ধু ব্যবধান সতীর প্রদেশে
কহে বিলাতীয় নারী "সতীত্বের জয়"
অশ্রুমাখা ফুল কটী রচিত আয়াসে
"সতীত্বের জয়" বার্ত্তা সকলেরে কয়।
কোথা সমাধিস্থ স্বামী কোথা সে রমণী
অতিক্রমি সিন্ধু বারি, গিরি ব্যবধান,
আজি এ সমাধি ক্ষেত্রে সতীর জীবনী
রহে স্বামী সহ তাঁর স্বামীগত প্রাণ।
পতির বিচ্ছেদ নাই সতী রমণীর
আত্মার সম্বন্ধে চির পবিত্র বন্ধন,
চির বর্ত্তমান তাহা—নশ্বর শরীর,
সময়েতে হয় শুধু তাহারি পতন।
আদর্শ রমণী—সীতা, সাবিত্রী জীবন
দেখায়েছ আজ পূত চরিত্রে তোমার,
আজি এই দৃশ্যে তব সব ভগ্নীগণ
দেখুক জগতে পূজ্য সতীত্ব কেমন।
আদর্শ জীবন এই সতী ভগিনীর
দেখ অয়ি ইংলণ্ডের অঙ্গনা নিচয়,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দাম্পত্য প্রীতির
কহে পৃথ্বীময় আজ "সতীত্বের জয়"।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর—দরভাঙ্গা।

---

* সমস্তিপুরস্থ গণ্ডক নদীর উপরে ইংরাজদিগের একটী সমাধি-ক্ষেত্র আছে। ঐ সমাধি ক্ষেত্রে বিলাত হইতে জনৈক ইংরাজ মহিলা তাঁহার সমাধিস্থ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ গুটীকতক কারুকার্য্য বিবিধিত পুষ্প রচনা করিয়া তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ফুল কয়েকটীতে অক্ষয় সংযত করিয়া ইংরাজিতে "Loving remembrance" লিখিত আছে। পদ্যটী এই বিষয় অবলম্বনে লিখিত হইল।—
সুঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৬ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৪—জানুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ২৮, ২৯, ও ৩০ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজে মহাসমারোহে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ছয় শতের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। প্রথমে রাজা সার টি মাধবরাও সভাপতি হইয়া একটী হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপক বক্তৃতা দ্বারা প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন, পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মুসলমান বারিষ্টার টায়াবজী সভাপতি পদে বৃত হইয়া তিন দিবস কার্য্য সম্পাদন করেন। হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী সকল জাতীয় ভারতসন্তান একত্র হইয়া একহৃদয়ে একপ্রাণে ভারতের কল্যাণার্থ বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাবনা করিয়াছেন। এইরূপ সম্মিলন ভারতের ভাবী মঙ্গল ও উন্নতির একমাত্র নিদান। বিধাতা ইহার সহায় হউন।

লর্ড ডফারিণ—ভারতের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

মহারাণী সুনীতি—কুচবিহারের মহারাণী বিলাতের সম্রাজ্ঞী হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট সুযশ লাভ করিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল করিয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে একখানি

পত্র লিখিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন।

বারাণসী ডফরিণ সেতু—লর্ড ডফরিণ কাশী দিয়া আসিবার সময় গত ১৬ই ডিসেম্বর এই সেতু খুলিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৫১৮ ফিট এবং ইহা নির্ম্মাণে ৪২,৮২৪ টাকা পড়িয়াছে। সেতু খুলিবার সময় এক দুর্ঘটনা হয়, ক্লার্ক নামে এক সাহেব সেতু হইতে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়াছেন।

এম এ পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইংরাজিতে ১৬, মনোবিজ্ঞানে ১৪, সংস্কৃতে ৩, পারস্যভাষায় ২, গণিতে ৬, ইতিহাসে ২ এবং বিজ্ঞানে ১৩ জন উত্তীর্ণ। উচ্চতম পরীক্ষায় অনেক দিন আর আমরা কোন মহিলাকে উপস্থিত দেখিতেছি না। এক কুমারী চন্দ্রমুখীই কি মহিলা এম এর প্রথম ও শেষ হইবেন?

দান ও পরহিতৈষণা—(১) রুসিয়ার ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া বারণ হির্স শিক্ষা ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২॥ কোটী টাকা দান করিয়াছেন। (২) রাজা দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্‌ট্ চারিটেবল সোসাইটী ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে এক সহস্র টাকা কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য জন্য ব্যয়িত হইবে, অবশিষ্ট টাকার সুদে নগরস্থ গরিবদিগের সাহায্য হইবে। উক্ত রাজা মেয়ো হাঁসপাতালেও ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। (৩) আমেরিকার রিচমণ্ড নগরের এক খৃষ্টীয় মহিলা একটী উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করিতেন, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় ২॥ হাজার টাকা বাঁচাইয়াছেন। এই টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ধনাঢ্য লোকেরা আপনাদের বিলাসিতা একটু কমাইলে কত সহস্র সহস্র লোকের উপকার অনায়াসে সাধন করিতে পারেন!

ইয়োরোপীয় দুঃসংবাদ—রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করাতে অষ্ট্রীয়া ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মনি ও ইটালী যোগ দিয়াছেন, ইংলণ্ডেরও দেওয়া সম্ভব।

দীর্ঘ রাজত্ব—ইংরাজ রাজাদিগের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ব্যতীত আরও তিন জন পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উৎসব উপভোগ করিয়াছেন। প্রথম তৃতীয় হেনরি, নবম বৎসর বয়সে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্বোৎসব সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় এডওয়ার্ড, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং তৃতীয়,

বিক্টোরিয়ার পিতামহ ৩য় জর্জ্জ, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সংঘটিত হয়। ইনি বহু দিন অবধি মানসিক রোগগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন সুতরাং নিজে উৎসব ব্যাপার উপভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিক্টোরিয়াই কেবল যথাসময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া একাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ও প্রকৃতিস্থ মনে অবস্থান পূর্ব্বক উৎসবের পূর্ণ সুখ উপভোগে সমর্থা হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণী এলিজাবেথ আদর্শ ভূপতিরূপে প্রবল প্রতাপে ৪৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন, মহারাণী বিক্টোরিয়া অনেকগুণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড ৫০ বৎসর ১৪৭ দিন রাজত্ব করেন, গত ১৫ই ডিসেম্বর বিক্টোরিয়ার সেকাল পূর্ণ হইয়াছে।

মার্কিন বিদুষী—(১) কুমারী মেরী হাক্সী নিউইয়র্ক কলম্বিয়া কলেজের প্রথম "লেডি বেচিলর।" ইহাঁর বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে ইনি কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, স্বীয় পিতার নিকট নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতেন, কেবল উচ্চ শ্রেণীর গণিত শিক্ষার্থ এক জন শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। তিনি কলম্বিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ ও রসায়ন প্রভৃতি (২০) কুড়িটী পরীক্ষা প্রদান করেন। রসায়নবিদ্যায় ৪টী বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমন্বিত ৮টী পৃথক্ ভাষা সমেত ত্রিশটী বিষয়ে পরীক্ষা দেন। তিনি এই সমস্ত ভাষায় কেবল আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। চিত্র, শিল্প, কারুকার্য্য এবং সঙ্গীত ও বাদ্য শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ নিপুণা। গৃহস্থালী ও পাককার্য্যেও তিনি বিশেষ তিক্ষা লাভ করিয়াছেন। উপাধি প্রদান সময়ে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষতঃ উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। (২)ওয়েল্‌সলি কলেজের অধ্যক্ষ (Lady President) এলাইস ফ্রিম্যান এবং (৩) প্রত্নতত্ত্ব ও উপন্যাস লেখিকা এমিলা এডওয়ার্ডস কলম্বিয়া কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য বিশারদ (Doctors of Letters) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৪) ভাসার কলেজের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ (Lady Director) আইন বিশারদ (Doctor of Laws) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৫) ইউনাইটেড ষ্টেটসে দুইটী যুবতী মাষ্টার অব ডোমেষ্টিক ইকোনমি (M. D, E.) অর্থাৎ গৃহিণী চূড়ামণি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের এক জন ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটী আয়োয়া ষ্টেট বিশ্বদ্যিালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রী।

বিক্টোরিয়ার জন্মলিপি—সম্প্রতি পারিসে ইংলণ্ডেশ্বরীর পিতা

ডিউক অব্ কেণ্টের একখানি হস্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১৮১৯ সালে অর্থাৎ বিক্টোরিয়ার জন্মের কিছু দিন পরেই লিখিত হয়। ইহাতে বিবৃত আছে ;—

বিক্টোরিয়ার তাঁহারা প্রথম নাম আলেকজাণ্ড্রিণা, ভিক্টোরিয়া ইহার মাতার নাম, এই নামে ইহাকে বাড়িতে ডাকা হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার ইহার ধর্ম্ম পিতা হওয়াতে তাঁহার নামেই ইহার প্রথম নামকরণ হইয়াছে। ইহার আকৃতিতে আমাদিগের উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। মুখশ্রী ও কেশ তাঁহার মাতার অনুরূপ আর সকলেই বলে যে তাঁহার চক্ষু ও নাসিকা আমারই চক্ষু ও নাসিকার মত।

চটক নিপাতবিধি—নিউইয়র্কে একটী অদ্ভুত বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে যে ব্যক্তি চড়ুইকে আহার বা আশ্রয় দিবে, তাহার অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইবে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এখানে চড়ুই পক্ষীর নামও ছিল না, কেবল কয়েকটী নিউইয়র্কের চিড়িয়াখানায় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি হইতে এক্ষণে ইহাদিগের বংশ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহাদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহারা শস্যের বীজ ও বৃক্ষের অঙ্কুর আহার করিয়া থাকে। কৃষকেরাও ইহাদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ধৃতকারীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া থাকে। চড়ুই পাখীর উপদ্রব সর্ব্বত্রই আছে, তবে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে চটক মাংসের পিষ্টক উপাদেয় বলিয়া আহারার্থে ব্যবহৃত হওয়াতে তথায় ইহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্ট হয়।

দ্রুতলিখন—পাঠকাদিগের অনেকে টাইপ রাইটার (লিখিবার কল) দেখিয়া থাকিবেন, ইহাতে মিনিটে সচরাচর ৫০৬০ কথার অধিক লেখা যায় না, সম্প্রতি নিউইয়র্কে ইহার প্রতিযোগিতা সংঘটন হয়। কুমারী গ্রাণ্ট চারি মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে ৩৮৪ কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় অত্যন্ত নিপুণ ব্যক্তিও এ পর্য্যন্ত এত অধিক লিখিতে পারেন নাই।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর তিন জন প্রধানতম ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রতি এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাঁর নাম ফ্রেডরিক ক্রুপ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিষমার্কের মন্ত্রণা, সংগ্রামকুশল জন মোলটকীর সামরিক সুশৃঙ্খলতা এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ী ক্রুপের প্রসিদ্ধ কামান হইতেই জর্ম্মণেরা সিদানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইদানীন্তন উন্নতাবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে ক্রুপ এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা পিতা পুত্রে দুই জন সহচর কর্ম্মচারী লইয়া কামান নির্ম্মাণের ব্যবসা চালাইতেন। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তাঁহার কামান নির্ম্মাণ কারখানায় ১৫০০০ সহস্র লোক কর্ম্ম করিতেছে।

পুষ্প।

কে তুমি পত্রাবরণ হইতে আস্তে আস্তে উঁকি মারিয়া কচি মুখে সরল হাসি হাসিতে হাসিতে দেখা দেও বল দেখি? দেখিতে দেখিতে তোমার আধ-হাসি মুখ খানি হাসিতে ভরিয়া যায়, আর তুমি হেলিয়া দুলিয়া কত কথা অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত কর কে তুমি বল না? তোমার মানসমোহিনী সন্তাপহারিণী ভাবোদ্দীপনী হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কাহার পানে অনিমেষ চাহিয়া থাক, তুমি কে? আবার হাসিতে হাসিতে মনের কথা মনেই থাকিতে থাকিতে—মনের সাধ, মনের বাসনা মনে লয় পাইতে না পাইতে এক এক দলে কে তুমি ঝরিয়া পড়? তোমারে কত স্থানে কতবার কত আকারে মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি—কতদিন অসময়ে বৃন্তচ্যুত হইয়া কচি শিশুর হস্তে দেখিয়াছি; সেই সময় একবার তাহার দিকে ও একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক বা বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছ। তোমাকে রমণীর কবরীর ভূষণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গিয়াছে—তোমার হাসি হাসিতে না হাসিতে থামিয়া গিয়াছে, তোমার মধুর সঙ্গীত গীত হইতে না হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে, তুমি আস্তে আস্তে মলিন মুখে চলিয়া পড়িয়াছ, তাই তোমাকে দেখিয়া মনে কত ব্যথা পাইয়াছি। কে তুমি বলনা আমায়? যদিও তোমার স্বরূপ জানি না, তবুও তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। তোমাকে যখন পত্রের মধ্যে একবার লুকাইতে আবার বাহির হইতে দেখিয়াছি—সেই শিশিরের হার পরিয়া নাচিতে দেখিয়াছি—আর পবন তোমার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া তোমার সুগন্ধ চুরি করিয়া ছুটিয়াছে আর তুমি তাহার সোহাগে দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছ—তখন তোমার সেই মানসমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া—তোমার হাসির সহ হাসি মিলাইয়া মনের সাধে আমিও কত না দুলিয়াছি! তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। শৈশবাবধি—তোমাকে আমি ভাল বাসি। যখন শিশু ছিলাম, তখন তুমি আমার বন্ধু ছিলে—তখন তুমিও আমার মত চিন্তাশূন্য হাসি হাসিতে; যেই বড় হইতে লাগিলাম তোমার হাসি—সেই সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের হাসি হইয়া আসিল। তোমাতে যুগপৎ সরলতা ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তোমাকে জ্যোৎস্নাময়ী নিশার কৌমুদী-মাখান মুখ খানি লইয়া গভীর ভাবে অনিমেষ আঁখিতে আকাশের কোলের ফুটন্ত তারকার দিকে চাহিতে দেখি—

এবং তাহাদের সহিত বিশ্বের নীরব অস্ফুট সঙ্গীতে তাল মিলাইতে শুনি, তখন আমার মনে যে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহা তোমার গাম্ভীর্য্যের হাসি। তোমাকে এই স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে দিব্য সঙ্গীত গাইতে শুনিয়া কত দিন মনের কত জ্বালা জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া গিয়াছে, কত দুঃখ কত সন্তাপ উঠিতে উঠিতে লয় হইয়া গিয়াছে, তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। তোমাকে পুষ্প, কুসুম, ফুল কিছু বলিয়া মনের তৃপ্তি হয় না, যেন মনের সমস্ত ভাব তোমার প্রাণের একটী কথা উহাতে ব্যক্ত নাই, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে;—তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে? তোমাকে আরও কেন ভালবাসি জান?—একদিন আমার প্রাণের কত আশা, কত সাধ, কত বাসনা তোমার বাল্যকালের দলগুলির মত প্রাণের সাথে জড়াইয়া উঠিয়াছিল—তোমার যৌবনের দলগুলির মত আমার আশা ও সাধ গুলি হাসিয়াছিল—কত মলয় পবন তাহাদের কাণে কাণে কত কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারাও তোমার দলগুলির মত কত নাচিয়াছিল, কিন্তু আবার তোমার দলগুলির মত সমুদয় ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আবার তুমি কত আকারে ফুট, কত সোহাগে নাচ এবং হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িয়া যাও, আমারও আশা বাসনা গুলি কত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া হাসিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি। আরও তোমায় ভাল বাসি কেন জান?—ঐ যে তুমি হাসিতে হাসিতে বিশ্বের সঙ্গীত গাইতে গাইতে অনন্ত নীলিমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঝরিয়া পড়, উহাতে আমার কত কথা মনে হয়—জীবনের কত কথা, —সংসারের চিন্তাচ্ছন্ন অন্তরের কত গভীর ভাব জাগিয়া উঠে। আমার অন্তশ্চক্ষু তোমার মত কাহার দিকে অনিমেষ তাকাইতে চায় এবং বিশ্বের গানে সুর মিলাইয়া আমার আশা ভরসা সমস্তই গাইতে ইচ্ছা করে। তোমার তাপজ্বালাশূন্য শান্তিদায়িনী হাসি প্রাণ ভরিয়া হাসিতে এবং সংসারের মহাবৃক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই তোমার ঐ মনভুলান ভাব আমি বড় ভাল বাসি। তুমি যে নিশার তারাবলীর দিকে অনিমেষ চাহিয়া তাহাদের হাসির সহিত হাসি মিশাইয়া কি গান গাইতে গাইতে ঝরিয়া পড়—চিরদিনের তরে বিভুর বিরাট ছবি অনন্ত আকাশের কোলে তাহাদের মত ফুটিয়া জগৎ পিতার নীরব সঙ্গীতে রত হইবে বলিয়া ঝরিবার সময়ও তোমার হাসি ফুরায় না, ইহাতে আমার মনে কত আশার সঞ্চার হয়। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমি আবার

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে আমাকে বলনা? স্বর্গের ভাব তোমাতেই প্রস্ফুটিত, তুমি চিন্তাশূন্য অথচ কি গভীর ভাবপূর্ণ—তুমি সরলতা ও গাম্ভীর্য্যের হাসি—তুমি ধরার নক্ষত্র—তুমি মনুষ্য জীবনের অভিনেতা অথচ সংসারের কোন ধার ধারনা, তাই তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে বলনা আমাকে?

লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড।

রণ-পোতাধিপ সার্ ফ্রান্সিস বোফোর্ট কে, সি, বি, এফ, আর, এস, একজন উচ্চবংশোদ্ভব খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড ইহাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোফোর্টের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে ষ্ট্র্যাংফোর্ড ভগিনী সমভিব্যাহারে আসিয়া খণ্ডে পর্য্যটন করিতে যাত্রা করেন। ১৮৫০ সালে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুই খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অচিরে সাধারণের নিকট আদৃত ও অনেকবার মুদ্রিত হয়। ইহারই বলে তিনি সংস্কৃত প্রভৃতি বহুবিদ্যাবিশারদ বাইকাউণ্ট ষ্ট্র্যাংফোর্ডের নিকট পরিচিতা হন। ১৮৬২ সালে তাঁহার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ৬৯ সালে স্বামীর মৃত্যু হইলে, ইনি অনেক দিন দুঃখে নির্জ্জন বাসে থাকিয়া স্বদেশের হিতব্রতে ব্রতী থাকেন। হাঁসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষা কার্য্য ইহাঁর জীবনের এক প্রিয়তম কার্য্য। এই সাধু কার্য্যে ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য মহা নগরী লণ্ডনের অন্যতম হাঁসপাতালে কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহারই যত্নে "National Association for Providing Trained Nurses" অর্থাৎ সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব মোচনার্থ জাতীয় সমিতি নামে সভা সংগঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে হত্যাকাণ্ডের সময় বুলগেরীয় কৃষকদলের দুঃখ মোচনার্থ অর্থ সংগ্রহ করা লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ডের মহতী কীর্ত্তি। এই বিষম ব্যাপারে বিব্রত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তথাচ তিনি অবসাদ অনুভব করেন নাই। পরবৎসর রুষ তুরস্ক যুদ্ধে যখন সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত, তখন আহত ও পীড়িত তুরস্কবাসীগণের নিমিত্ত তিনি বিস্তর টাকা তুলিলেন। তাহাদিগের কষ্ট নিবারণার্থে এই সংগৃহীত অর্থ তাঁহার তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হইত। আহতদিগকে স্থানান্তরিত করিতে কষ্ট ও কালবিলম্ব হইত, তন্নিমিত্ত তিনি ধাত্রীগণ সমেত রণ-ক্ষেত্র সম্মুখে অসঙ্কুচিত চিত্তে অগ্রসর এবং তথায় দুঃখী লোকদিগের সেবায় রত হইতেন।

যুদ্ধকালে তিনি রুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন।' ৮২ সালে তিনি "St. John's Ambulance Association" সেণ্ট জন্স আম্বুলান্স আসোসীয়েসন নাম্নী সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কেরো নগরে গমন করিয়া পীড়িত ও আহতদিগের জন্য তথায় বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল খুলিলেন। রাজকুমার কনটের ডিউক, টেকের ডিউক, লর্ড উলজি, লর্ড ডফরিণ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই হাঁসপাতালের অনেক প্রশংসা করেন। ইহাতে অবস্থিতি করিয়া অনেক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষ জীবন রক্ষা করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়া অর্থ দান করেন। লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করেন এবং তখনকার নব প্রবর্ত্তিত রেড ক্রশ নামক সম্মানসূচক উপাধি দানে তাহাকে সম্মানিতা করেন। অল্প দিন হইল ইনি এমিগ্রেশ্যন অর্থাৎ দেশান্তর বাস বিষয়ে মনোনিবেশ ও অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। বিবি ব্রাসফার্ড এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করেন। ৮২ সালে ইহাঁরা উভয়ে মিলিয়া "Women's Emigration Society" স্ত্রীলোকদিগের দেশান্তর বাস সভা নামে সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভা দ্বারা ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে অবগত ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ও বড় বড় লোকদিগের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন। শব্দশাস্ত্র ও ভূগোলে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থে এই দুই বিষয়ে তিনি হারো কলেজে বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া যান। পোর্টসেডে পরিশ্রমাধিক্য তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। অবশেষে গত ২৪এ মার্চ্চ তারিখে (১৮৮৭) তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর মাত্র। আক্ষেপের বিষয় ইহাঁর কোন সন্তান সন্ততি নাই।

পরোপকারে যে জীবন অতিবাহিত না হয়, সে জীবন জীবনই নয়। যে ক্ষেত্র শস্য উৎপাদন করিয়া শত শত লোককে প্রতিপালন না করিল, সে ক্ষেত্র ক্ষেত্রই নয়, তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; নচেৎ তাহার মৃত্তিকার উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়া ক্ষেত্রপালের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুণ্যবারি সিঞ্চন কর, জ্ঞান-সার দাও, ও ধর্ম্মবীজ রোপণ কর। দেখ দেখি শস্য উৎপাদন হয় কিনা? এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। ক্ষেত্রের অনেক শত্রু আছে, অনেক কুগাছা হইবে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করিতে হইবে। অনেক দুষ্ট জীব জন্তু আছে, তাহাদিগকে সুদূরে রাখিতে দৃঢ় বৃতি দ্বারা ক্ষেত্র

বেষ্টিত করিতে হইবে; তবে শস্য পাইবে—জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু শুধু আপনার মঙ্গল কামনা ও স্বার্থের জন্য উদ্যম করিলে হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রপালেরও মঙ্গল কামনা করিতে হইবে, তাঁহাদিগেরও যাহাতে উন্নতির সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে; নচেৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে না। এই অনিত্য সংসারে তোমার মঙ্গল অন্যের মঙ্গলের সহিত এরূপ একত্রীভূত যে তুমি একটিকে ফেলিয়া অপরটি গ্রহণ করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। আপনার স্বার্থ সাধন ও সুখ সম্বর্দ্ধন পশুতেও করে। হে মানব! যদ্যপি মানব বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত কর, উদার হও, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর কর। দেখ লেডী ষ্ট্রাংকোর্ড কেমন নারী ছিলেন। ইনি পর দুঃখে কাতরা, পরহিতে তৎপরা, শেষে কিনা পরের জন্য অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন। ইংলণ্ডের ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে তাঁহার মত মহিলা অতি বিরল। ইঁহার জীবন কি ভারত রমণীদিগেরও অনুকরণীয় নহে?

চিন্তা, কথা এবং কার্য্য।*

কথিত আছে, তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ ছিল, এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে সংশয় স্থান পায় নাই। জোরোস্তার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল গোচর্ম্মের উপরি লিখিত হইয়া স্তাখর পাপকানের রাজপুস্তকাগারে যত্নে রক্ষিত ছিল। মিসর দেশে অবস্থান কালে, সেকন্দর বাদসাহ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ভস্মীভূত করেন। অতঃপর ইরাণ বা পারস্য রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা, সংশয় এবং মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিল, বিসবাদী ধর্ম্মমত এবং বিভিন্ন আইন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল।

বর্ণিত আছে যে এই সময়ে মনীষিবর্গ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মন্ত্রপূত নিদ্রোৎপাদক পানীয় প্রদান পূর্ব্বক চক্ষুর অগোচর লোকান্তর দর্শনার্থ প্রেরণ করিবেন, তিনি প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবেন। আর্দাবিরাফ নামক এক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মনোনীত হইলেন।

তখন সমাগত ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ তিনটি সুবর্ণপাত্র সুরা এবং বিষ্টাস্প নামক ঔষধে পূর্ণ করিলেন, এবং প্রথম

* অনুবাদিত।

পাত্রের উপর "সাধু চিন্তিত" দ্বিতীয় পাত্রের উপর "সাধু উক্ত" এবং তৃতীয় পাত্রের উপর "সাধু অনুষ্ঠিত" এই বাক্যত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিরাফকে পান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

বিরাফের যোগ নিদ্রাকালে পুরোহিতগণ এবং সপ্তকুমারী পূজার অগ্নি সংরক্ষণ এবং শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত রহিলেন। সপ্তম দিবসে বিরাফের আত্মা দেহে প্রত্যাগত হইল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি সুষুপ্তির পর গাত্রোত্থান করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সাধু চিন্তা এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জনৈক সুলেখক বিরাফের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক, তাঁহার বাক্য সকল স্পষ্টাক্ষরে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরাফ বলিতেছিলেন ;—

"সাধু চিন্তার সহিত প্রথম পদ, সাধু উক্তির সহিত দ্বিতীয় পদ এবং সুকৃতির সহিত তৃতীয় পদ অগ্রসর হইয়া, আমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি প্রথম পদ নক্ষত্র পথে স্থাপন করিয়াছিলাম। তথায় সাধু চিন্তা সাদরে অভ্যর্থিত হয়। দেখিলাম সেই স্থানে সাধুদিগের আত্মা নক্ষত্রবৎ দীপ্তি পাইতেছে, সে দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে।

আমি অতরো নামক দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই প্রদেশের কি নাম এবং যাহাদিগকে দেখিতেছি ইহাদেরই বা পরিচয় কি ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ইহার নাম নক্ষত্র পথ, আর যাঁহাদিগকে তুমি দর্শন করিতেছ ইহাঁরা পৃথিবীতে দেবতার অর্চ্চনা করেন নাই, মন্ত্রপাঠ করেন নাই, ইহাঁরা পদ প্রভুত্বেরও অধিকারী ছিলেন না। তথাপি অল্প সুকৃতিফলে ইহাঁরা আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন।'

'আমি তৎপরে স্থানান্তরে উপস্থিত হইয়া, উদারচেতাদিগের আত্মা দর্শন করিলাম, ইহাঁরা আপনাদিগের প্রভায় অপর সকলকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এ দৃশ্য আমার চিত্ত মুগ্ধ করিল।

'দেখিলাম সত্যবাদী এবং মহানুভবগণের আত্মা অপূর্ব্ব তেজঃ সমাবৃত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এ দৃশ্য কি মহান্!

'এক মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কৃষিজীবিগণের আত্মা ক্ষিতি, বারি, পশু ও বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদিগের আরাধনা করিতেছে। এই কৃষিজীবিগণের সিংহাসনও উচ্চ। এই দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইল।

'কারুকার্য্য-শোভিত সিংহাসনোপরি শিল্পীগণের আত্মাও সন্দর্শন করিলাম।

'বিশ্বাসী, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং তত্ত্বান্বেষীদিগের আত্মা দেখিলাম। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

'আর দেখিলাম, প্রিয়কারী শান্তি-সংস্থাপক মধ্যস্থদিগের আত্মা পুণ্যবশাৎ

ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-শ্রী হইতেছে এবং অনুক্ষণ আনন্দ সহকারে আলোকধামে বিহার করিতেছে।

'আমি ধর্ম্মপরায়ণদিগের নিবাসভূমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকও দর্শন করিয়াছি। মহিমাপূর্ণ—অনন্ত আনন্দপূর্ণ সে আলোক হইতে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহে না।'

কৃষ্ণা গৌতমী।

শ্রাবস্তি নগরে কৃষ্ণা গৌতমী নাম্নী একটি বালিকার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশুটি যখন সবে চলিতে শিখিয়াছে, আধ আধ স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। বালিকা সেই মৃত শিশু বক্ষে করিয়া নেত্র জলে ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঔষধ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলিল, "দেখ, বাছা আমার কেমন হইয়া পড়িয়াছে। কত খেলা করিত, কত হাসিত; আজ হাসি নাই, খেলা নাই, মুখে স্তন্য দান করিতেছি, পান করিতেছে না, মুখখানি মলিন হইয়াছে, ক্ষুদ্র শরীর শীতল এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা দয়া করিয়া আমার বাছাকে ঔষধ দাও।"

তাহাকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া, অনেকেই তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিল। কিন্তু জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার শিশুটিকে আরোগ্য করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমি একজন চিকিৎসকের কথা জানি, তিনি ইহার চিকিৎসা করিলে করিতে পারেন। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে ঔষধ প্রদান করিবেন।" কৃষ্ণা গৌতমী অবিলম্বে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, কাতর স্বরে বলিল, 'আমার শিশুটি যাহাতে আরোগ্য লাভ করে," এমন কোন ঔষধ জানেন কি?" বুদ্ধ বলিলেন, "জানি।" বালিকা কহিল "সে ঔষধ কি?" বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, "আমাকে এক মুষ্টি কৃষ্ণ সর্ষপ আনিয়া দাও, তদ্দ্বারাই ঔষধ প্রস্তুত হইবে, কিন্তু দেখিও, যে বাটীতে কখন, পিতা মাতা, সন্তান, স্বামী, দাস বা দাসী মরে নাই, এমন বাটী হইতে এই সর্ষপ আনিবে, নহিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।" বালিকা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মৃত শিশু বক্ষে করিয়া সত্বর সর্ষপ আনয়নার্থ প্রস্থান করিল। মুষ্টি পরিমেয় সর্ষপ চাহিবামাত্র সকলেই সর্ষপ আনিয়া দিল, কিন্তু বালিকা যখন

জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধো! এ গৃহে কখন সন্তান, পিতা, স্বামী অথবা ভৃত্য মরে নাইত?" তখন তাহারা বলিল "ভদ্রে তুমি কি বলিতেছ? জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা অগণ্য।" তখন সে আবার অন্যান্য স্থানে গিয়া সেইরূপ প্রশ্ন করিল। কেহ বলিল, "আমি পুত্র হারাইয়াছি," কেহ বলিল "আমার জনকের মৃত্যু হইয়াছে।" অবশেষে কৃষ্ণা গৌতমী ভাবিল, হায় "আমি কি অসম্ভব কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়াছি। এ সংসারে আমিই কেবল পুত্র হারাইয়াছি, এমন নহে। এই শ্রাবস্তি নগরে অহরহ পিতা মরিতেছে, পুত্র মরিতেছে।" বালিকা তখন মৃত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ দেবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। বুদ্ধ বলিলেন, "ভগিনি! মুষ্টি পরিমাণ কৃষ্ণ সর্ষপ পাইলে কি?" বালিকা বলিল "দেব, আমি তাদৃশ সর্ষপ কোথায়ও পাইলাম না। নগরস্থ সকলেই কহিল, জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা বহুল। আমি এমন গৃহ দেখিলাম না যেখানে কাহারও পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, দাস দাসী মরে নাই। দেব! সে সর্ষপ আমি কোথায় পাইব? মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার কোথায়?"

অতঃপর বুদ্ধের উপদেশে কৃষ্ণা গৌতমীর তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইল।

কমন্স সভা।

যে মহাসভা দ্বারা ইংরাজ সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে তাহার নাম পার্লিয়ামেণ্ট, ইহা আমাদিগের অধিকাংশ পাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন। এই সভার দুই শাখা—একটীর সভ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিনিধিগণ ও অপরটীর সভ্য সাধারণ লোকের প্রতিনিধিগণ। প্রথমটীর নাম হাউস্ অব লর্ডস বা কুলীন সভা ও শেষোক্তটীর নাম হাউস্ অব কমন্স বা প্রজা সাধারণ সভা। কমন্স সভার সভ্যগণ ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের সাধারণ লোকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

পার্লিয়ামেণ্ট বাটীর এক সুবিস্তীর্ণ গৃহে হাউস অব কমন্সের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

কমন্স সভার যিনি সভাপতি তাঁহাকে (Speaker) স্পিকার বলা হয়। গৃহের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে ইনি উপবিষ্ট হন। সভাদিগের মধ্যে বাদানুবাদের সময় কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া কোন অযথা ব্যবহার বা গোলমাল করিলে সভাপতি মহাশয় তাহাকে শান্ত করেন, কিম্বা তিনি তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাকে শাস্তি দেন। বিবাদের সময় ইনি যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাই সকলকে অব-

নত মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। যখন কোন আইনের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হয় তখন সভাপতি মহাশয়কে কোন মত দিতে হয় না, তবে যদি উন্নতিশীল* ও রক্ষণশীল দুই দলের সভ্যগণের সংখ্যা কোন সময়ে সমান হয়, তাহাহইলে স্পিকারকে কোন না কোন পক্ষে মত দিতে হয়। স্পিকারের দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রীগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে তাঁহাদের দলীয় সভ্যগণ উপবিষ্ট হন। স্পিকারের বাম পার্শ্বে বিপক্ষ দলের বড় বড় সভ্যগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ঐ দলের অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট হন।

কমন্স সভায় এক জন পাদ্রী নিযুক্ত আছেন। ইনি প্রত্যহ সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন। এক জন সার্জ্জন সভাস্থলে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। কোন সভ্য স্পিকারের অবাধ্য হইলে সার্জ্জন সাহেব স্পিকারের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কমন্স সভা গৃহের পার্শ্বে একটী পুস্তকালয় আছে। সভ্যগণ তথায় অবসরকালে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

যখন কোন সভ্য কোন নূতন আইন করিবার বা কোন পুরাতন আইনের কোন ধারা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা সভার নিকট প্রকাশ করেন। সভার অধিকাংশ সভ্য তাঁহার ইচ্ছা অনুমোদন করিলে, তিনি কোন্ দিন তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁহার প্রস্তাব সভার সম্মুখে পাঠ করেন। যদি অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব মুদ্রিত হয় এবং উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক সভ্যকে প্রদান করা হয়। সভ্যগণ এই পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁহার যাহা কিছু বলিবার থাকে, সভার সম্মুখে তিনি তাহা ব্যক্ত করেন। এইরূপে ঐ বিষয় লইয়া সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদের পর যদি অধিকাংশ সভ্য বিবেচনা যোগ্য বলিয়া দেন, তাহা হইলে উহা সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটীর বিচারার্থ অর্পিত হয়। এই কমিটী পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ছত্র বিচার করিয়া দেখেন এবং যেরূপ

---

* পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ দুইটী প্রধান দলে বিভক্ত—একটীর নাম (Liberal) উদার বা উন্নতিশীল, ইহাঁরা নূতন পরিবর্ত্তনের এবং সাধারণতন্ত্রের অধিক পক্ষপাতী, অন্যটীর নাম (Conservative) রক্ষণশীল, ইহারা প্রাচীন প্রথা এবং উচ্চশ্রেণীর উচ্চাধিকার রক্ষার অধিক পক্ষপাতী। পূর্ব্বকালে এই দুই দল হুইগ ও টোরী বা অন্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে দল যখন প্রবল হন, তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন।

পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করেন। কমিটীর মতামত ও পাণ্ডুলিপি পুনরায় সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং সভার সম্মুখে তৃতীয়বার পঠিত হইলে যদি অধিকাংশ সভ্যের মত হয়, তাহা হইলে উহা লর্ডস সভায় পাঠান হয়। উক্ত সভার অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদিত হইলে উহা মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয় এবং তিনি অনুমোদন করিলে উহা আইনে পরিণত হয়। ইংলণ্ডের এই প্রকার সকল আইনকে "মহারাণীর আইন না বলিয়া—'Acts of Parliament, বা পার্লিয়ামেণ্টের আইন বলা হয়।

কমন্স সভা বুধবার দিবস মধ্যাহ্ন কালে ও অন্যান্য দিবস অপরাহ্ণ চারিটার সময় বসিয়া থাকে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবস কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সমূহ বিবেচিত ও বিতর্কিত হইয়া থাকে।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বৎসরের সমস্ত কাল চলে না। প্রায় ছয় মাস কাল সভা বন্ধ থাকে। এইরূপ বন্ধের সময় সভ্যগণ লণ্ডন নগরের রাজনৈতিক সভা সমূহে ও ইংলণ্ডের নগরে নগরে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

সেলাই শিক্ষা।

বহু ছিদ্র নমুনা।

আট ঘরে নমুনা হয়; সুতরাং ৪৮ অথবা ৫৬ ঘর হইলেই ছেলের সুন্দর মোজা হইবে।

১ম সারি—দুইটা ঘর এক সঙ্গে বুন; সামনে সুতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; সাম্‌নে সুতা আনিয়া চারিটা সোজা। ক্রমশঃ এইরূপ।

২য় সারি উল্টা। ৩য় সারি—দুইটা সোজা; সামনে সুতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; দুইটা সোজা। ৪র্থ সারি—উল্টা। ৫ম সারি তিনটা সোজা; সাম্‌নে সুতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে দুইবার; একটা সোজা। ৬ষ্ঠ সারি উল্টা। ৭ম সারি—চারিটা সোজা; সামনে সুতা আনিয়া; দুইটা এক সঙ্গে দুইবার। অষ্টম সারি উল্টা। নবম সারি—দুইটা সোজা, দুইটা এক সঙ্গে, সাম্‌নে সুতা আনিয়া, দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সুতা আনিয়া দুইটা সোজা। দশম সারি উল্টা।

১১শ সারি—একটা সোজা; দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সুতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সুতা আনিয়া একটা; দুইটা সোজা। ১২শ সারি—উল্টা।

এই নমুনায় ছেলের বেনিয়ানও হইতে পারে।

মাছুর নমুনা।

৪ ঘরে নমুনা হয়। প্রথমতঃ

সাম্‌নে সূতা আনিয়া, বাম কাটির একটা ঘর ডান কাটিতে তুলিয়া লইবে, অতঃপর তিনটা সোজা বুনিয়া, যেটা তুলিয়া লইয়াছিলে সেটা তাহাদের উপর দিয়া আনিয়া ফেলিয়া দিবে। দ্বিতীয় সারি—উল্টা।

ক্রোশে এজিং।

(কামিজ, বডিস, পাজামা, কাঁথা ইত্যাদির পার্শ্বে লাগাইবার জন্য)। পাঠিকাগণ চেইন, ষ্টিচ্, সিঙ্গল্ ষ্টিচ্, এবং লঙ্ ষ্টিচ্ কাহাকে বলে, জানেন, অনুমান করিয়া উহার অর্থ লেখা হইল না। এ সকল কথার বাঙ্গালা নাম তত ভাল শুনাইবে না, এবং যাঁহারা এই ষ্টিচ্ গুলি না জানেন, তাঁহারা বাঙ্গালা নাম, বা ইংরাজী নামের ব্যাখ্যার সাহায্যে, হাতে করিতে না দেখিয়া, অথবা পরিষ্কার ছবি না দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।)

যত খানি ইচ্ছা লম্বা চেইন করিয়া সূচীর মুখে সূতা নিয়া দুইটা চেইনের অন্তরে লংষ্টিচ কর। যখন লাইন (সারি) শেষ হইবে, তখন সূতা ঘুরাইয়া নিয়া, প্রত্যেক ছিদ্রের ঘরে দুইটী কিম্বা তিনটা করিয়া লংষ্টিচ্ করিবে।

সহজ সুন্দর কাজ।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে অবসর কালে অনায়াসে অনেক সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন। অনেকে স্বামী পুত্রের জন্য অনেক মূল্য দিয়া মেরিনোর গলাবন্ধ ক্রয় করেন। এক গজ মেরিনো এবং কিঞ্চিৎ রেসম ক্রয় করিলে অনেক গুলি গলাবন্ধ তৈয়ার করা যায়। ক্ষীর রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম, তদ্ভিন্ন আর সকল রঙ্গের কাপড়ে সাদা রেশম ব্যবহার করিতে হয়। কপিশ রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম ব্যবহার করিলে সাদা রেশমের কাজের চেয়ে আরও ভাল হয়। বয়স্থদিগের জন্য কাল, ধূসর, এবং কপিশ রঙ্গের গলাবন্ধ ভাল।

আড়াই গজ, তিনগজ আন্দাজ মেরিনো কিনিয়া তাহার, দুই কোণ অথবা চারি কোণে কাপড়ের রঙ্গের রেশম দিয়া—এক একটি কল্কা বুনিয়া লইলে অতি সুন্দর গাত্র বস্ত্র হইবে।

অবশ্যই এসকল জিনিষ তৈয়ার করিতে হইলে, সূচী সূতায় যত রকম ফোঁড় হয়, তাহা অগ্রে শিখিতে হইবে।

কতকগুলি ফোঁড়ের নাম:—ষ্টিচ্ (বকেয়া), হেরিং বোন্ ষ্টিচ্, ফেদার ষ্টিচ্, ক্রয়েলওয়ার্ক ষ্টিচ্ সাটিন-ষ্টিচ্চ।

চাহিবেনা ফিরে ?

পথে দেখে ঘৃণা ভরে, কত কেহ গেল স'রে
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে,
কেহবা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনা রাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া, যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব তরে, নাহি কি গো এসংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার, চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে, চাহিবেনা ফিরে?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলে ছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া করে তুলিবেনা হাতে ধরে
অর্দ্ধপথ তার লাগি থামিবেনা ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর ;
পথ মাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

হিন্দু সদাচার।

৩—স্ত্রী-সম্মাননা।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি প্রাচীন আর্য্যদিগের যেরূপ সম্মাননার ভাব ছিল, তাহা অতি অল্প জাতির মধ্যে লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বর্ত্তমান সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি যে শব্দে মান্য স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া থাকেন তাহা (Lady) লেডী বা রুটী-রক্ষিকা অর্থাৎ রুটীর ভাণ্ডার রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান সম্মানের কার্য্য। কিন্তু সংস্কৃতে মহিলা অর্থে পূজনীয়া বুঝায়। স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহাদিগের মহৎ গুণের জন্যে পুরুষদিগের পূজার্হা আর্য্যেরা অনেক শব্দ দ্বারা তাঁহাদের এই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সভ্য জাতি স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ সমাদর ও সম্মাননা সভ্যতার প্রধান চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সম্মাননা অনেক স্থলে আত্মসুখের জন্য। স্ত্রীলোককে যেরূপে

বেশ ভূষা পরাইলে লিখিতে পড়িতে বাজাইতে নৃত্য গীত করিতে শিক্ষা দিলে আপনাদিগের মনোরঞ্জন হয়, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সেইরূপে গঠন করেন। নারীদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদান করিতে অদ্যাপি তাঁহারা কুণ্ঠিত। প্রাচীন হিন্দুজাতি স্ত্রীকে যথার্থই অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। মানব শাস্ত্রকার মহাত্মা মনু বলিয়াছেনঃ—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
মনু ৩অ, ৫৬।

যে গৃহে স্ত্রীলোকে পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে স্ত্রীগণের অনাদর, সেখানে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।
মনু ৩অ, ৫৭।

যে কুলে পত্নী, ভগিনী কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অন্ন বস্ত্রাভাবে দুঃখিনী হয়, সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে স্ত্রীলোকদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না, সে কুল সর্ব্বদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলেনিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং॥
মনু ৩অ, ৬০।

যে কুলে পত্নী স্বামীতে ও স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয় সর্ব্বদাই কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছেঃ—

পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি,
অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী।

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করে, পদে পদে তাহার কল্যাণ হয়। আর যে পুরুষাধম মূঢ় স্ত্রীলোককে অবমান করে, পার্ব্বতী সতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। এজন্য বিবাহ সময়ে সপ্তপদী গমন কালে কন্যাকে এইরূপে সম্বোধন করা হয়ঃ—

সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং।
দেবৃষু সাম্রাজ্ঞী ননন্দৃষু দ্বিপদে বা চতুষ্পদে।

হে কন্যে! পালন গুণ দ্বারা শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ এবং গৃহের যাবতীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদের উপর সম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার কর। ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মাননার অধিক ভাব আর কি প্রকাশিত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

ঘণ্টা ও ঘণ্টানাদ।

ঘণ্টা মাঙ্গলিক বাদ্য, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মাঙ্গলিক ও পবিত্র কার্য্যোপলক্ষেই ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে ইহার সমধিক আদর ছিল। বর্ব্বর জাতিরা ইহাকে সচেতন বোধে ইহার ঘোর নাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইত এবং অমানুষিক শব্দ বিবেচনা করিয়া কত তর্ক বিতর্ক করিত। কি প্রকারে যে এরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের অশিক্ষিত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিত না।

কোন্ সময়ে ঘণ্টা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। তবে ভারতবর্ষে যে ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় এখানেই ইহার প্রথম সৃষ্টি। চীনদেশেও বহুকালাবধি ঘণ্টা প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রসকলে ঘণ্টানাদের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। কেবল মঙ্গল কার্য্যে নয়, যুদ্ধ বিগ্রহেও আর্য্যজাতিরা ঘণ্টা ব্যবহার করিতেন। কত সৈন্য নাশ করিয়া বিজয়ী একবার "বীরঘণ্টা নাদ" ও "মহাঘণ্টা নাদ" করিতেন, তাহা পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। পূজা অর্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞে ঘণ্টা ধ্বনি না হইলে তাহা সিদ্ধ হইত না। অভিবাদন, আহ্বান ও সঙ্কেতার্থেও ঘণ্টা ব্যবহৃত হইত। বাইবেলে প্রধান যাজকের পরিচ্ছদ বিষয়ে মুশার উক্তি আছে, তাহাতে ঘণ্টা সংযুক্ত করিতে হইবে, ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়া লোকেরা তাঁহার আগমন অবগত হইতে পারিবে।

এক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে আহ্বানার্থ ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে এতৎ পরিবর্ত্তে কেবল এক প্রকার বংশীধ্বনি ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বকালের ঘণ্টা সকল অন্য প্রকারের ছিল। ইহাদিগের আকার যেরূপ বৃহৎ, শব্দও সেইরূপ উচ্চ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থ স্থানে ও প্রধান প্রধান নগরে এরূপ ঘণ্টা অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। চীন দেশে ঘণ্টার একতান বাদ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ বিবিধ আকারের ঘণ্টা (বোধ হয় পেটা ঘড়ী) সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মুদ্গরদ্বারা আঘাত করিলে প্রত্যেকটী হইতে এক এক প্রকার নিনাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দূর হইতে সকলগুলির ঐকতানিক ধ্বনি শুনিতে অতি মনোহর হয়। ইউরোপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘণ্টার প্রথম প্রচলন হয়। ইহা কেবল ধর্ম্মালয়ে ও দেবালয়েই ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডে ইহার অনেক পরে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল। বিজয়ী উইলিয়ম করফিউ ঘণ্টার নিয়ম করেন। সন্ধ্যার

ক্ষণেক পরেই ৮টার সময় ইহার নিনাদ হইত; ইংলণ্ডবাসীরা ইহার বিকট ধ্বনি শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থ আলোক ও অগ্নি নির্ব্বাণ করিত।

ইউরোপে ঘণ্টা বাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কুসংস্কারের কথাও শুনা যাইত। অশিক্ষিত লোকেরা ইহার উক্ত নিনাদ শ্রবণে ইহাতে দৈবশক্তি আরোপ করিত। তজ্জন্য দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগের উদকসংস্কার (Baptise) করিতে হইত। অনেকে বিশ্বাস করিত যে সকল ঘণ্টা এইরূপে সংস্কৃত না হইয়া দেবালয়ে দোলিত হইত, তাহারা আবদ্ধ রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া হয় জলাশয়ে ঝম্প প্রদান নতুবা কোন উপাসনালয়ে আত্ম নাশ করিত। একটী অসংস্কৃত ঘণ্টার বিষয়ে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে এই বৃহৎ ঘণ্টা রজ্জু ছিন্ন করিয়া একটী হ্রদের মধ্যে পতিত হয়। লোকে ইহা জানিতে পারিয়া একটী ডুবরিকে তাহার উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করে। ডুবরি একটী রজ্জু লইয়া জলমগ্ন হয়। রজ্জু ঘণ্টাবদ্ধ করিয়া সে সঙ্কেত করিলেই লোকেরা তাহা টানিয়া তুলিবে। কিন্তু সঙ্কেত প্রদানের পর রজ্জু টানিয়া তোলা হইলে ঘণ্টার পরিবর্ত্তে সেই দুর্ভাগ্য ডুবরীর মৃত দেহ তাহাতে সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেল।

ভূত, প্রেত, দানা পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতারাও ঘণ্টা শব্দে বিরক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, ইহাও অনেকে বিশ্বাস করিত। কথিত আছে এক জন পাটনী একটী নদী কূলে পর্ণকুটীরে বাস করিত। একদা রজনীকালে হঠাৎ তাহার দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হওয়াতে সে শয্যা হইতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া একটী মার্জ্জার দেখিতে পাইল। সে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় শয়ন করিতে গমন করিল। কিন্তু ক্ষণেক পরে, পুনরায় এরূপ ঘোর আঘাত হইতে লাগিল যে তাহার তৃণকুটীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে সভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একগাছি লাটী হাতে করিয়া আস্তে আস্তে দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অস্ফুট চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল যে অসংখ্য বামন মূর্ত্তি ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বিকট বদন চন্দ্রালোকে আরও বিকট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহাদিগের নেতা দ্বিপাদ-পরিমিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর স্বরে অগ্রসর হইয়া পাটনীকে তাহাদিগকে শীঘ্র পার করিয়া দিতে বলিল; সে তজ্জন্য বিলক্ষণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে অঙ্গীকারও করিল। পাটনী ইতস্তত করিয়া রাত্রিতে পার হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে নেতা বলিল যে সম্প্রতি নিকটস্থ দেব মন্দিরে একটা ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার শব্দে তাহারা আর তথায় ক্ষণ-

মাত্রও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। পাটনী তাহার টুপি উন্মোচন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে পার করিয়া শেষে দেখে যে তাহার টুপির মধ্যে বহু রত্ন রাজী নিহিত রহিয়াছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে সে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সুখে জীবন যাপন করিয়াছিল!!

পূর্ব্বে অনেক দেশে ঝঞ্ঝাবাতা ও বজ্র নিবারণ উদ্দেশেও ঘণ্টা বাদ্য প্রচ ছিল। অধুনা বিজ্ঞানালোকে সকলেই অবগত আছেন যে ঘণ্টা যে ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা তাড়িত অপরিচালক না হইয়া বরং তাড়িত পরিচালক, সুতরাং তদ্দ্বারা বজ্রপাত নিবারণ না হইয়া বরঞ্চ বজ্রপাত হইবারই সম্ভাবনা। প্রুসিয়াধিপতি মহান্-ফ্রেডারিক্ এই বিজ্ঞান রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন।

ঘণ্টা উপলক্ষে দেবমন্দিরেরও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহা সংরক্ষিত হয়, তাহা ভাস্কর ও কারুর সুন্দর শিল্পকার্য্যে পরিশোভিত। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন নগরে "ঘণ্টা ঘর" নির্ম্মিত আছে। অধুনা ঘণ্টা ঘরে ক্লকঘড়ি স্থাপিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তথায় কেবল ঘণ্টাই রক্ষিত হইত।

ইংলণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা ওয়েষ্ট মিনিষ্টর সমাধিক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, ইহার নাম বিগ বেল বা বৃহৎ ঘণ্টা। মস্কাউ নগরে বোলাসয় বা দৈত্য ঘণ্টা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছিল। ইহার ভার ১৩০,০০০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৩৫৭৫ মণ। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ঘণ্টা অপেক্ষা ইহা নয় গুণ বড়। ইহা স্থান চ্যুত হইয়া পতিত হয়। দ্বিতীয়বার পতিত হইয়া ভগ্ন হইলে অন্যান্য ধাতু যোগে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার নাম ঝার কলোকল অর্থাৎ ঘণ্টা-সম্রাট। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাও কথঞ্চিৎ ভগ্ন হয়,কিন্তু তাহা আর অদ্যাপি সংস্কৃত হয় নাই। ভগ্ন ক্রেমলিন প্রাসাদের পুরোভাগে ইহা পতিত ছিল, এক্ষণে ইহাকে উত্তোলন করিয়া একটি রক্ত প্রস্তর বেদীর উপর স্থাপিত করা হইয়াছে এবং ধর্ম্মমন্দির কল্পে উপাসনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ধারের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা তোরণ দ্বারের কার্য্য করিতেছে।

জর্ম্মণীর এরফোর্ট নগরে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে, ইহার পরিধি ৮ মিটারেরও অধিক অর্থাৎ প্রায় ১৮ হস্ত।

প্রধান প্রধান ঘটনা সকল ঘণ্টা দ্বারা প্রচারিত হয়। এই ঘণ্টা বাদনের কৌশলও আছে। প্রথম আঘাত অত্যন্ত বল-সহকারে করিতে হয় এবং দ্বিতীয় আঘাত ঈষৎ মৃদু, বোধ হয় যেন প্রথমের প্রতিধ্বনি। ইহা দূর হইতে শুনিতে যেমন গম্ভীর, তেমনি শ্রুতি-সুখকর।

লিসবন নগরের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় ভূ-কম্পের বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম মন্দিরের ঘণ্টাসকল স্বতঃ বাজিয়া উঠে, ইহাতে নগরবাসীরা অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাসকল কিছুকাল বাদ্য করিয়াই আপনাদিগের মৃত্যু ঘণ্টানাদ জ্ঞাপন করিল এবং দেবালয় সমেত ভূমিসাৎ হইল।

কোলন নগরের বিখ্যাত কেথিড্রলে (ধর্ম্ম মন্দিরে) সম্প্রতি মহা সমারোহে একটী ঘণ্টা ঝুলান হইয়াছে। ঘণ্টাটি বড় সাধারণ নয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হাত এবং বেড় ৮ হাত, পরিমাণ ২৬ টন ১৩ হন্দর অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ মণ। মুড়ীটী ওজনে ১৬ হন্দর অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩ মণ। বাইসটা বৃহৎ কামান গালাইয়া এবং তদুপযুক্ত টিন মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম কাইসোর গ্লোক অর্থাৎ সম্রাট-ঘণ্টা। "জর্ম্মাণ সম্রাট গত ফ্রাঙ্কো প্রুসীয় যুদ্ধের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ লুণ্ঠনলব্ধ ২২টী কামান গলাইয়া এইপ্রকাণ্ড ঘণ্টা নির্ম্মাণ করিয়াছেন" এই মর্ম্মের লেখা ইহাতে খোদিত আছে। ইহার এক দিকে ধর্ম্মমন্দিরের অধিষ্ঠাতা সেণ্ট পিটারের প্রতিমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে মধ্যকালোচিত ভাষায় একটী চতুষ্পদী শ্লোক লিখিত আছে। অপরদিকে ষড়শ্বর সমন্বিত সম্রাটের বিজয় ঘোষণা-ব্যঞ্জক একটী জর্ম্মণ সঙ্গীত খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে আরও দুইটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে। একটীর নাম (Pretiosa) প্রিসিয়সা অর্থাৎ অমূল্য ও অপরটীর নাম (Spaciosa) স্পেসিয়সা অর্থাৎ সুন্দর।

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

বনগ্রামের যেস্থানে এখন মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের ষ্টেসন হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে একটী যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বাস করেন। বার্ষিক প্রায় তিন শত টাকা উপস্বত্ব হয়, এরূপ ভূসম্পত্তিও তাঁহাদের আছে। সেই বংশের একটী পুরুষ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বীর নগরে টোল প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রামেশ্বরের চারিটী পুত্র, এক মাত্র কন্যা। কন্যার নাম ব্রহ্মময়ী। এই কন্যার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কন্যাপ্রসবের পর সপ্তাহ মধ্যেই

তাঁহার জননী সূতিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পিতা সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াটী লইয়া অতিশয় বিপন্ন হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠের সহধর্ম্মিণীকে বন্ধ্যা বলিয়াই সকলের বিবেচনা হইয়াছিল। এই সংসারে আসিয়া সন্তানের জননী হইতে পাইলেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদের সীমা ছিল না। গৃহিণীর পঞ্চত্ব হইলে জ্যেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সূতিকা দ্বারে উপস্থিত হইয়া অচিরজাতা তনয়ার অলৌকিক রূপ দর্শনে কহিলেন, "মা ব্রহ্মময়ী, তোমার মনে এই ছিল?" সেই অবধি সকলে কন্যাটীকে ব্রহ্মময়ী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। চিরজীবনের মধ্যে তাঁহার আর ব্রহ্মময়ী নামের পরিবর্ত্তন হইল না। যাহাহউক, নিরপত্যতা নিবন্ধন কনিষ্ঠা বধূমাতাকে নিরন্তর বিষাদিনী দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে কন্যাটী সমর্পণ করিলেন। কনিষ্ঠাগৃহিণী ব্রহ্মময়ীকে পরম যত্নে ও পরমানন্দে পালন করিতে লাগিলেন। দৈবের গতি দুর্জ্ঞেয়! ব্রহ্মময়ীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই কনিষ্ঠা গৃহিণী গর্ভধারণ করিয়া একটী কন্যা প্রসব করিলেন। ব্রহ্মময়ীর কল্যাণে ছোট গৃহিণীর বন্ধ্যা দুর্নাম দূরীভূত হইল বলিয়া ব্রহ্মময়ীর আদর দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নামের সাদৃশ্যে কনিষ্ঠা কন্যার চিন্ময়ী নাম রাখা হইয়াছিল। শরৎকালীন স্থল কমলবৎ গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভ্যুদয়োন্মুখী শশিকলার ন্যায় কন্যা দুইটী বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। চিন্ময়ীর চরিত্রও অপূর্ব্ব; তাহা বারান্তরে বর্ণন করিব। ব্রহ্মময়ীর চরিত্র বর্ণনই অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; এজন্য চিন্ময়ীকে এ প্রবন্ধের এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

ব্রহ্মময়ী প্রতিবেশবাসিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাকুলের সহিত নিয়তই ক্রীড়া করেন। তিনি ক্রীড়া-সঙ্গিনী কুমারী কুলাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি প্রতিদিনই ক্রীড়াস্থলের প্রধান আসন গ্রহণ করিতেন। কোন দিন অভিনয়কারিণী কন্যার জননী হইতেন, কোন দিন নববধূর শ্বশ্রূ হইয়া তাহার উপর গৃহিণীপনা প্রদর্শন করিতেন; এইরূপে কোন দিন জ্যেষ্ঠা ভগিনী, কোন দিন বা জ্যেষ্ঠা বধূ হইয়া ক্রীড়া করিতেন। বালক বালিকাগণের মধ্যে প্রণয়বিচ্ছেদ উভয়ই সমান সুলভ। মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনী বালিকারা বিবাদ করিয়া ব্রহ্মময়ীর গৃহ ত্যাগ করিত। তখন তিনি গৃহের কোন স্থানে খেলার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া একাকিনী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। কনিষ্ঠ খুল্লতাতকে জনক ও তৎপত্নীকেই জননী বলিয়া জানিতেন। কোন্ দিন কোন্ পর্ব্বাহ, কোন্ দিন কোন্ ব্রতোপবাস পিতামাতার নিকট সন্ধান লইয়া যে সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। এই

জন্য দেখা যাইত যে, কোন দিন ব্রহ্মময়ী এক খণ্ড ইষ্টককে হরিদ্রাক্ত বস্ত্র খণ্ডে আবৃত করিয়া শীতল ষষ্ঠীর পূজা করিতেছেন; কোন দিন ঘরময় আলিপানা ও ধান্যপূর্ণ রেকের উপর কুষ্মাণ্ড কুসুম দিয়া লক্ষ্মী পূজা করিতেছেন; কোন দিন বা বাহুমূলে হরিদ্রা সূত্রে দূর্ব্বাগুচ্ছ বন্ধনপূর্ব্বক অনন্ত বা দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন; কোন দিন বা জামাতার মস্তকে আশীর্ব্বাদসূচক ধান্য দূর্ব্বা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে দধি মুগাঙ্কুর আম্র-মন্দার প্রভৃতি ভক্ষণ করাইয়া "জামাইষষ্ঠী" করিতেছেন। হিন্দুগৃহে এমন কোন পর্ব্বাহ বা এমন কোন ব্রতোপবাস নাই, ব্রহ্মময়ী অনুষ্ঠেয় ক্রীড়াস্থলে যাহার অনুষ্ঠান না করিতেন। ব্রহ্মময়ীর জীবনের মুকুলাবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার বয়ঃক্রম চারিবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এ সকল বালালীলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ব্রহ্মময়ী পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাল্যকালোচিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করাইতে আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিক মাসে "যমপুকুর" অগ্রহায়ণ মাসে "সাঁজতী", পৌষ মাসে "তুষ্তুসোলি," বৈশাখ মাসে "পুণ্যপুকুর," "নখছুটী," "ধনগছানে" ইত্যাদি। ব্রহ্মময়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কন্যা বটে; কিন্তু তাঁহার যত্ন ও আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার বসন-ভূষণ ভোজন আবাস সকলই ধনশালীর কন্যার ন্যায় সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মময়ীর শরীর-সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই অলৌকিক, বিশেষতঃ পিতামাতার সযত্ন প্রতিপালনবশতঃ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যেন যুবতী জনোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব উপস্থিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মময়ীর জনক জননী তাঁহার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। বাহ্য অঙ্গের লক্ষণ যেরূপই হউক, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর মন বালিকাভাব ত্যাগ করে নাই। সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইবে, এই কথা সানন্দে ও অসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁলো মেয়ে, বিয়ে কারে বলে?" ব্রহ্মময়ী কিয়ৎকাল নীরবে একদৃষ্টে তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"মারে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য আসিয়া বলিব।" প্রতিবেশিনী "দূর! আবাগী" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এক দিকে জনক জননী বিবাহের আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ব্রহ্মময়ীর জীবনাকাশে যেন এক প্রকার নূতন বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল।

কোন ব্যক্তিকে নিত্য আবাস হইতে দূরদেশে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার মনের ভাব যেরূপ বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পায়, ব্রহ্মময়ীর জীবনে সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রজ-

নীতে এক শয্যায় জননীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বলিয়া উঠেন,—"মা, কোথায় আসিলাম,—কবে যাবো?" জননী শশব্যস্তে তনয়ার বক্ষে ও মস্তকে হস্তামর্শ করিয়া সান্ত্বনা করেন। জননী প্রায় প্রতি দিনই রজনীকালে কন্যার মুখে নিদ্রাবেশে ঐরূপ কোন না কোন অমঙ্গলের কথা শুনিতে পান। একদিন প্রাতে ব্রহ্মময়ী ইচ্ছামতীর তীরে একাকিনী নীরবে বসিয়া আছেন। হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগের বন হইতে একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ব্রহ্মময়ী চকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিলেন এবং কহিলেন,—"কোকিল, আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ?" সেই সময়ে একটী বায়ু প্রবাহ তাঁহার বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মময়ী বাম ভাগে বদন হেলাইয়া বলিলেন,—"বায়ু, কি বলিয়া গেলে? বুঝিতে পারিলাম না।" কিয়ৎক্ষণ বায়ুর গমনপথ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে ফিরিলেন এবং প্রভাত পবনের মৃদু-তাড়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া স্রোতঃ চলিতেছে দেখিয়া কহিলেন,—"নদী, তুমি কোথা যাইতেছ? আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে?" এই সময়ে কয়েকটী শববাহী লোক নদীতটবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতেছিল। ব্রহ্মময়ী তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর নিকটস্থা হইয়া কহিলেন,—"হ্যাগো, তোমরা কাঁদে করিয়া কি লইয়া যাইতেছ?" তাহারা কহিল—"মড়া"। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"আমারে অমনি করিয়া মাদুর জড়াইয়া লইয়া যাইবে?" শববাহিগণের মধ্যে কেবল একজন মৃদুস্বরে কহিল, "আহা! এমন মেয়েটী পাগল হয়েছে।" তাহারা আর কেহ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। এই সময়ে ব্রহ্মময়ীর জননী প্রাতঃস্নান করিবার জন্য ঘাটে আসিতেছিলেন। তিনি কন্যার শেষ কথাটী শুনিতে পাইয়াছিলেন। কক্ষ বস্ত্র ও ধাতু কলস সত্বর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন অঙ্ক দেশে রক্ষা করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁমা, তুই কি সত্য সত্যই পাগল হইলি।" ব্রহ্মময়ী কণ্টকাভোগসদৃশ বাহুযুগলে জননীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—"মা, পাগল কারে বলে?" জননী,—"মড়া দেখিয়া অমন কথা কি বলিতে আছে? আমার মাথা আর মুণ্ড" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মরীচিকা।

মরীচিকা কি এবং তাহা কিরূপে হয় ইহাই সহজে বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। মরুভূমিতে জলভ্রমকে মরীচিকা বলে ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সময় সময় নাবিকগণ সমুদ্রের কূল কিম্বা দূরস্থিত জাহাজ ঊর্দ্ধে উত্থিত দেখিতে পান, ইহাকেও মরীচিকা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক মরুভূমে জলভ্রম কিরূপে হয় তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। এই বিষয় বুঝাইতে অন্য কতকগুলি বিষয় বলিতে ও বুঝাইতে হয়, সুতরাং সেগুলি মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করা দরকার। জলের মধ্যে সূর্য্যের কতকটা রশ্মি পড়িলে সেগুলি সরল ভাবে না যাইয়া বাঁকিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। একটী ঘরের সমস্ত দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া শুধু একটী ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যের আলো আনিয়া একটী জলপূর্ণ কাচের পাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বাঁকা দেখা যাইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন জলের ভিতর মাছ থাকিলে তাহা উপর হইতে যত নীচে বোধ হয়, বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা নীচে থাকে। একটী কাটী কি পেন্‌সিল কাচের গেলাসে অর্দ্ধেক ডুবাইয়া পাশ দিয়া দেখিলে ভগ্ন বোধ হইবে। এসব যদিও এ প্রবন্ধের আবশ্যক বিষয় নহে, তবুও সোজা জিনিষ বাঁকা দেখাইবার দৃষ্টান্ত দেখান হইল। এখন আমাদের পূর্ব্বরশ্মি সম্বন্ধে মনে করুন * ক খ একটী রশ্মি, জ পাত্রস্থিত জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এখানে ক খ রশ্মিটী সরল ভাবে না যাইয়া খ গ এর মত বাঁকিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা ছোট। কিন্তু ঐ রশ্মিটী যদি পারদ হইতে জলে যাইত, তাহা হইলে ক খ সরল রেখা উপরের দিকে বাঁকিয়া যাইত অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা বড় হইত। এখানে দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থ হইতে ঘন পদার্থে রশ্মি প্রবেশ করিলে সেই রশ্মিটী নীচের দিকে এবং ঘন পদার্থ হইতে তরল পদার্থে গেলে উপর দিকে বাঁকিয়া যাইবে।

মনে করুন ছ জ এর উপরি ভাগে পারা এবং নিম্নভাগে জল রহিয়াছে। ক খ রশ্মি পূর্ব্বের নিয়মানুসারে ঘ এর দিকে না বাঁকিয়া উপর দিকে বাঁকিয়াছে যেমন খ গ, এখানে গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা বড়। এই রূপে ক খ রশ্মি যত জ খ এর দিকে সরিয়া যাইবে, খ গ তত ছ খ এর দিকে সরিয়া যাইবে। এক সময় যেমন ক খ, খ গ এর দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইবে। গ এর কোন বস্তু থাকিলে ক এ চোক রাখিলে দেখা যাইবে কিন্তু উহা ক খ বর্দ্ধিত

* স্বতন্ত্র কাগজে অঙ্কিত ছবি দেখ

করিয়া এবং গ হইতে ছজ এর উপর লম্ব টানিয়া বর্দ্ধিত করিয়া যেখানে মিলিবে যেমন গ", সেখানে বিপরীত দেখা যাইবে এবং উপর দিয়া বাস্তবিক বস্তু দেখা যাইবে। এই কথা গুলি যদি বুঝিয়া থাকেন এবং মনে রাখিতে পারেন তাহা হইলে মরীচিকা বুঝিতে গোল হইবে না।

সকলেই শুনিয়াছেন যে মরুভূমির বালুকা এত উত্তপ্ত হয় যে তাহার উপর সুধু পায় দাঁড়ান কি চলা যায় না। উত্তপ্ত জিনিষের সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে পাতলা (Rare) হয়। সুতরাং মরুভূমির বালুকাসংস্পৃষ্ট বায়ুকে যদি আমরা কতকগুলি (Layer) স্তরে বিভক্ত করি, তাহা হইলে মরুর জল ভ্রমের কারণ স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

মনে করুন প ফ, প, ফ, প "ফ" কতকগুলি বায়ু স্তর। প ফ এর নীচের বায়ু উপর বায়ু অপেক্ষা পাতলা আবার প' ফ' এর নিম্নের বায়ু উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা পাতলা। কারণ বায়ুস্তর বালুকার যত নিকট হইবে তত পাতলা হইবে।

মনে করুন ক একটী গাছ—চ একটী লোকের চোক। এখানে ২য় চিত্রের নিয়মানুসারে ক থ গ কোণ ঝ থ গ কোণ অপেক্ষা ছোট আবার ঝ থ গ কোণ অর্থাৎ থ গ ঘ কোণ ছ গ ট কোণ অপেক্ষা ছোট। শেষে ট এ একেবারে প্রতিফলিত হইবে। এখন চ হইতে ক এর বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ ২য় চিত্র অনুসারে দেখা যাইবে। যেমন কোন জলাশয়ের ধারে কোন গাছ থাকিলে জলে তাহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, এখানেও ঠিক সেইরূপ দেখা যাইবে। চ হইতে যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষটী উপর দিয়া দেখিবে, সেই আবার উহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ দেখিতে পাইবে সুতরাং কোন জলাশয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবে।

পারিবারিক বন্ধন।

'আমি' বলিতে কেমন একটু স্বাতন্ত্র বুঝায়। 'আমি' সংসারের আর দশ জন হইতে এক পৃথক্ ব্যক্তি। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবি; নিজের ইচ্ছায় নিজে চলি; নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করি। আমিই আমার প্রভু। অথচ আমি আমার প্রভু নহি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহি। ইলিষ মৎস্য নদী হইতে বদ্ধ জলাশয়ে আনিলে, সে যেমন মরিয়া যায়, তরুটিকে উন্মূলিত করিলে, সে যেমন শুকাইতে থাকে, আমাকে আমার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমূহ হইতে অন্তরিত করিলে, আমারও তদ্রূপ দশা হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার ক্রোড় পত্র

মরীচিকা

(১ম)

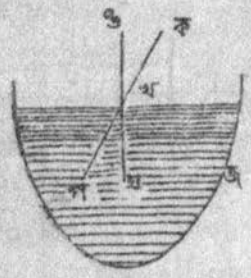

(২য়)

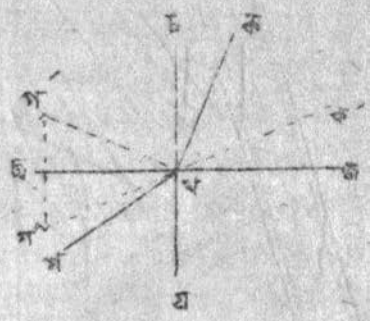

(৩য়)

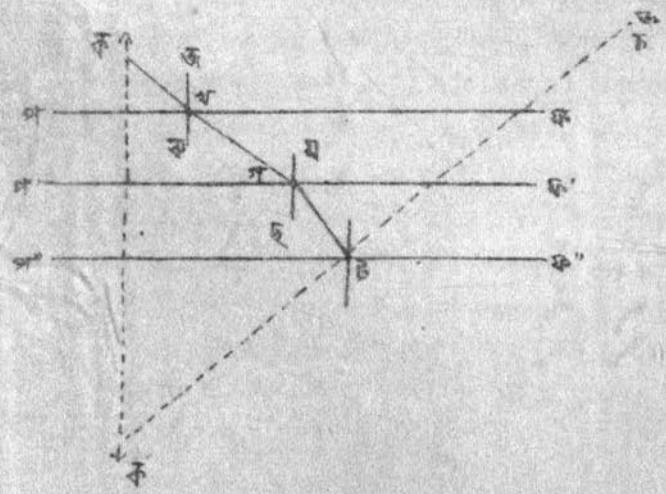

যাহাকে 'আমি' বলি, সে অংশতঃ তাহার বহিঃস্থ পদার্থে নির্ম্মিত। বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে জীবিত রাখিতেছে, পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি, উদ্ভিদ এবং ধাতুজ পদার্থ তাহার শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া, তাহার দেহযন্ত্র যথা নিয়মে সঞ্চালন করিতেছে, এবং উহারাই তাহার শরীরের আচ্ছাদন প্রদান করিতেছে। আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করে না।

আমার স্বজাতীয় জীবের সাহায্য ভিন্ন আমাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা নাই। যদি জনহীন পৃথিবীতে একাকী জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে অসহায় শৈশবাবস্থায় কে আহার, আচ্ছাদন এবং আশ্রয় দান করিয়া আমাকে রক্ষা করিত? এ সকল অনুগ্রহের জন্য অপরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহাও অপরে শিখাইয়াছেন। অপরে চলিতে বলিতে না শিখাইলে, চলন বলন রূপ অতি সহজ কর্ম্ম ও করিতে পারিতাম না। ক্ষুধার অন্ন, গাত্রের বস্ত্র, পাঠ্য পুস্তক, 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু সম্ভোগ করিয়াছি, এবং করিতেছি সকলই অপরের পরিশ্রম এবং চিন্তা প্রসূত। গৃহস্থের গৃহে যত জিনিষ আছে, তাহার সকলই বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবন এবং জীবনের বিবিধ সুখের জন্য অপরাপরের নিকট ঋণী। ইহাদের কেহ বা তাহার স্বদেশী, কেহ বিদেশী, কেহ সমসাময়িক কেহ বা পূর্ব্বকালিক।

এইরূপে প্রতি মানবজীবন সমগ্র মানবজাতির সহিত সংবদ্ধ। কি আশ্চর্য্য অদৃশ্য বন্ধন! ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এই বন্ধন দ্বিবিধ। একশ্রেণীর নাম মমতা বা প্রেম, আর এক শ্রেণীর নাম কর্ত্তব্য।

ভালবাসার বন্ধন পরিবার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর। এই বন্ধনই নবপ্রসূত শিশুটিকে মর্ত্ত্যলোকে বাঁধিয়া রাখে, মাতার বক্ষে তাহার শয্যা এবং পিতার হৃদয়ে তাহার গৃহ রচনা করে। সন্তানের মুখখানি দেখিবামাত্র পিতা মাতা তাহার দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন। মহাবীর আপনার বীর্য্যবলে জগৎকে কম্পান্বিত করুন না কেন, জ্ঞানী তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে অপরকে চালিত এবং শাসিত করুন না কেন, এককালে তাঁহাদের নিস্তেজ জীবনকণিকা মাতার স্নেহেই সঞ্জীবিত ছিল।

আমরা বলি সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহসঞ্চার স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কি? অর্থাৎ প্রকৃতির এই একটি সুন্দর মহান্ নিয়ম যে, যেখানে জীবন সেখানে প্রেম, জীবন ও প্রেমে অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই জন্যই জীবনের মূলাধার পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ। এই জন্যই

প্রেম মানব হৃদয়ের সমুদয় ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ।

শিশু প্রথমতঃ যে জগতে অবতীর্ণ হয়, তাহার নাম পরিবার। যে সমাজে তাহার হৃদয় বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং দাস দাসী দ্বারা রচিত। এই স্থানে শিশুর ভাব সকল অঙ্কুরিত হয়, অভ্যাস সমূহ গঠিত হয়। এই ভাব এবং এই অভ্যাস নিচয় তাহার ভবিষ্য জীবন শাসন করে।

আমরা যে পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের বাসস্থানকে আমাদের বাড়ী বলি। এই শব্দটির সহিত অপরিমেয় স্নেহ, যত্ন, ভক্তি, নির্ভর, ভালবাসা কতই না জড়িত!

পিতা মাতাই কেবল সন্তানকে ভালবাসেন এমন নহে। পরিবারস্থ প্রত্যেকের প্রতি অপর প্রত্যেকের ভালবাসা সঞ্চার হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। একজনের সুখে আর সকলে সুখী, একজনের পীড়া এবং ক্লেশে অপর সকলে দুঃখিত এবং ক্লিষ্ট। আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলে পর একাকী জীবনযাপন করা যায় বটে, কিন্তু একাকী কেহ সুখী হইতে পারে না। মানুষ সামাজিক।

প্রেমের উৎপত্তিভূমি যে পরিবার, সেই পরিবারেও অনেক সময় অপ্রেম এবং অশান্তি উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে আলস্যাদি অনেক দুর্নীতি।

যেখানে ভালবাসা সেখানে স্বার্থহীনতা, সেখানে পরিশ্রম। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করি। তাহার সুখের জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

যেখানে ভালবাসা সেখানে ধৈর্য্য এবং ক্ষমা। যাহাকে ভালবাসি তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করি, সে ক্লেশ দিলেও তাহা সহিষ্ণুভাবে বহন করি।

যেখানে দেহ পরিশ্রমে নিযুক্ত, হৃদয় ধৈর্য্য এবং ক্ষমায় বিভূষিত, মন পরের সুখ চিন্তায় ব্যাপৃত, সেখানে কিসের দুঃখ?

সমগ্র জগৎ একটী বিশাল পরিবার জানিয়া, যদি প্রত্যেক নর নারীকে স্নেহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর আইন কানুন, রাজবিধির প্রয়োজন থাকিত না; তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা, অবিচার অত্যাচার কবে জগতের বক্ষ হইতে তিরোহিত হইত!

কোন পদার্থের আরম্ভ বৃহৎ নহে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে! নদী সকলের উৎপত্তি স্থান অতি অল্পপ্রসর। যে ভালবাসা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে, যাহার গুণে জগতে শান্তি এবং কল্যাণের বিস্তার হয়, তাহার আরম্ভ পরিবার মধ্যে।

গৃহ কেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ভাল-

বাসা উহার চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্ত সকল অঙ্কিত করিতে থাকে। প্রথম বৃত্ত কেবল পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বেষ্টন করে। সেই বৃত্তের বাহিরে বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া তাহাই প্রতিবেশীদিগকে ভিতরে লইয়া যায়। আগে একটি পরিবার, পরে একটি সমাজ, তৎপরে একটি দেশ, এইরূপে উত্তরোত্তর সমগ্র মানবমণ্ডলী তাহার পরিবার রূপে তাহার প্রেমবৃত্তে বেষ্টিত হইয়া পড়িবে।

পরিবার মধ্যে কেবলই ভালবাসার বন্ধন নাই। যাহা ভালবাসায় হয় না তাহা কর্ত্তব্য বা আদেশে সম্পন্ন হয়। ভালবাসি বলিয়া যাহা করি, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি; কিন্তু কর্ত্তব্য ইচ্ছা মানে না। সুখকর হউক, আর অসুখকর হউক, যে কাজ করিতেই হইবে, যে কার্য্যে অবহেলা করিলে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করে, আমাদের হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করে, তাহার নাম কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা কেবল স্নেহ পরবশ হইয়া সন্তানকে লালনপালন এবং শিক্ষাদান করেন, এমন নহে। তাঁহারা অনেক কাজ কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে করেন, অনেক কষ্ট কর্ত্তব্যের আদেশে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে কর্ত্তব্যের পথ সহজতর হয়; এই জন্য সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পিতামাতার সুখই বা অসুখের কারণ নাই।

পশু পক্ষী প্রভৃতিও সন্তান সন্ততি যতদিন আত্মরক্ষণে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে আহার এবং শিক্ষা দান করিতে হয়। পক্ষিশাবক আপনার আহার আপনি আহরণ করিতে শিখিলে, এবং তাহার পক্ষদ্বয় উড্ডয়নক্ষম হইলেই স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে; পিতামাতার সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। পশুশাবকও মাতৃ দুগ্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্নেহ এবং যত্ন হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু মানবে মানবে যত বন্ধন আছে সকলই অচ্ছেদ্য। আত্মরক্ষণক্ষম হইলেই পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ অতীত হয় না। পিতা মাতা আজীবন সন্তানের শুভানুধ্যান করেন; সন্তান আজীবন তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, এবং তাঁহাদের বার্দ্ধক্যে যত্ন এবং লালন পালন করিয়া শৈশবের অপরিশোধ্য অশেষ ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করে।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পশুপক্ষীর শিক্ষা শেষ হয়; কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্প। পরমেশ্বর মানবজাতিকে উচ্চতর জ্ঞান এবং ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ কতিপয় সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সে দেশ কালানুসারে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জ্ঞানপ্রভাকে ক্রমশঃ সমুন্নত করিতে পারে, ধর্ম্ম এবং পুণ্যে আপনার জীবন দেবতুল্য করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে ৮৪ চৌরাশী বৎসর বয়সে এক বিধবা নারী পুনরায় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধা হইয়াছেন। আমাদের দেশে অশীতিপর বৃদ্ধ পুনরায় বিবাহে লজ্জিত হন না। দোষ দিব কাহাকে?

২। আমাদিগের কনিষ্ঠা রাজকুমারীর যে কন্যা সন্তান হইয়াছে, ভিক্টোরিয়া ইউজিন জুলিয়া ইবা তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছে।

৩। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও কুচবিহারের মহারাজা লণ্ডন ফ্রাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী প্রতিপোষক এবং কুচবিহারের মহারাণী সহকারী প্রতিপোষিকা হইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মাইকেল স্মরণ ফণ্ডে ইতিমধ্যে ৮০০ টাকার চাঁদা উঠিয়াছে এবং তাঁহার স্মরণ প্রস্তর খুদিবার জন্য এক সম্ভ্রান্ত সাহেবের কারখানায় বায়না দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমেরিকায় ২৫০০ স্ত্রীলোকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ৬ লক্ষ স্ত্রীলোক কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে, ৬,৪০,২০০ কল কারখানায় আছে, ৫,৩০,০০০ ধোপার কাজ করে, ৬,৯০,০০০ দোকানে চাকরি করে। তদ্ভিন্ন পোষ্ট আপিস, তার আফিস ও ছাপাখানায় বিস্তর স্ত্রীলোক আছেন।

৬। বিবাহের পণ কমাইবার জন্য অজমীড়ে একটা জনাকীর্ণ সভা হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। সভা পণের হার বাঁধিয়া দিবেন; এই হার অনুসারে পাত্রের অভিভাবকেরা টাকা লইবেন, এক কপর্দ্দক অধিক লইতে পারিবেন না। সভার উদ্দেশ্য সাধু, বঙ্গেও এইরূপ সভার খুব দরকার দাঁড়াইয়াছে।

৭। কলিকাতা সহরের বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীদিগকে টিকা দিবার জন্য ১৮৮৪ সাল হইতে এক জন স্ত্রীলোককে টিকা দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিগত বর্ষে ইনি সহরের ১০৭ জন পুরস্ত্রীকে টিকা দিয়াছেন। আ, দ।

বামারচনা।

গোলাপের হাঁসি।

বোঝ কি তোমরা আমি, কেন ভালবাসি,
কেন ভালবাসি এত, গোলাপের হাঁসি?
ওই যে কুসুম রাণী,
হাঁসি-মাখা মুখ খানি,
দেখাতেছে ঢালিতেছে সোহাগের রাশি,
জান কি এ দৃশ্য আমি কত ভালবাসি? ১

কুসুম কানন মাঝে, কুসুমের রাণী,
হাসিয়া জুড়ায় যে রে দগ্ধ হৃদি খানি,
শ্মশানে মন্দার রাজে,
এ দৃশ্য ও মুখে সাজে,
কমায় গো কি করিয়া বিষাদের রাশি,
ঢালিয়া ও চাঁদ মুখে, মধুরিম হাঁসি। ২

আজ কাল সাধ আশা যা বোঝে হৃদয়,
মরণ! মরণ! বিনা আর কিছু নয়,
এ শব্দ হৃদয়ে যার,
মাখা মাখি অনিবার,
তবু ত বাসনা বাঁচি, দেখিতে ও হাঁসি,
ভুলিয়া মরণ সাধ, কারে ভালবাসি? ৩

ক্ষুদ্র এই উপবনে গোলাপ সুন্দরী,
বিকাশে সুষমা কত, সুরভি বিস্তারি,
এত যে কুসুম আছে,
কিন্তু রে গোলাপ কাছে,
কে লাগে? কে ঢালে এত সুধা রাশিরাশি!
বোঝ কি গোলাপ, তোমা কত ভাল
বাসি? ৪

কত ভালবাসি তোমা কুল কুল রাণী,
কত সাধ দেখিতে যে কম মুখ খানি,
হাঁস যবে বায়ু সনে,
ছড়াও সুরভি প্রাণে,
ভুলাও পার্থিব জ্বালা, ঢেলে সুখ রাশি,
হারায়ে হৃদয় প্রাণ, তোমা ভালবাসি। ৫

ফুটেছে যুথিকা, বেল, চামেলী, রজনী,
সোহাগ আদর কার, কুল কুল রাণী,
প্রভাত শিশিরে মাখা,
ও চাঁদ বদন ঢাকা,
সুরভি বিরাজে যার হৃদয়েতে শশি,
জান কি গোলাপ তোমা কত ভাল
বাসি? ৬

বুঝিবে কি? জানিবে কি, কত ভাল
বাসি,
কত ভালবাসি, ওই মধুমাখা হাঁসি,
সংসার পরাণ খুলে,
যদি ভালবাসা ঢালে,
না চাই লইতে যে গো, ফেলিয়া ও হাঁসি,
রাখিয়া সকলি দূরে, কেন ভালবাসি? ৭

কোন সুখ নাই মনে, তবু সুহাসিনী,
হাঁসে শুষ্ক প্রাণ, দেখে কম মুখ খানি,
ফুটন্ত ও চাঁদ মুখে,
কি জানি গো কি যে রাখে,
কেন প্রাণ ডোবে সাধে আপনা পাসরে,
কেন এত ভাল লাগে, গোলাপ
তোমারে? ৮

ঠেলে রাখি, এক পাশে অনলের রাশি,
খুলে ফেলি কারে দেখে যাতনার ফাঁস?
যে চিত চিতার প্রায়,
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়,
"কি জানি কি যাদু মন্ত্রে, অনলের রাশি,
নিবাও, জুড়াও প্রাণ, ঢালিয়া সু-হাঁসি। ৯

বিষাদে আরাম দেয়, হাসায় রোদনে,
বেদনা রাখে গো দূরে, ও চাঁদ বদনে,
কেন গো প্রসূন রাণী,
ভাল লাগে এত খানি,
মধুমাখা চাঁদ মুখে সোহাগের হাঁসি,
কেন গো দেখিতে তোমা এত ভাল-
বাসি? ১০

অজানা আরাম প্রাণে, কে দেয় এমন,
ভালবাসি কোন্ দৃশ্য, ভুলে প্রাণ মন,
বোঝ কি গোলাপ তুমি,
কত ভালবাসি আমি,
না জান পুরাণ হতে, সদত নূতন,
গোলাপ, গোলাপ নাম মধুর কেমন ?১১

বড় ভালবাসি নাকি গোলাপ তোমায়,
রাত দিন দেখি তবু আশা না ফুরায়,
সুকোমল তুমি এত,
প্রাণ যদি হারা হত,
বিটাতাম স্পর্শ সাধ, ধরিয়া তোমায়,
জুড়াতেম প্রাণ-জ্বালা রাখিয়া হিয়ায় ।১২

হাঁস লো বদন ভরি, সোহাগের হাঁসি,
দেখিব—দেখিতে যাহা বড় ভালবাসি ;
হৃদয়ের এ যাতনা,
বলিলে ত বুঝিবে না,
চাহিব না কারো কাছে, বিষাদের রাশি,
বলিব ?—বাকি কি আছে ?—কারে
ভালবাসি ? ১৩

বলিব গোলাপ তোমা কেন ভালবাসি,
বিষাদ বিরূপ হয়, হেরিয়া ও হাঁসি,
হৃদয় জীবনে যার,
যাতনার কারবার,
বিষাদ বেদনা, কাঁদা, আর কিছু নাই ! !
হাঁসে মন, বুঝিলে ত ? ভালবাসি
তাই ? ১৪

রাত্ দিন যে হৃদয়ে চিতার দহন,
বোঝে না যে আর কিছু ব্যতীত রোদন,
কপালের দুই ধার,
ভেঙ্গেছে খসেছে, যার,
নীরস নিরাশা নীরে, ভাসে যে সদাই,
সে হাঁসে গো, ও হাঁসিতে ভালবাসি
তাই । ১৫

শ্রীহরিমতী দেবী।

প্রার্থনা।*

কুসুম লইয়া খেলিছে রবি
কুমুদিনী হেরে হাসিছে চাঁদ।
জলদে খেলিছে দামিনী ছবি
জাগিছে মনেতে তোমার ছাঁদ ॥
তোমোধি হৃদয়ে মুকুতা ধরি
মাতিয়া আহ্লাদে চলিয়া যায়।
রতন কিছু না মানস করি,
দেখিতে কেবল চাহি তোমায় ॥

মৃদুল পবন শীতল বয়
নাচিয়া আহ্লাদে ফুলের পরে।
লতিকা গাছেরে জড়ায়ে রয়
ব্যাকুল হৃদয় তোমার তরে ॥
কাননে হয়েছে ফুলের মেলা,
নদী কি গাহিছে মধুর গান,
তিমির নাশিয়া চাঁদের খেলা
তোমায় দেখিতে ধাইছে প্রাণ ॥

শ্রীমতী কুঞ্জবালা দাসী।

*একটী ১৩শ বর্ষ বয়স্কা বালিকার লিখিত, দুই এক স্থানে সামান্য সংশোধিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৭ সংখ্যা | মাঘ ১২৯৪—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) গত ১৪ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগিরী এবং নির্ম্মলা সোম বি এ উপাধির ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ এ জন্য সভাস্থলে বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-করতালিতে সেনেট গৃহ প্রতিধ্বনিত করেন। (২) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ ২৯টী মহিলা উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (৩) নৌসারি নামে বরদার এক দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রনগরে গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলা উপস্থিত হন, এবং বক্তৃতান্তে ২ জন পারসী মহিলা আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহা বরদা রাজ্যের উন্নতির পরিচায়ক।

জাতীয় সম্মিলনী—মান্দ্রাজ ন্যাসন্যাল কনগ্রেস সভায় যে ১১টী নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) কনগ্রেসের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারণার্থ কমিটী নিয়োগ।

(২) ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার বিস্তারণ ও সংস্করণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব দুই বৎসরের নির্দ্ধারণ সমর্থন।

(৩) ফৌজদারী ও দেওয়ানী শাসন ক্ষমতার পৃথক্ করণ বিষয়ে সাধারণ মত প্রকাশ।

(৪) এদেশীয় লোকদিগকে উচ্চ শ্রেণীর

সামরিক পদে প্রবেশাধিকার দান এবং দেশীয়দিগের শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(৭) এদেশীয় লোকদিগকে ভলণ্টিয়ার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ।

(৬) হাজার টাকার ন্যূন আয়ে ইনকম ট্যাক্স বাদ দিবার প্রস্তাব।

(৭) শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ।

(৮) অস্ত্র আইন সংশোধন।

(৯) প্রথম নির্দ্ধারণের প্রস্তাবিত নিয়ম সকল অনুসারে চলিবার জন্য কনগ্রেসের স্থায়ী কমিটী সকলকে অনুরোধ করা ইত্যাদি।

(১০) ১৮৮৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এলাহাবাদে ৪র্থ জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন।

(১১) এই সকল নির্দ্ধারণ রাজপ্রতিনিধি এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর বিবেচনার্থ রাজপ্রতিনিধির নিকট অর্পণ।—

দান—(১) ময়মনসিংহ ভবানীপুর নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী কাশী জীব-দয়া-বিস্তারিণী সভার সাহায্যার্থ এক সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন। (২) মুরসিদাবাদ কান্দীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। কুমার শিশিরশচন্দ্র সিংহ এই কার্য্যের জন্য একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

মেরী ক্লেমিণ্ট লেভিট—আমেরিকার বোষ্টন নগর হইতে এই মহিলা সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ১৪০ নং আমেরিকা জেনানা মিসন বাটীতে আছেন। গত ২৩শে জানুয়ারি ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটে বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে মাদক নিবারণ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইনি যে মাদকনিবারিণী সভার সম্পাদিকা, তাহার সভ্য সংখ্যা দুই লক্ষ হইয়াছে!!

মাঘোৎসব—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মাঘোৎসব উপলক্ষে আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উৎসব হয় এবং ব্রাহ্মিকা মহিলাগণও তাঁহাদিগের উৎসব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্পন্ন করেন। বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি সিটী কলেজ গৃহে হয়, তাহাতে শতাধিক মহিলা এবং প্রায় দেড় শত পুরুষ সম্মিলিত হন। এই উপলক্ষে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ফাদার লাফোঁ তাড়িত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কবিতাপাঠ, সদালাপ ও জলযোগও হয়। এ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে যত হিন্দু মহিলার সমাগম হইয়াছিল, এত আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রমজীবী-বিদ্যালয়—(১) মিলানের একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা দরিদ্র এবং অনাথা বালিকাদিগের জন্য মিসেনা নগরে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দশ বৎসর হইতে পনর বর্ষ বয়স্কা বালিকারা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কৃষিবিদ্যার সহিত

গৃহকার্য্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপনা কার্য্য স্ত্রী শিক্ষিকার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

(২) পারিসে বয়স্থা বালিকাদিগের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, ইহা একটী মহিলার অধ্যবসায়ের ফল। তিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজেই ইহা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহা সামান্য আকারে ছিল, কিন্তু এক্ষণে একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার নাম এটেলিয়ার ইকোল ("Atelier-Ecole") এবং স্থাপয়িত্রীর নাম ম্যাডাম সুচার্ড ডি প্রেসেন্স। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেবল প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সময় অধ্যাপনা কার্য্যে, সূচী শিল্প ও অন্যান্য গৃহস্থালী কার্য্যে অতিবাহিত করে। এই বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী বৃহৎ মহল আছে, এখানে পাকক্রিয়া, বস্ত্রধৌত, ইস্ত্রিকরণ প্রভৃতি আবশ্যক গৃহকার্য্য সকল বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকারা যাহাতে ভবিষ্যতে স্বীয় স্বীয় জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে, তজ্জন্যই এই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

আশ্চর্য্য কুক্কুরানুরাগ—সম্প্রতি ব্যারণ ডি জায়োর (Baron de Jowarre) নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী কুক্কুরকে দান করিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য ১,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা। কুক্কুরটীর নাম "টাইগার"। ইহার থাকিবার জন্য একটী সুসজ্জিত বাটী ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য ও দাসী নিযুক্ত আছে, ইহার আবশ্যক ব্যয় সমাধা জন্য বার্ষিক ২০০০ সহস্র ফ্রাঙ্ক নিরূপিত আছে। ইহার মহামূল্য গলাসী বা গলাবন্ধ প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, গাত্রমার্জ্জনী অঙ্গরাগেরও বিশেষ পারিপাট্য সম্পাদন করা হয়। ইহার মৃত্যু হইলে সহস্র ফ্রাঙ্ক ব্যয়ে একটী কবর নির্ম্মিত হইবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পশুসংরক্ষণী সভায় প্রদত্ত হইবে।

পিরামীড ও চীন প্রাচীর—একজন ইঞ্জিনিয়ার মিসরের বৃহৎ পিরামীড ও চীন দেশের প্রকাণ্ড প্রাচীরের তারতম্য করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠিকারা জানেন, পৌরাণিক সপ্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে দুইটী প্রধান। পিরামীডের কালী ৮,৫০,০০,০০০ সাড়ে আট কোটী বর্গপাদ, চিনের প্রাচীরের কালী ৬,৩৫,০০০০০ ছয় শত পঁইত্রিশ কোটী পাদ। এই প্রাচীর নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে ১,১০,০০০ একলক্ষ দশ হাজার মাইল রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সকল উপকরণ লাগিয়াছে, তাহা দ্বারা ৬ ছয় পাদ উচ্চ ও ২ দুই পাদ প্রস্থ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিবেষ্টিত হইতে

পারে। এই প্রকাণ্ড প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য ২০ বিংশতি বৎসরে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আমেরিকার সংবাদ—রেবরেণ্ড রাসচন্দ্র বসু এম, এ, সম্প্রতি মার্কিন দেশ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, মার্কিনবাসীগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি তথাকার কয়েকটী শিল্প কার্য্যের উল্লেখ করেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,একটী প্রকাণ্ড সেতু দুইটী মাত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত করা হইতেছে। ঐ দেশে সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহ সকল তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদিসহ যন্ত্রের সাহায্য বলে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতেছে। তিনি আরও কহেন যে, তথাকার একটী রাজকোষাগারের ধন রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য দুইটী মাত্র কুলুপের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী কুলুপের এইরূপ ধর্ম্ম যে তাহাকে রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে বন্ধ করিলে পর দিন বেলা নয় ঘটিকা না বাজিলে তাহাকে মোচন করে, পৃথিবীতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই। ঐ কুলুপের চক্রসন্নিবিষ্ট অক্ষর সকল এরূপ কৌশলে বিন্যস্ত যে চক্র সকল আবর্ত্তিত হইয়া ঐ অক্ষর সকলকে যথাস্থানে পুনঃ সংযোজিত করিতে পূর্ণ দ্বাদশ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক হয়। অপর কুলুপটি এরূপ কৌশলে গঠিত ও স্থাপিত যে, উহা স্পর্শ করিবামাত্র সন্নিকটস্থ পুলিসে একটী ঘণ্টাধ্বনি হইয়া উঠে, এবং অবিলম্বে চোর পুলিসের হস্তগত হয়। বক্তা আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, মার্কিন দেশের সমস্ত অধিবাসীই দৈহিক পরিশ্রমকে অতিশয় গৌরবের কার্য্য বলিয়া জানেন। তথাকার ধনকুবেরদিগের কন্যাগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল স্বহস্তে মার্জ্জিত করিয়া থাকেন। এমন কি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত প্রেসিডেণ্টের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে মাঠে শস্য কর্ত্তন করিতে ও উহা স্ব স্ব মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

শান্তি।

একটু বিমল শান্তির জন্য কাহার কাছে না গেলাম, কিছু পেলাম না ত? জননীর নিকট গেলাম—ছেলেবেলায় যেমন কেহ একটু তিরস্কার করিলে—কেহ একটু আঁধার মুখে কথা বলিলে—কোন কারণে মনে কিছু কষ্ট পাইলে সেই সর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ-নিবারিণী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতাম এবং তাঁহার

সেই স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাইতাম—তাঁহার সেই অনন্ত স্নেহের মধ্যে নিজের দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি ডুবাইয়া অনিমেষ নেত্রে তাঁহার সুখ শান্তি-মাখা চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কি জানি কি স্বর্গীয় মোহময় ভাবে, কেমন এক জাগ্রতের ঘুম ও নেশায় ভুলিতাম—সেই জননীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—আশ্বস্তহৃদয়ে হৃষ্টমনে পূর্ব্বের সেই সুখ শান্তি পাইতে ছুটিয়া গেলাম, কিন্তু কৈ? পেলাম না ত! পূর্ব্বের সে সমস্ত দেখিলাম না ত? সে সমস্ত যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে যেন এক হতাশ ও বৈরাগ্যের জলন্ত ছবি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নন্দন কাননের সুবাসিত মৃদুমন্দ অনিল শ্মশানের বায়ু হইয়া হাহাকার করিতেছে। আজ যেন সেই সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী জননীতে অশান্তি-জড়িত কেমন এক কর্কশ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতাও যেন অশান্ত হৃদয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এতকাল সংসারের ভোগসুখে দিন অতিবাহিত করিয়াও এখন যেন "শান্তি কোথায়?" "শান্তি কোথায়" বলিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন—জননীর নিকট ত সেই পূর্ব্বের শান্তি পাইলাম না! আবার উদাস মনে ছুটিলাম—আবার হতাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় শান্তি?" প্রণয়িনীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—যৌবনের সঙ্গিনী প্রেমময়ী প্রিয়তমার নিকট গেলাম—তাহার সদা হাসি সরলতা মাখান মুখ খানি দেখিলাম, কৈ শান্তি ত পেলেম না? বিদ্যুতের মত একটু-খানি দেখিলাম আর ত পাইলাম না—শিশির বিন্দুর মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। প্রিয়তমার মুখ দেখিলাম—তাহার অমৃতময় বাক্য শুনিলাম—তাহার প্রাণ-ভরা ভালবাসা পাইলাম—তাহার কোমল মধুময় ভাব দেখিলাম, কিন্তু তবুও ত প্রকৃত শান্তি পাইলাম না—তবুও ত প্রাণ ভরিয়া গেল না—তবুও যে কত স্থান শূন্যময় হুহু ধূ ধূ করিয়া উঠিল। প্রাণাধিক ভ্রাতা, প্রাণসম বন্ধু কাহার নিকট না গেলাম, কৈ? কেহ ত শান্তি দিতে পারিলেন না। হয় ত তাঁহাদের ভালবাসার মোহে দু'দিন ভুলাইয়া রাখিলেন—সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও শান্তির নেশায় দু দিন উন্মত্ত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু সেই সে নেশা ছুটিয়া গেল—সেই সে নেশা আর বিভোর করিতে পারিল না, অমনি হতাশ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কোথায় গেলে চিরশান্তি পাইব?" যাবজ্জীবন যে নেশায় বিভোর থাকা যায়—যে নেশায় স্বর্গের চিত্র ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রদর্শিত হয়—যাহার মহিমা বহির্চক্ষু মুদিত করাইয়া অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দেয়, সেই নেশা কোথায়? সেই বাস্তবিক সুখ শান্তি কোথায়? তাই বিনীত ভাবে বিশুদ্ধ

ও পবিত্র মনে তৃষিত হৃদয়ে সেই জগৎপিতাকে ডাকিলাম "পিতঃ! আমাকে সে নেশায় বিভোর কর—আমাকে একটু শান্তি দেও।" একবার ডাকিলাম, কিন্তু তখনি আবার বিশুষ্ক হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকিলাম—ক্রমে মন খুলিয়া—প্রাণ খুলিয়া ডাকিলাম "আমাকে শান্তি দেও।" মনে যেন একটু শান্তি দেখা দিল—সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলাম। ক্রমে অনন্ত অসীম শান্তির সমুদ্র বিস্তৃত দেখিলাম। দুই এক ফোঁটা শান্তির জন্য কোথায় না গিয়াছি, কিন্তু পান করিতে যাইলেই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন শান্তির সমুদ্র কে ফুরাইতে পারে? সংসারের সুখ শান্তি সামান্য উত্তাপ—সামান্য জ্বালা যন্ত্রণায় শুকাইয়া যায়, আর এই সমুদ্রে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করে। সংসারের আপাত-মধুর শান্তি মরীচিকার মত ভ্রান্ত মানব-দিগকে ভুলাইয়া অশান্তির ঘোরতর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া পবিত্র মনে সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরে যিনি মন নিবিষ্ট করিয়াছেন, তিনিই শান্ত্যমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহাকে সংসারের সুখ মরীচিকা আর ভুলাইতে পারে না। সংসারের কুহকিনী শান্তি আশা মধুরিমায় নিয়তই মনুষ্যকে ভুলাইতেছে। যাঁহারা একবার বিভুর ধ্যানে একটু শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহা-দিগকে ঐ মায়াবিনীগণ আর অধিক সুখের পথ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যায়। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া দৃঢ় মনে কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সেই স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেহ ভুলাইতে পারে না। তাই বলি সক-লেই দৃঢ় মনে বিমল পবিত্র শান্তি পাইতে সচেষ্ট হউন্।

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষা।

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজে সর্ব্ব-প্রথমে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এক্ষণে বোম্বাই ও কলি-কাতাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি-য়াছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তদনুসারে দুইটী মহিলা ডাক্তারী শিখিতেছেন। কিন্তু স্ত্রী-ডাক্তারের যেরূপ অধিক প্রয়োজন, মেডিকেল কলেজ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া কঠিন, কেননা সেখানে এক এ বি এ পাস করা ভিন্ন অপরের প্রবেশা-ধিকার নাই। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে

পায়েন, কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা ও সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিম্নে সেই নিয়ম গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা আশা করিতে পারি, ইহাদ্বারা অনেক স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিক্ষার্থ আকৃষ্ট হইবেন। স্ত্রী ডাক্তার এখন সকল সভ্য দেশেই দেখা যায়। এদেশে অন্তঃপুরের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের সুচিকিৎসার অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীডাক্তার দ্বারা এই ব্যাঘাত নিবারণ হইয়া পারিবারিক চিকিৎসার যেমন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতে পারিবে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের অর্থোপার্জ্জনেরও একটী প্রকৃষ্ট পথ হইবে। লেডী ডফরিণ যে উদ্দেশে তাঁহার জাতীয় সভা ও তৎসংক্রান্ত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ এবং সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। যদি দেশীয় স্ত্রীলোকগণ এখন ডাক্তারী না শিখেন, বিদেশীয় স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের স্থান পূরণ করিবে এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও দেশবাসীদিগের আর কোন কথা বলিবার থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষার সহুপায় করিলেন, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের উপরে আর আমাদিগের দাওয়া থাকিবে না। এখনও সময় আছে, আগামী জুন মাসে ক্লাস খুলিবে। প্রথম বর্ষে অন্ততঃ দ্বাদশজন রমণী শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া একটী অত্যাবশ্যক সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, আমরা অন্তরের সহিত এই অনুরোধ করি। তাহাদিগের শিক্ষার যে সকল নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটি থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সংশোধন করিবেন এবং ব্যবস্থা সকল যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তৎপ্রতিও মনোযোগী হইবেন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের নিয়মাবলী হইতে উদ্ধৃত।

১। ছাত্রী শ্রেণীতে প্রবেশের নিয়ম।

১। প্রবেশার্থিনীগণকে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট্ বা নিদর্শন পত্রগুলির মধ্যে কোন একখানি দেখাইতে হইবে :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট্।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-সাহেবের নিকট হইতে উক্ত পরীক্ষায় কেবল একটী কিম্বা দুইটী বিষয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৩) "মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৪) "মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৫) "উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৬) ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকগণ, বাৎসরিক শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধ্যক্ষতায় লিখনলিখিত বিষয়গুলির যে পরীক্ষা লইবেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(ক) বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস বা তৎসদৃশ কোন বাঙ্গালা পুস্তক হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

(খ) কোন একখানি সহজ বাঙ্গালা পুস্তক হইতে শ্রুতলিখন।

(গ) পাটীগণিত—সহজ ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত।

২। প্রথম নিয়মের প্রথম ধারার ষষ্ঠ প্রকরণে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা প্রতি বৎসর ১৫ই মে হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত প্রতি বুধবার বেলা ৮টার সময় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে গৃহীত হইবে। পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রবেশার্থিনীগণকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। প্রবেশার্থিনী যে স্থানে বাস করেন, তাঁহাকে তথাকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কিংবা তাঁহার সমান বা উচ্চ পদস্থ কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট হইতে, অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিবেন এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে স্বীয় বাসস্থান ও সদাচারের নিদর্শনপত্র দিতে হইবে।

যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপরি উক্ত কোন সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করিবার কারণ পান, তাহা হইলে হেতু না দর্শাইয়া উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৪। প্রবেশার্থিনীদিগের বয়ঃক্রম ষোল বৎসরের ন্যূন হইবে না।

৫। জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে প্রবেশার্থিনীদিগকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট স্ব স্ব নাম পাঠাইতে হইবে।

৬। প্রবেশের সময় বা শিক্ষার জন্য কোন বেতন লাগিবে না।

২।—ছাত্রীবৃত্তি ও পারিতোষিক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। যে তিন বৎসর স্কুলে পড়িতে হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ষে ১০টী করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া যাইবে। বৃত্তির হার মাসিক ৭৲ টাকা, এবং বৃত্তি পাইলে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে।

২। প্রথম নিয়মে প্রবেশার্থে যে সকল সার্টিফিকেটের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা নিরূপিত

যোগ্যতা অনুসারে প্রথম বর্ষের বৃত্তিগুলি বিতরিত হইবে।

৩। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের বৃত্তিগুলি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রদত্ত হইবে।

৪। দুর্ব্বিনীত আচরণে, পাঠ বিষয়ে উন্নতির অভাবে কিংবা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে ত্রুটী হইলে ছাত্রীদিগের বৃত্তি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৫। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে ১৮৲ টাকার অনধিক মূল্যের একটী পারিতোষিক এবং পরবর্ত্তী দুই তিনটী উৎকৃষ্ট ছাত্রীকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

৩।—ছাত্রীদিগের পাঠ্য।

প্রথম বর্ষ।

শিক্ষা।

ডেস্‌ক্রিপটিব্ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি এবং শারীর বিধানসূত্র ৫০।

মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব রসায়নসূত্রসহ ৫০।

শবচ্ছেদ—লিগামেণ্ট বা বন্ধনী, মসল্ বা পেশী ও ভিসিরা।

ডিসপেন্‌সরি বা ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা ৬ মাস।

দ্বিতীয় বর্ষ।

ডিস্‌ক্রিপটিব্ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি ৫০।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ৫০।

সার্জ্জারি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন্ বা ঔষধ প্রয়োগবিজ্ঞান ৫০।

মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ৫০।

শারীর বিধানসূত্র শবচ্ছেদ আর্টিরিয়েল এবং নার্ভসসিষ্টেম্ (ধমনী ও স্নায়ু প্রকরণ)।

হাসপাতাল অর্থাৎ রোগীপরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড ৬ মাস, অন্যান্য ওয়ার্ড ১৸০ দেড় মাস করিয়া)।

তৃতীয় বর্ষ।

সার্জ্জিকেল এনাটমি ৫০।

থেরাপিউটিক্‌স বা ঔষধি ক্রিয়াতত্ত্ব ৫০।

সার্জ্জরি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন্ বা ঔষধপ্রয়োগতত্ত্ব ৫০।

মিডওয়াইফারি বা ধাত্রীবিদ্যা ৫০।

রোগ নিদানতত্ত্ব।

শবচ্ছেদ, সার্জ্জিকেল পার্টস বা অস্ত্র চিকিৎসার উপযোগী অংশ।

মৃতদেহ পরীক্ষা, পুলিশ হইতে যত পাওয়া যাইবে।

হাসপাতাল বা রোগী পরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড ৩ মাস, ফিমেল ওয়ার্ড ৩ মাস, এবং দুইটী মেডিকেল ওয়ার্ডে ও টেম্পোরারি ওয়ার্ডে দুই মাস করিয়া ৬ মাস)।

এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে প্রতি দিন অপরাহ্ণ রেসিডেণ্ট অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের টিউটোরিয়েল ক্লাসে উপস্থিত হইয়া বাচনিক উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে সপ্তাহে একবার সার্জ্জারির শিক্ষকের ব্যাণ্ডেজিং এবং প্র্যাকটিকেল সার্জ্জারির শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশ লইতে হইবে।

১। ছাত্রীদিগকে হাসপাতালে রাত্রিকালে ডিউটী করিতে হইবে না।

২। শেষ বা লাইসেন্স পরীক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত—যথা প্রথম লাইসেন্স ও দ্বিতীয় লাইসেন্স পরীক্ষা। এই

দুই পরীক্ষা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শেষে গৃহীত হইবে।

(১) প্রথম অর্থাৎ বৈষয়িক পরীক্ষার বিষয়গুলি :—

(ক) ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্ এনাটমি।

(খ) এলিমেণ্টস্ অব্ ফিজিওলজি ও কেমিষ্ট্রি অর্থাৎ শারীরবিধান ও রসায়নের স্থূল স্থূল বিবরণ।

(গ) মেটিরিয়া মেডিকা থার্মাসি অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

(২) দ্বিতীয় অর্থাৎ ত্রৈষয়িক পরীক্ষার বিষয়গুলি:—

(ক) সার্জ্জারি (সার্জ্জিকেল এনাটমি সহ)।

(খ) মেডিসিন্ [থেরাপিউটিক্স সহ]।

[গ] মিডওয়াইফারি [স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা সহ]।

[ঘ] মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স্।

প্রত্যেক বিষয়ে ঊর্দ্ধসংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক না পাইলে কেহই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না।

৪।—স্কুল গৃহ, বাসস্থান এবং যাতায়াতের বিবরণ।

১। স্কুল গৃহের একাংশ কেবল ছাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

২। পরিচ্ছেদন—গৃহের কিয়দংশ ছাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য আবরণ দ্বারা পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

৩। মফঃস্বল হইতে যে সকল ছাত্রী আসিবেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপালকে আবেদন করিয়া স্বর্ণময়ীর হষ্টেলে থাকিতে পাইবেন।

৪। বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য একখানি "অমনিবস" গাড়ী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আদি নারী ইভ।

বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকমতে ঈশ্বর প্রথমে জড়, উদ্ভিদ এবং নানাজাতীয় জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়া অবশেষে আদম নামে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। এ সৃষ্টিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে সর্ব্বশেষে রমণী ইভের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কার্য্য সমাপন করিলেন। নারীমূর্ত্তি ঈশ্বর হস্তের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, এ বিষয়ে এক সংস্কৃত কবি এইরূপে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন :—

নালিনী মলিনী দিবসান্তায়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে,
ইতি বিধি বিচিন্ত্য রমণী মুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ।

দিবস গত হইলেই নলিনী শুষ্ক হইয়া যায় এবং রাত্রি অবসান হইলেই চন্দ্রমা ম্লান হয়, বিধাতা এই চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি সমান উজ্জ্বল শোভন রমণী মুখের রচনা করিলেন। লোকে অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশই অধিকতর জ্ঞানী হইয়া থাকে।

রমণী ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিসে? জড় অপেক্ষা উদ্ভিদ শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার জীবন আছে; উদ্ভিদ অপেক্ষা জন্তু শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার চেতনা আছে, জন্তু অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার উন্নতিশীল বুদ্ধি আছে, নর অপেক্ষা আবার নারী শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার প্রকৃতিতে প্রেমের অংশ অধিক এবং প্রেমই বিশ্ববিজয়ী। ঈশ্বরের আদর্শে নরনারী উভয়েই গঠিত বটে, কেন না উভয়েতেই দেবপ্রকৃতি জ্ঞান প্রেম পুণ্য লক্ষিত হয়—কিন্তু নর জীবজাতির মস্তক এবং নারী প্রেমরূপিণী সেই মস্তকের ভূষণ।

আদম ও ইভের সৃষ্টি বিষয়ে বাইবেলে সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর এক মুঠা ধূলা লইয়া একটী পুতুল গড়িলেন এবং তাহার নাসিকাতে ফুৎকার করিলেন, ইহাতে জীবন্ত আদম জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু এই প্রথম নর একা আপনাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সুতরাং একজন সঙ্গী অভাবে সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। ঈশ্বর ইহা দর্শন করিয়া একদা আদমকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিলেন এবং তাহার পঞ্জর হইতে একখানি হাড় খুলিয়া লইলেন। প্রভু পরমেশ্বর এই পঞ্জরের হাড় দিয়া এক রমণী সৃষ্টি করিয়া আদমের নিকট আনয়ন করিলেন। আদম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ যে আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস।" আদম ও ইভের একত্র যোগে উভয়ের পরম সুখ হইল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হইল।

ব্রেয়ার নামক এক কালতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে খৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৫৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে আদম ও ইভের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতবর এখানেই নিরস্ত হন নাই, তিনি গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ঐ বর্ষের ২৮এ অক্টোবর শুক্রবার আদি নর নারীর জন্ম দিন। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গণনায় ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস ছিল, সুতরাং মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টি ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে?

যাহাহউক ইভের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তিনি ঈশ্বরের প্রসাদে পূর্ণ সুখ ও পবিত্রতার স্থান ইডেন নামক উদ্যানে আদমের সহিত প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মায় আত্মায় এক হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেন। ইহাঁরা তত্রত্য সকল জীব জন্তুর উপর প্রেমের রাজত্ব করিতেন এবং উদ্যানের সকল সুখ অবাধে ভোগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। ঈশ্বর ইহাঁদিগকে উদ্যানের সকল বস্তুর অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কেবল একটী নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাঁহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিবেন না,

তাহা করিলেই পাপ হইবে এবং সেই পাপ মৃত্যুর কারণ হইবে। একদিন কোথা হইতে দুরন্ত সয়তান এক সুন্দর সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইভের নিকট আসিয়া বলিল 'জ্ঞান বৃক্ষের ফল অতি উৎকৃষ্ট ফল, ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা বড়ই দুর্ভাগ্য, ইহা আহার কর, কখনই মরিবে না, কিন্তু দিব্য চক্ষু লাভ করিবে।' রমণী দুর্ব্বলা, তাহার কথায় প্রলুব্ধা হইয়া সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং প্রিয়তম স্বামী আদমকেও তাহা ভক্ষণ করাইল। তখনি তাহারা পাপাক্রান্ত হইল, তাহাদিগের অন্তরে লজ্জা ভয় ও অপ্রেমের সঞ্চার হইল এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া সুখোদ্যান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইভের প্রতি অভিসম্পাত করিলেন যে সে ক্লেশে গর্ভ ধারণ করিবে ও ক্লেশে সন্তান প্রসব করিবে এবং তাহার সন্তানের পাদমূলে সর্প দংশন করিবে। সর্পের প্রতি অভিশাপ হইল—নারী সন্তান তাহার মস্তক চূর্ণ করিবে; এবং আদমের উপরেও দণ্ডাজ্ঞা হইল যে তাহাকে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক উদরের অন্ন লাভ করিতে হইবে।

ইভ এইরূপে আদমের ও তৎসঙ্গে মানবজাতির পতনের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে, কিন্তু ইহা কতদূর সঙ্গত আমরা বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকের শারীরিক প্রকৃতি দুর্ব্বল বলিয়া তাহার নৈতিক প্রকৃতি সেরূপ নয় এবং স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ প্রলোভনে কম বশীভূত নন, সুতরাং ইভের মস্তকে সমুদায় দোষার্পণ পুরুষজাতির নিজ হস্তের চিত্রিত ছবি বলিয়াই বোধ হয়।

ইভের কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিত নাই। সুখোদ্যান পরিত্যাগের পর তিনি পুত্রবতী হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম কেইন ও এবেল। পতনের পর তাহাদিগের নিজের হৃদয়ে অপ্রেম আবির্ভূত হইল। জীব জন্তু সকল তাহাদিগের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পরিবারের মধ্যেও বিবাদ বিষম্বাদ। তাহাদিগের প্রথম পুত্র কেইন ক্রোধান্ধ হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবেলের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে মনুষ্য জাতি হইতে পৃথিবীতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পাপের মূল মানুষের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। মানুষ ঈশ্বরের হস্ত হইতে নির্দ্দোষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অন্তরে পশু ভাব বা আসুরিক ভাব এবং দেব ভাব উভয়ই নিহিত থাকে। পশু ভাব প্রবল হইলে মনুষ্য পাপাশ্রিত এবং দেব ভাব প্রবল হইলে পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। মানুষের অন্তরে নিয়তই

দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। যিনি বিবেকের আদেশে দেব পক্ষ হইয়া অসুরকে পরাস্ত করেন, তিনি পুণ্যলাভ করেন; আর যিনি বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া অসুরের পক্ষ হন, পাপ তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। আদি পিতামাতা যাঁহারাই হউন, তাঁহারা নির্দ্দোষ ভাবে জন্মিয়া সরল শিশুর ন্যায় সুখী ছিলেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা যদি পতিত হইয়া থাকেন সে আমরা যেমন পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়া হই, সেইরূপেই হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই দেবাসুরের সংগ্রামে পাপ অবশেষে বিনষ্ট হইবে এবং মনুষ্য দেবভাব সম্পন্ন হইয়া অনন্ত পুণ্যরাজ্য ও পুণ্য জীবনের অধিকারী হইবে।

সত্যের উপাসনা।

যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি,
ভাবনা,
থাকে থাকে থাক মান, নাহি তাহে
কামনা,
জীবন জীবন তার,
ভবে আছে তৃষ্ণা যার
কি ভয় কি ভয় তার,
কিবা তার যাতনা,
শান্তির সরসে যার মতি আছে মগনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ নাহি তাহে
ভাবনা।
যে জানে মরীচি খেলা
নিশার স্বপন মেলা,
সাগরে তৃণের ভেলা,
সংসারের সাধনা;
পারে কি মায়াবী তারে করিবারে
ছলনা?
থাকে থাকে থাক মান নাহি তাহে
কামনা।
কিবা রাজা কিবা দীন
নেত্রবান্ চক্ষুহীন্
ইথে যার নাহি ভিন্-
কে করিবে বঞ্চনা?
সোনায় কি করে তার, নাহি যার
বাসনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি
ভাবনা,
থাকে থাকে থা'ক মান নাহি তার
কামনা।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন,
যার বিনিময়ে জীব যাবে নিত্য
নিকেতন।
নাহি তথা রোগ শোক
নাহি তথা দুঃখ ভোগ
সংযোগে বিয়োগ নাই
জীবনে মরণ।
নহে জীব এশ্বরগ নিশার স্বপন।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।

এ শরীর রহিবে না,
এ বদন বলিবে না,
এ শ্রবণ শুনিবে না,
হইলে মরণ,
দুর্ব্বোধ কুহক পাশ কররে ছেদন,
অনিত্যের বিনিময়ে লভ নিত্য
নিকেতন।
উচ্চ শির নত হবে,
অট্টালিকা কোথা রবে,
কোথা রবে প্রেয়সীর
মিষ্ট আলাপন?
সকলই শিশির বিন্দু, ডুবিবে গগণে
ইন্দু,
উদিবে পূরবে যবে প্রচণ্ড তপন।
তাই বলি কর জীব সত্য আরাধন,
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা পূর্ণ হবে কামনা।
সত্য পথে কর গতি,
ওরে মোর ক্ষুদ্র মতি
অসত্যেতে এক রতি
রেখনাক বাসনা,
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা, পূর্ণ হবে কামনা,
স্বর্গ যদি খসি পড়ে,
মর্ত্ত যদি ঝড়ে উড়ে
অনন্ত জলধি নীরে,
হয়ে যায় মগনা,
তবু সত্য সত্যরবে মিথ্যা কভু হবে না।
সত্য পদে সঁপি মন কর দৃঢ় সাধনা।
প্রাণ দিলে সত্য তরে,
মান দিলে সত্য করে,
অমর গাহিবে যশ
ক্ষুদ্র কীট গাবে না,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ তাহে নাহি
ভাবনা,
থাকে থাকে থাক্ মান নাহি তাহে
কামনা
এই ত সত্যের আজ্ঞা, এই সত্যোপা-
সনা

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহ এত নিকটবর্ত্তী যে, ইচ্ছামতী হইতে গৃহে যাইতে পরের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। ব্রহ্মময়ী গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে গোলাপ ফুলের গন্ধ পাইলেন। কুসুম-সুরভি, পবন হিল্লোল, পক্ষি-কলরব, চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি যেন ব্রহ্ম-ময়ীকে মাতাইয়া তুলিল। তাঁহার মনে যেন অস্ফুটরূপে এই ভাবের উদয় হইল যে, এ সকল এখানে কেন? ঐ

সকল ভোগ করিবার কে আছে? গোলাপের গন্ধ পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের পুষ্পোদ্যানে এক বোঁটায় তিনটী লাল গোলাপ ফুটিয়াছে। তার শোভায় বাগান আলো করিয়াছে। ছুটিয়া তাহার নিকটে গেলেন। একটী সুন্দর প্রজাপতি তাহার উপর উড়িতেছে; কেবল এক এক বার কেশবৎ সূক্ষ্ম শুণ্ড দ্বারা গোলাপের গর্ভ কেশর স্পর্শ করিতেছে। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"প্রজাপতি, বেশ! অমনি করিয়া উড়িতে উড়িতে গোলাপের মুখচুম্বন কর, সাবধান! উহার উপর যেন বসিও না, তাহা হইলে তোমার ভরে গোলাপ মরিয়া যাইবে।" এই বলিয়া তাঁহার গোলাপ-রঞ্জিত মুখ খানি গোলাপের নিকট লইয়া গিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"গোলাপ! তুমি এই বনের মধ্যে কারে দেখিয়া এত হাসিতেছ? তারে একবার দেখাইতে পার?" এই সময়ে বায়ুভরে গোলাপ গুচ্ছ কম্পিত হইল। ব্রহ্মময়ী বুঝিলেন, গোলাপ কারে দেখিয়া হাসিতেছে, তারে দেখাইবে না। তিনি অভিমানে মুখ ভার করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক একান্তে নীরবে বসিয়া রহিলেন। জননী স্নান সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কন্যার মুখ ম্লান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে ব্রহ্মময়ী গোলাপের দুর্ব্যবহার বর্ণন করিলেন। গৃহিণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ছোট কর্ত্তার নিকট গেলেন এবং কন্যার বাতুলতার প্রমাণ স্বরূপে আরও গোলাপের কথা বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। ছোট কর্ত্তা কহিলেন,—"ব্রহ্মময়ী পাগল হয় নাই,—পাগল হইয়াছ তুমি; যাও,—গিয়ে, গৃহকর্ম্ম দেখ।" এদিকে এই কথা শুনিয়া গৃহিণী কর্ত্তার উপর কুপিতা হইলেন; ওদিকে গোলাপের দুর্ব্যবহারের দণ্ড বিধান করিলেন না দেখিয়া কন্যাও জননীর প্রতি একটু রুষ্ট হইলেন।

একদা মধ্যাহ্ন কালে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিবেশবাসী কয়েকটী বন্ধুর সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ী যথেচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া নির্নিমেষ লোচনে ক্রীড়া দেখিতে এবং প্রত্যেক বলের নাম যত্ন সহকারে শুনিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের ক্রীড়া ভঙ্গ হইল এবং সমস্ত বল ও ক্রীড়াপট্ট খানি এক বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করিয়া যথাস্থানে রাখিবার জন্য ব্রহ্মময়ীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মময়ী তাহা হস্তে লইয়া কহিলেন,—"বাবা, যখন ইহা হইতে বলগুলি বাহির করিয়া সাজাও, তখনই তাহাদের রাজা, দাবা, হাতী, ঘোড়া বোড়ে, নৌকা, এই সকল নাম হয়; কিন্তু এখন এই পুঁটুলীটার নাম কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয়, ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই কহিলেন,—"এখন আবার ওর নাম

কি? এখন ওর নাম খেলা!" ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"বাবা, আমাদেরও মূলে এইরূপ; কেবল সৃষ্টির পর পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে,—নয়! বাবা?" তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল; মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই ব্রহ্মময়ীকে গৃহিণী পাগল বলেন।" ব্রহ্মময়ী পুনরায় কহিলেন,—"বাবা, কথা কওনা কেন?" তিনি বলিলেন,—

"মা, তুমি যা বলিলে, তাহাই সত্য। হ্যাঁমা তুমি এসকল কোথায় শিখিলে?"

"কি কোথায় শিখিলাম বাবা?"

"খেলার কথা।"

"ওকি আবার শিখিতে হয়? ও সব আপনিই আমার মনে আসে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মময়ী যেন এ পৃথিবীর মানুষ নহে; উহার মন প্রাণ যে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা সেই জানে। বোধ হয়, ব্রহ্মময়ী এ সংসারকে ব্রহ্মময়ই দেখে!

একদিন অপরাহ্নে ব্রহ্মময়ী তাঁহাদের একটী মুসলমান প্রজার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। মুসলমান গৃহিণীর অনুরোধে তাঁহার বালিকা কন্যার কেশ বন্ধন করিয়া দিতে বসিলেন। সেই সময়ে ঐ কন্যাটীর পিতা পীড়িত ছিল। কোন কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য সেই গৃহে আগমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা ব্রহ্মময়ী অস্পর্শীয়া ম্লেচ্ছ বালিকার কেশ রচনা করিয়া দিতেছেন। তিনি রোগীর নাড়ী দেখিবেন কি? এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার নিজের নাড়ী ছাড়িল। কহিলেন,—

"ও—ও—ও খাম্‌নি, এ—এ—এই অবেলায় না—না—নাবি নাকি? মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁইছিস্ যে?" কবিরাজটী একটু তোতলা ছিলেন, অধিকন্তু অতি সত্বরতার সহিত কথা কহিতেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কথাই বাঁধিয়া যাইত। কোন কোন তোতলা এমন চতুরতার সহিত বাক্য বিন্যাস করে, তাহারা যে তোতলা, বাক্য দ্বারা হঠাৎ তাহা জানা যায় না। এ কবিরাজ মহাশয়, নিতান্ত সরল, স্বাভাবিক দোষ আচ্ছাদন করিবার জন্য সে চাতুর্য্যের আশ্রয় লন নাই। ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—

"কবিরাজ মহাশয়, হালিপ সেখের জ্বর ভাল করিবার জন্য কি ঔষধ দিবেন?"

"জ—জ—জ্বর ব—ব—বড় শক্ত, সু—সু—সূচিকাভরণ দি—দি—দিতে হবে।"

"আমার বাবার যদি এইরূপ জ্বর হয়, তবে কি ঔষধ দিবেন?"

"এ—এ—এই ঔষধই দি—দি—দিব।"

"যখন এক ঔষধে সকলের রোগ সারে, তখন এত ভেদাভেদ করেন কেন?" কবিরাজ মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন,—

"আ—আ—আরে ম—ম—মলো, তা—তা—তাই বলে মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁবি নাকি?"

"তায় ক্ষতি কি?"

"ব—ব—বটে? এ—এ—এখনি ত্তো—ত্তো—ত্তোমার বা—বা—বাপকে ব—ব—বলে দেই।" কবিরাজ মহাশয়ের রোগী দেখা থাকিল; এই কথা বিদ্যারত্নকে বলিয়া দিবার জন্য বেগে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মময়ী হাসিতে লাগিলেন,—মুসলমান গৃহস্থ কিছু অপ্রতিভ হইল। কবিরাজ বিদ্যারত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি একথা আর কোন খানে গল্প করিবেন না। আমি স্নান ও গঙ্গাজল স্পর্শ না করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।" কবিরাজ মহাশয় বিদ্যারত্ন-সমীপে স্বীকার করেন যে তিনি একথা আর কোথাও প্রকাশ করিবেন না; কিন্তু দুই চারি দিবসের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকেই পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল যে বিদ্যারত্ন তনয়া ব্রহ্মময়ী যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াছে। প্রথমে বিদ্যারত্ন মহাশয় একথায় বড় আস্থা করেন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, যবন পরিবাদবশতঃ ব্রহ্মময়ীর দুই চারিটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মময়ীর উপর কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মময়ীর এই অপবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহা কেবল কবিরাজের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বিলক্ষণ চতুরতার সহিত এই বিষয়টী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ সে কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। ব্রহ্মময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

ব্রহ্মময়ীর বিবাহ-বিবরণটীও সুশ্রব্যজনক; সেইজন্য এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা গেল। যখন ব্রহ্মময়ীর উদ্বাহ জন্য উদ্যোগ হইতে লাগিল; চারিদিক্ হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মময়ী পিতার নিকট চাণক্যের শ্লোক, দাতাকর্ণ ও গুরুদক্ষিণা অধ্যয়ন করেন এবং গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ধারাপাত ও হস্তাক্ষর লেখেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ইহা জানিতেন, বিশেষতঃ পুত্র সন্তান না হওয়ায় কন্যাহইতেই পুত্র পালনের সুখানুভব করিতেন। ব্রহ্মময়ী সমস্ত চাণক্য শ্লোক উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট—"আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু—"এই অংশটুকু বড় মিষ্ট বোধ হইত। এইজন্য সর্ব্বদা উহা মুখে বলিতেন এবং বাড়ি গিয়া যেখানে সেখানে লিখিতেন। এক দিন ব্রহ্মময়ী আর একটী বালিকার সহিত বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী তড়াগ তটে মসীধার, লেখনী ও বসিবার আসন রাখিয়া তাল পত্র ধৌত করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে কোন একটী পূর্ণবয়স্ক পরম সুন্দর পুরুষ ঐ স্থান দিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ীর অনুপম সৌন্দর্য্য, অমৃতায়মান কণ্ঠস্বর, বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস এবং সীমন্তে সিন্দুরাভাব দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ মৃগবরের ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া জলাশয় হইতে গত্রোত্থান করিয়াই দণ্ডায়মান পুরুষের সতৃষ্ণ লোচনে ব্রহ্মময়ীর দৃষ্টি সংযোগ হইল। এই দৃষ্টি মিলন মাত্রেই তাঁহার শতদল শোভাবিনিন্দিত স্মিত-বিকসিত বদন লজ্জায় অবনত হইল; বামকক্ষে লেখনীর উপকরণ ক্ষীণহস্ত সঙ্গিনী বালিকার স্কন্ধে অর্পণ পূর্ব্বক সচকল পদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে বালিকারে কহিলেন—

"ওলো, তুই ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর,—উনি কি লোক।" বালিকা পশ্চাদ্মুখী হইয়া দণ্ডায়মান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি লোক"

"আমি ব্রাহ্মণ।" "ব্রাহ্মণ" শুনিবা মাত্র ব্রহ্মময়ী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মময়ীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুমারিকে, তুমি লিখিতে পার?" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের প্রতি স্মিত-বিস্ফারিত লোচনের বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালন- সঙ্কেতে জানাইলেন, তিনি লিখিতে পারেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

"তবে তোমার ও তোমার পিতার নাম লেখ দেখি!" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের দিকে পরাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং একটী তালপত্র উত্তমরূপে মার্জ্জন করিয়া তাহাতে অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে আপনার ও পিতার নাম লিখিলেন এবং পত্রটী বালিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পত্রটী বালিকার হস্ত হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহ গমনে অনুমতি করিলেন। বালিকাগণ গৃহাভিমুখে চলিলেন। ব্রাহ্মণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার পরাঙ্মুখী হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মময়ী সঙ্গিনীকে কহিলেন,—

"ওলো, পশ্চাতে ফিরিয়া দ্যাখ!" বালিকা ফিরিয়া দেখিয়া কহিল,—

"ঠাকুর তোকে বিয়ে করিবে।" ব্রহ্মময়ী চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলি দুইটী বালিকার গ্রীবায় অর্পণ করিয়া কহিলেন, "তোরে।" এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোরা বিদ্রোহ।

ইংরাজি ১৭৫৭ সালের সুপ্রসিদ্ধ পলাসী সমরের অব্যবহিত পর হইতে এদেশে অবিচলিত ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে বৃটিষ প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইলে, ইউরোপীয়েরা শান্তচিত্তে ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় অধিবাসীদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নৈতিক সাহসের হীনতা দর্শন করিয়া ইংরেজেরা মনে করিয়াছিলেন, মার্জ্জার প্রকৃতির ভারতীয় পুরুষগণকর্ত্তৃক শার্দ্দূলপ্রকৃতিক শ্বেতকায়দিগের অণু প্রমাণ অনিষ্ট সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, বিগত সার্দ্ধশত বর্ষকাল মধ্যে বৃটিষ শাসনে ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক নয় বার বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নয় বার বিদ্রোহের মধ্যে ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক দুইবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আপনাদের স্বজাতীয় সেনা কর্ত্তৃক বিদ্রোহের কথাটা প্রায়ই বিশদ রূপে বর্ণনা করেন না। লুসাই গণ একবার, সাঁওতালেরা দুইবার, ওয়াহাবি গণ একবার, সিপাহীরা দুইবার, বারাসত অঞ্চলের মুসলমানেরা একবার এবং ইংরেজ সেনারা দুইবার —এই নয়বার বিদ্রোহে ভারতস্থ বৃটিষ সাম্রাজ্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত, আশঙ্কিত ও বিচলিত হয়। আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে শ্বেতসেনার দুইবার বিদ্রোহের বিবরণ উল্লেখ করিব।

১৭৬০ সালের কিশোরাবস্থায় লর্ড ক্লাইব বিলাতস্থ ইণ্ডিয়া হৌসে ভারত শাসন সম্বন্ধে * বিস্তৃত লিপি প্রেরণ করেন, তাহার স্থান বিশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমরা ভারতবর্ষে যেরূপ সেনা স্থাপন করিয়াছি ভারতের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আক্রমণ করিলেও তাহা পর্য্যুদস্ত হইবেনা।" ক্লাইব যখন একথা লিখেন, তখন বোধ-হয় তিনি জানিতেন না যে অনতি-বিলম্বে তাঁহার স্থাপিত শ্বেতসেনার দ্বারাই তাঁহার নবাধিকৃত রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিবে। এই সময়ে সেনা ও সৈনিক পুরুষদিগের মাহিনা ও ব্যয়ে কোম্পানির রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শাসনকর্ত্তারা সেনানিবাসের ব্যয় লাঘব করিবার জন্য উদ্বিগ্ন ও উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। অন্য দিকে সেনারা মনে করিতে লাগিল, যাহাদের শোণিত ব্যয়ে রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগকে মর্য্যাদাহীন দরিদ্রের অবস্থায় পরিণত করিতে চাহেন। কৌজের সর্দ্দারেরা ফৌজদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, শাসনকর্ত্তারা সেনাদিগের আকাঙ্ক্ষা

* Marshman's Histoy of India P. I. page 311.